কমল না সাবিত্রী

?

শ্রীশশধর দত্ত
প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ, কর্তৃক ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
শিশির প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও শিশির
পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

মূল্য তিন টাকা

নিবেদন

আমার কয়েকটি কথা বলিবার আছে। বর্তমানে আমরা এক সংঘাতময়-জীবনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব? অতীতের সমাজ-ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাইব, না বর্তমানে যে-বেপরোয়া আধুনিক-মতবাদ একশ্রেণীর শিক্ষিত নর-নারী প্রচার করিতেছেন, তাহাই অবলম্বন করিব?

বিংশ-শতাব্দীর মধ্যাহ্নে পুরাকালের সমাজ-ব্যবস্থা অবিকৃত রাখিবার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিবার মত মনোবৃত্তি আর যাহাই হউক, সুস্থতার লক্ষণ কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। তেমনি অন্যদিকে অতি-আধুনিক-ভাবধারারূপ স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাব - থাকে

এই দুই ভাবধারার সংঘাতে আমি 'কমল না সাবিত্রী?' উপাখ্যান রচনা করিয়াছি। দু'টী বিভিন্ন-ধর্মী মতকে, বিশদভাবে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস আমার সার্থক হইয়াছে কি-না, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারাই তাহার বিচার করিবেন।

বর্তমান সমাজ ও রাস্ট্র-জীবনে যে-সকল সমস্যা আমাদের বিচলিত করিয়াছে, তাহা উপন্যাসের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিবার জন্য, শ্রদ্ধেয়, সুসাহিত্যিক, শিশির-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র, বি-এ, মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফলে "হিংসা না অহিংসা" ও "কমল না সাবিত্রী", এই দুইখানি উপন্যাস আমি রচনা করিয়াছি। আশা করি, সুধী-সমাজ আমার এই গ্রন্থ দুইখানির নূতন বিশ্লেষণ-ধারা অনুমোদন করিবেন। ইতি—

২২, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট,
কলিকাতা

শ্রীশশধর দত্ত

উৎসর্গ-পত্র

বন্ধুবর, সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, (ম্যানেজার, বেঙ্গল্ সেন্ট্রাল্ ব্যাঙ্ক লিঃ, হ্যারিসন রোড্ ব্র্যাঞ্চ; কলিকাতা,) বন্ধুবরের করকমলে এই উপন্যাসখানি প্রীতিযুক্ত হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম। ইতি ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল।

'হরাদিত্য'
পোঃ—হরিণখোলা,
জেলা—হুগলী

শ্রীশশধর দত্ত

কমল না সাবিত্রী?

—০::০—

(১)

নামজাদা বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ সৌমেন চ্যাটার্জির একমাত্র সন্তান, কন্যা মিস রাণু চ্যাটার্জির আঠারোটি বসন্ত-দেখা জীবনের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষ্যে, সেদিন তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায়, তরুণী রাণুর বহু বান্ধবীর সমাগম হইয়াছিল। তরুণী রাণু এই বিশেষ দিনটীতে কোন পুরুষ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ না করিয়া, কেবলমাত্র বান্ধবী ও পরিচিত আত্মীয়াদের লইয়াই জন্মতিথি-উৎসব পালন করিত।

তরুণী রাণুর বান্ধবী-সংখ্যার আর হিসাব ছিল না। স্কুল হইতে কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী অবধি গমন করিয়া সে দুই হাতে বহু তরুণী মেয়েকে বান্ধবী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। ব্যারিস্টার মিঃ সৌমেন চ্যাটার্জির প্রাসাদোপম অট্টালিকার সুদীর্ঘ ও সুসজ্জিত রিসেপ্সন্ হলটি অভিনব-প্রথায় আলোকমালায় দিবালোকের মত ঝলমল্ করিতেছিল। দলে দলে বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত প্রজাপতি-সদৃশ তরুণীকুল হাস্য-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে সুমধুর হাস্যধ্বনি চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়িতেছিল। বিচিত্র ভঙ্গিতে অপরূপ ইঙ্গিতে তরুণী-কুল যে-ভাষায় যে-কাহিনী অকুণ্ঠ কণ্ঠে আলাপ করিতেছিল, তাহা যেরূপ বিচিত্র তেমনি হতবুদ্ধিকর। পুরুষ-বর্জিত তরুণী মহলের অকুণ্ঠ আলাপ শুনিবার দুর্ভাগ্য পুরুষের নাই বলিয়াই, পুরুষ নারীকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাঁহারা নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে নারীকে অবলা বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমানেও যাঁহারা সেইরূপ দুঃসাহস দেখাইতেছেন, তাঁহারা এই বিংশ-শতাব্দীর প্রায় মধ্যাহ্নে সেদিন যদি ব্যারিস্টার মিঃ চ্যাটার্জির গৃহের সান্ধ্য-মজলিসে উপস্থিত থাকিবার ও তরুণীগণের আলাপ শুনিবার দুর্ভাগ্য অর্জন করিতেন, তাহা হইলে নিদারুণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া আত্মহত্যাই বা করিয়া বসিতেন!

সমবেত শতাধিক তরুণী মেয়ের ভিতর, মাত্র একটি তরুণী মেয়ে একান্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া বসিয়াছিল। তরুণী মেয়েটীর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি রিসেপ্‌সান্‌-হলের বহির্দ্বারের উপর নিবদ্ধ ছিল। সম্মুখে দলে দলে তরুণী মেয়েদের চটুল হাস্য-পরিহাস-কলরব তাহার কর্ণে আদৌ প্রবেশ করিতেছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ ছিল।

তরুণী মেয়েটীর নাম, মিস সাবিত্রী মিত্র। সে এই বৎসর বাঙলায় এম এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। উচ্চ-শিক্ষিতা তরুণী সাবিত্রীর অনবদ্য, মধুর চারিত্রিক মাধুর্যে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। মিস রাণু চ্যাটার্জির অসংখ্য বান্ধবীর ভিতর সাবিত্রীর সহিত তুলনা করা চলিত, অন্যতম শ্রেষ্ঠা বান্ধবী, তরুণী মিস কমল বসুর। কমলের কথা পরে বলিতেছি।

সাবিত্রী যখন বহির্দ্বারের উপর প্রত্যাশিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে অপরূপ বিচিত্র সাজে সজ্জিতা তরুণী মিস্ রাণু রিসেপ্‌সান্ হলে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণীদের হাস্য-পরিহাস কলরব বন্ধ হইয়া গেল। সকলে মিস রাণুর চারিদিকে সমবেত হইয়া যুগপৎ নানা প্রশ্নে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

রাণু হাস্যমুখে বান্ধবীদের প্রশ্ন-সমূহের উত্তর দিতে দিতে সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিল। একসময়ে তাহার দৃষ্টি একান্তে একটি কৌচের উপর উপবিষ্ট, তরুণী সাবিত্রীর উপর নিবদ্ধ হইল। সে বান্ধবীদের ভিড় ঠেলিয়া দ্রুতপদে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, "তুই যে একা এখানে বসে! কমল আসে নি?"

তরুণী সাবিত্রী কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে রাণুর পশ্চাতে বীণা-নিন্দিত স্বরে একটি হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। মিস রাণু বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই, হাস্যমুখর তরুণী কহিল, "এসেছি রে, এসেছি। মোটরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় করুণাময় এসে উপস্থিত হ'ল। তাঁকে একটু করুণা না-দেখিয়ে ত আর আস্‌তে পারি না। আহা বেচারী!"

ইতোমধ্যে বহু তরুণী তাহাদের চারি পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল। সকলে সশব্দে বিচিত্র ধ্বনিতে হাস্য করিয়া উঠিল।

তরুণী সাবিত্রী কমলের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, "আমি ভাবছিলাম, বুঝি-বা তুমি আর আস্‌তে পারলে না, কমল দি'।"

কমল অপূর্ব হাস্যে তাহার প্রায়-শুভ্র মুখের দু'টী রক্তাধর হাস্যে সচকিত করিয়া কহিল, "ওরে সাবি, তোদের কমল আর কোথাও

ফুটবে না রে ফুটবে না! এ বিষয়ে তোরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি
তোদের কমল কোন পুরুষের 'বাটন্‌হোল্' শোভিত করবে না।"

মিস রাণু নীরবে হাস্যমুখে তাহার অন্যতমা অভিন্নহৃদয়া বান্ধবীর দি
চাহিয়াছিল। সে কহিল, "অর্থাৎ তুমি কোন পুরুষকে অংশীদার
গ্রহণ করবে না?"

অপর একটি তরুণী কহিল, "আরো সোজা ভাষায় কমল দি',
বিবাহ করবে না?"

তরুণী কমল তাহার কমল-নয়ন দু'টি অপূর্ব ভঙ্গিতে কুঞ্চিত করি
কহিল, "বিবাহের প্রয়োজন? যেখানে প্রয়োজনাভাব, সেখ
অনুষ্ঠান, আয়োজনের কোন হেতু থাকতে পারে, মীরা?"

সাবিত্রীর মুখভাব ঈষৎ বেদনাভাসে ভরিয়া গেল। সে ধীরে
কহিল, "প্রয়োজনাভাবের অর্থ, কমল দি'?"

তরুণী কমল দীপ্তমুখে সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া মুহূর্ত-কয়েক নির্নি
দৃষ্টিতে তাহার মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ খিল্ খিল্ করি
প্রবল হাস্যবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

তরুণী রাণু হাস্যমুখে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল, "নে, সা
কমলকে আর রাগাস নে, ভাই। আয়, আগে তোদের খাওয়া-পাট
ক'রে ফেলি, তারপর, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের সিদ্ধান্ত ক'রে নিবি

অবিলম্বে দেখা গেল, সকল তরুণীই রাণুর প্রস্তাবে একবাক্যে সম্ম
প্রকাশ করিল ও তাহার পশ্চাতে ডাইনিং-রুমে গমন করিল।

সেদিন রাত্রে আহার-পর্ব সমাপ্ত হইতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেল
আহারান্তে পুনশ্চ তরুণীকুল রিসেপ্‌সান্ হলে সমবেত হইলে, কণিক

নাম্নী একটী তরুণী মেয়ে কহিল, "আমার একটি প্রস্তাব আছে। আজ আমরা অন্য কোন তুচ্ছ বিষয়ের আলোচনা না ক'রে, আমাদের অর্থাৎ তরুণী কুমারী-মেয়েদের জীবনে যে-সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা, আমাদের উচ্চশিক্ষিতা, ইংরাজীতে এম-এ, ডিগ্রী-ধারিণী তরুণী বান্ধবী, কমল দি'র অভিমত শুনব। আশা করি, আমাদের কোন বান্ধবীরই আমার প্রস্তাবে কোন অসম্মতি নেই?"

সমবেত তরুণীকুল পশ্চিমা-প্রথায় মৃদু করতালি-ধ্বনির দ্বারায় তরুণী কণিকার প্রস্তাব সমর্থন করিল।

তরুণী সাবিত্রী হাস্যমুখে সে কহিল, "আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, আমাদের ঘরোয়া-আলোচনাকে প্লাটফরম্-বক্তৃতায় না-ফেলাই উচিত। বান্ধবী রাণুর অষ্টাদশ বসন্ত উৎসবের প্রীতিভোজ-পর্বের পর, আমাদের শ্রদ্ধেয়া কমল দি'র ওপর এতখানি অত্যাচার করতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। তা'ছাড়া আমরা পূবের মেয়ে হ'য়ে, পশ্চিমা-প্রথার প্রতি এমন দুঃখকর অনুরক্তি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও দুঃসহ হ'য়ে আমার মনে বাজে। সুতরাং আমরা যদি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রথায় আলাপ-আলোচনা করি, আশা করি, অনেকের নীতিগত আপত্তি থাকলেও, তাঁরা এক্ষেত্রে তা প্রকাশ ক'রে প্রতিবাদ জানাবেন না।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরবে থাকিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিল, কিন্তু কোন আভাস না পাইয়া হাস্যমুখে কমলের দিকে ফিরিয়া কহিল, "এইবার কমল দি', প্রয়োজনাভাবের অর্থটি ব্যক্ত ক'রে আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করো?"

তরুণী কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একবার শতাধিক তরুণীকুলের

নীরব মুখের উপর চকিত-দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, "প্রয়োজনাং এইজন্য বলেছি যে, বিবাহ-প্রথা তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত হয় নি, যা আমাদের সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়। সৃষ্টির আদিযুগে, আমরা দেখ পাই, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে একটি নর ও একটি নারী সৃষ্টি ক'রে নর পৃথিবীর ওপর পাঠিয়ে দেন। সেই আদি নর ও নারীকে আমাদে যদি মেনে নিতে হয়, তবে আমরা যে তাঁদেরই বংশধর, সে বিষ কোন সন্দেহ থাকে না।"

তরুণী কমল মুহূর্তের জন্য নীরব হইলে, একটি তরুণী কহিল, "তা'তে কি হ'ল ?"

কমল কহিল, "তা'তে এই হ'ল যে, আমাদের আদি-পুরুষের ভিতর যখন কোন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল না, তখন এটা যে বিধাতার নয় এ সম্বন্ধে আর কারও আপত্তি থাকতে পারে না। পরে যাঁরা এই প্রথা প্রচলন ক'রেছিলেন, তাঁরা শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে যান নি। একটি নারীকে চিরদিনের জন্য একটি নরের হাতে হাত-পা-মুখ বেঁধে সমর্পণ করার মধ্যে যতখানি বাহাদুরি আছে, ততখানি মনুষ্যত্ব নেই। নারীকে অক্টোপাশের মত সহস্র-বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে, পুরুষ জাতি আপনাদের নীচ লালসা-বৃত্তি পূরণ করবার অতি সহজ উপায় অবলম্বন করেছে জেনেও, আমরা যদি তার প্রতিবাদ না করি, আমরা যদি সেই অক্টো-পাশরূপ বিবাহ-বন্ধন প্রথাকে অস্বীকার না করি, তবে আমাদের মুক্তি, আমাদের স্বাধীন সত্তাকে উপলব্ধি করা কোন কালেই সম্ভবপর হবে না।"

তরুণী কণিকা কহিল, "পুরুষেরা বন্ধন করেছে, সত্য ? কিন্তু নারীরা তা' অবনত শিরে মেনে নিলে কেন ?"

কমল দীপ্তস্বরে কহিল, "সে প্রশ্নের মীমাংসা করবার ভার আমাদের ওপর [illegible] [illegible]তে যারা অত্যাচার করেছে, যারা অত্যাচারিত হয়েছে তা'দের দ্বন্দ্ব নিয়ে বর্তমানকে আলোড়িত করবার মত দুর্ভোগ আর কিছুই নেই। কিন্তু যাদের অন্যায় ও অত্যাচারের ফলভোগ আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি, সেই বাধ্যতা-রূপ শৃঙ্খলকে আমরা ভাঙ্‌তে চাই। আমরা তা ভাঙ্‌ব। পুরুষের এমন কোন বিশেষ অধিকার থাকতে পারে না, যা হ'তে নারী বঞ্চিতা থাকবে। পুরুষের সঙ্গে সব কিছুরই চুলচেরা ভাগ ক'রে আমরা নিতে চাই। আমরা নেব। কিছুতেই আমরা কোন হীনতা স্বীকার ক'রে নেব না।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "পুরুষ নারীর ওপর হীনতম যত অত্যাচার ক'রেছে, সবাকার চেয়ে অতি নীচ ও অতি ঘৃণ্য হচ্ছে, এই তথা-কথিত বিবাহ-প্রথা। কয়েকটা সংস্কৃত শ্লোক নিজেদের মনোমত অর্থে রচনা ক'রে অলঙ্ঘনীয় প্রথার নামে সেগুলো নারীকে আবৃত্তি করিয়ে, চিরজীবনের জন্য নারীর সকল সত্তাকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। এই অমানুষিক প্রথার উচ্ছেদ করতেই হবে। এর জন্য যদি আমাকে নিদারুণ অত্যাচারও সহ্য করতে হয়, করব, তবুও এই নিষ্ঠুর প্রথাকে মেনে নেব না।"

তরুণী সাবিত্রী শান্ত-কণ্ঠে কহিল, "বিবাহ-প্রথাকে নিষ্ঠুর বল্‌ছ কেন, কমল দি'? আমি ত দেখেছি, বহু তরুণী-মেয়ে হাসিমুখে সর্বান্তঃকরণে দেবতার মত স্বামীর জন্য প্রার্থনা করেছে এবং বিবাহ ক'রে পরম সুখী হয়েছে। কৈ, তা'রা ত কেউই এই প্রথাকে নিষ্ঠুর ব'লে অভিহিত করে নি!"

তরুণী কমলের মুখভাব অকস্মাৎ ঘৃণাভাসে বিকৃত হইয়া গেল। সে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া এমন এক-জাতীয় শব্দে হাস্য করিল, যাহা শুনিলে অতি বড়ো দুঃসাহসী ব্যক্তিরও হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে। সে কহিল, "বিষ্ঠার কৃমি বিষ্ঠা আহার ক'রেই বেঁচে থাকে। সুতরাং বিষ্ঠাকেই তা'রা যদি অমৃত ব'লে অভিহিত করে, ভিন্ন-ভুক প্রাণীরা যেমন তা' মেনে নিতে পারে না, তেমনি কতিপয় লোভী ও লালসা-কাতর মেয়ে যদি বিবাহ-প্রথাকে মধুর ও কাম্য ভেবে গ্রহণ ক'রে থাকে, আমরাও তা' স্বীকার ক'রে নিতে পারি না।"

কতিপয় তরুণী হর্ষসূচক ধ্বনি করিয়া উঠিল। তরুণী কমল পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিবাহের প্রয়োজন কোথায়? সার্থকতা তা'র কোন্ খানে? নারীর জীবন পঙ্গু ক'রে ফেলা ভিন্ন, বিবাহের আর কোন্ উদ্দেশ্য আছে?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব রহিল। কেহ কোন উত্তর দিল না দেখিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "একজন পুরুষের, বিবাহিতা-স্ত্রী ঘরে থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীতে আসক্ত হ'তে বাধে না। একজন পুরুষ একাধিক নারীতে আসক্ত হ'য়েও যদি সৎ ব'লে অভিহিত হ'তে পারে, তবে নারীই-বা অনুরূপ ক্ষেত্রে অসতী-আখ্যায় ভূষিত হবে কেন? নর ও নারীর ভিতর এমন কি মৌলিক পার্থক্য আছে, যার ফলে এক দেহ শত ব্যভিচারেও কলুষিত হয় না, আর অন্য দেহ স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তাতেও কলুষিত হ'য়ে পড়ে? এই যে অবজ্ঞা, একে যদি নিষ্ঠুর না বলি, অমানুষিক না বলি, তবে ঐ দু'টো শব্দের কোন অর্থই থাকে না। সর্বোপরি যে-প্রথা পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধ করবার জন্য সৃষ্টি

করেছে, সেই প্রথাকে আমূল ধ্বংস করার কাজে আর যা'রই আপত্তি থাক কোন নারীর যে থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়, এটুকু বুঝবার শক্তিও কি নারীরা হারিয়েছে ?"

সাবিত্রী কহিল, "বেশ। কিন্তু কমলদি', বিবাহ-প্রথার পরিবর্তে তুমি কোন্ প্রথা প্রবর্তিত করতে চাও ?"

কমল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "সব প্রথারই বিরোধী আমি। আমি চাই নারী ইচ্ছামত তা'র সহচর বেছে নেবে, ইচ্ছামত সে এই পৃথিবীর বুকে শির উঁচু ক'রে নির্ভীক মনে বিচরণ করবে। নারীর চলা-পথে কোন বাধা, কোন অন্তরায় থাকবে না। একজন পুরুষকে নারী যতদিন সহ্য করতে পারবে, ততদিনই তা'দের একত্র-বাসের মেয়াদ ব'লে গণ্য হবে। স্বেচ্ছায় এক পুরুষকে ত্যাগ ক'রে, নারীর অন্য পুরুষ গ্রহণ করবার স্বাধীনতা থাকবে।"

তরুণী কণিকা বলিয়া উঠিল, "সর্বনাশ! ওরে মা'রে, আমি তা' পারব না।"

তরুণী কমল সিংহিনীর মত গর্জিয়া উঠিল, সে কহিল, "কাউয়ার্ড! আমি এই জন্যই বলি, পুরুষ যত ক্ষতি, যত অনিষ্ট নারীর করেছে, তা'র চেয়ে শতগুণে বেশী করেছে স্বয়ং নারীরা। তা'রা নির্বিবাদে, নিশ্চিন্ত আয়াসে পুরুষের সকল অনুজ্ঞা মেনে নিয়েছে। তা'রা নিজেদের এতখানি দুর্বল এবং অসহায় ভাবতে সুরু করেছে যে, স্বাধীনতার নামেও ভয়ে আঁৎকে উঠে, পুরুষের সাহায্যের জন্য আকাশ-পৃথিবী চোখের জলে ভাসিয়ে দেয়।" এই বলিয়া সে তীব্র দৃষ্টিতে তরুণী কণিকার দিকে চাহিয়া কহিল, "সর্বনাশ কোথায়? কি তুমি পারবে না, কণিকা?"

তরুণী কণিকা লজ্জিত-হাস্যে নতমুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাকে মার্জনা করুন, কমলদি'। আমি ওসব কিছুই পারব না।"

কমল কিছু বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া সাবিত্রী কহিল, "তুমি যা ফিরিস্তি দিলে এবং তুমি যে-পথ দেখিয়ে দিলে, কমলদি', সে পথে চলার অর্থ মাত্র একটিই হ'তে পারে। আর তা' হচ্ছে......" এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল। সে যাহা বলিতে চাহিতেছিল, কিছুতেই তাহা উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইল না।

তরুণী কমল কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আর তা' হচ্ছে, কি, সাবিত্রী?"

সাবিত্রীর মুখে বেদনার আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "ব্যভিচারের পথ কি এতই বাঞ্ছনীয় হবে, কমলদি'? আমার মনে হয়, তোমার উক্তি শুনে বাঙ্‌লার মেয়েরা শুধু একটু উপেক্ষার হাসি হেসে' তোমাকে হেয় প্রতিপন্ন করে দেবে, কমলদি'। তা'রা বল্‌বে, তুমি তা'দের বন্ধু নও, হিতৈষী নও। তুমি তা'দের এমন একপথে চল্‌তে বলেছ, যে-পথে বহুপূর্বে অসংখ্য অভাগিনী নারী বিচরণ ক'রে, চিরদিনই বঞ্চিত ও সমাজ-বহির্ভূত জীবন যাপন করছে।"

তরুণী কমল কঠিন স্বরে কহিল, "বাঙ্‌লার আধুনিক শিক্ষিতা তরুণী মেয়েদের বুদ্ধি-বৃত্তি যদি তোমার মত এমন নিদারুণ ভাবে নিম্নস্তরের হয়ে থাকে, তা'রা যদি আমার দ্বারা প্রদর্শিত পথে চলাকে, বারনারী-জীবনে গমন করার সমতুল্য ভাবে, তা' হলেও আমি তা'দের মুক্তির জন্য, তাদের না-বোঝা মঙ্গলের জন্য, আমি বারবার ঐ একই পথ দেখিয়ে দেব, সাবিত্রী। যখন দেখি,

ঘৃণিত, লুব্ধ, লালসা-জরজর পুরুষ, একের পর অন্য নারীর সর্বনাশ ক'রেও, বুক ফুলিয়ে সমাজের নেতা হ'য়ে বসারও সুযোগ পাচ্ছে, তখন নারী যদি গণিকা-জীবন যাপন ক'রেও মুক্ত থাকতে পারে, এই সব হৃদয়হীন প্রথা-শৃঙ্খল ভেঙ্গে নিজেদের মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়, আমি সর্বান্তঃকরণে তা' সমর্থন করব, সাবিত্রী।"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "তাতেও কোন ফল হবে না, কমলদি'। তা' ছাড়া, নারী হ'য়ে নারীর মন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই, একথা আমি ভাবতেও পারি নে, কমলদি'। তুমি কি ভুলে গেছ যে, নারী যদি একবার কোন পুরুষকে ভালবেসে মন দান করে, তবে সে মরে গেলেও আর অন্য পুরুষে আসক্ত হতে পারে না?"

তরুণী কমল কহিল, "আমিও ত সেজন্য কোন অনুরোধ জানাই নি, সাবিত্রী। আমি শুধু বলেছি, নারীর মন যতদিন একজনের ওপর আসক্ত থাকবে, ততদিনই তা'র একত্র-বাসের মেয়াদ ব'লে নির্ধারিত হবে।"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তাতেও বিপদের আশঙ্কা আছে, কমলদি। পুরুষের ভালবাসা যে-বয়সে নারীরা পায়, সেই বয়স যখন উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে, তখন নারী কি করবে, কমলদি'?"

একটি মুখরা তরুণী মেয়ে কহিল, "তা'রা পানওয়ালী সেজে কলকাতার রাজপথ আলোকিত করবে, সাবি দিদি।"

কমল সরোষে গর্জন করিয়া কহিল, "চুপ করো। যে-মেয়ের মুখে নারী-জাতির বিরুদ্ধে এমন অপমানকর উক্তি বা'র হয়, সেই মেয়ে নারী-জাতির শত্রু। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যৌবন অন্তে পুরুষের

যদি জীবন কাটাবার অবলম্বনের অভাব না হয়, তবে নারীরই বা হবে কেন? শুধু লালসা আর সম্ভোগের জন্যই কি নারীর-সৃষ্টি হয়েছে? যতদিন নারীর ভোগ-স্পৃহা, ভোগ-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততদিন সে ইচ্ছামত সঙ্গী নির্ধারণ ক'রে নিতে পারবে। তারপর সে ইচ্ছামত জীবন যাপন করবে। তার ফলে এই হবে যে, নারীর পরাধীন মনোবৃত্তি লয় পেয়ে যাবে। নারীও পুরুষের মত স্বাবলম্বী হবে। নারীকে দু'টী উদরান্নের জন্য পুরুষের দাসী-বৃত্তি ক'রে আজীবন কাটাতে হবে না।"

সাবিত্রী হাসিতেছিল। সে কহিল, "সন্তানের পরিচয় কি ভাবে দেওয়া যাবে, কমলদি'? কারণ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, তোমার প্রদর্শিত পথে চল্‌লে, সন্তানের পিতৃ-পরিচয়ের হিসাব ঠিক থাকবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে, কমলদি?"

তরুণী কমল কঠিন স্বরে কহিল, "কোন প্রয়োজন নেই।"

সাবিত্রী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "ওটা তোমার রাগের কথা কথা হ'ল, কমলদি'। হাঁ, তবে একটা উপায় আছে। মাতৃক্রমে অতঃপর সন্তানের পরিচয় দেওয়া যেতে পারবে।" বলিতে বলিতে তরুণী মেয়ে সশব্দ হাস্যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

তরুণী কমল দুঃসহ-ক্রোধে ক্ষণকাল বাক্যহারা হইয়া রহিল। পরে কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে রিসেপ্‌সান্ হ'ল হইতে বাহিব হইয়া গেল।

পর মুহূর্তে শতাধিক তরুণীর কণ্ঠে উচ্ছল হাস্যধারা সজীব হইয়া উঠিল।

তরুণী সাবিত্রী মুহূর্ত কয়েক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কমলের অনুসরণ করিবার জন্য দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

(২)

ধনী-কন্যা কমলের মন এরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে বান্ধবী রাণুর নিকট বিদায় লইবার শিষ্টাচারটুকু পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিল, এবং অপেক্ষমাণ মোটরের কথা বিস্মৃত হইয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলে, সহসা তাহার কর্ণে একটি উৎকণ্ঠিত আহ্বান ধ্বনি প্রবেশ করিলে, সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, দেখিল, ...তম অনুরক্ত বান্ধব, করুণাময় পালিত তাহার সুবৃহৎ নূতন মোটর লইয়া, তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

কমলের স্মরণ হইল যে, সে করুণাময়ের মোটরেই নিমন্ত্রণ-রক্ষা করি... আসিয়াছিল এবং তাহাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য করুণাময় যে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, স্মরণ হওয়ায়, সে লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং কোন কথা না বলিয়া, মোটরের মুক্ত দ্বারপথে সে বান্ধবের পার্শ্বে উপবেশন করিল। সে মৃদু হাস্য মুখে কহিল' "আমার মনেই ছিল না, করুণা।"

করুণাময় কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কহিল, "আমারও তা'ই ধারণা হয়েছিল।"

কমল একবার আড়চোখে যুবক করুণাময়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "চল।"

করুণাময় স্টিয়ারিং-হুইল ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল, "কোথায় যাব?"

কমলের মস্তিষ্ক তপ্ত হইয়াছিল, সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া কহিল, "চল: গঙ্গার ধার দিয়ে একটু ঘুরে আসি। মাথাটা ঠাণ্ডা হবে।"

করুণাময় তাহার রিষ্টওয়াচটার দিকে একবার চাহিয়া মোটরে স্টার্ট দিল। সুবৃহৎ নূতন গাড়ী প্রায় নিঃশব্দে দ্রুত গতিতে ছুটিতে লাগিল।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল দেখিয়া, করুণাময় এক সময়ে ধীর স্বরে কহিল, "কৈ, কিছুই বলছ না ত, কমল ?"

কমল অকস্মাৎ চমকিত হইয়া, সোজা হইয়া বসিল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া কহিল, "তুমিও ত বিবাহের অনুরক্ত, করুণা ?"

করুণাময় প্রশ্ন বুঝিতে না পারিয়া, সোল্লাসে কহিল, "তুমি যদি অনুমতি দাও, কমু।"

কমল ঘৃণা-ভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ভাবপ্রবণতা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি নে। তোমার 'কমু' 'কম' ন্যক্কারজনক শব্দগুলো ছাড়তে হবে, করুণা। তুমি শুনে রাখো, আমি কোন দিন বিবাহ করব না।"

করুণাময় যেমন সহসা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি অকস্মাৎ ম্লান হইয়া গেল। সে ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি তোমার আশা কোন দিনই ত্যাগ করব না, কমল।"

তরুণী কমল অকারণে হাস্য করিয়া কহিল, "অর্থাৎ তুমি আমাকে এমন গভীর ভাবে ভালবাস, যে আমরণকাল আমার স্মৃতি বুকে পুষে কাটাবে, তবু অন্য নারীকে গ্রহণ করবে না!"

করুণাময় একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "হাঁ, কমল। আমি তোমাকে এমনই গভীর ভাবে ভালবাসি।"

কমল বিদ্রূপ স্বরে কহিল, "আমাকে ভালবাসার অর্থ বোঝ তুমি, করুণা ? জিজ্ঞাসা করি, ব্যাঙ্কে তোমার কত অঙ্কের ধন গচ্ছিত আছে ?"

করুণাময় ম্লান স্বরে কহিল, "অকৃত্রিম প্রেম, স্বার্থহীন ভালবাসা, ার্থের তোয়াক্কা রাখে না, কমল।"

সহসা তরুণী কমল সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। তাহার অস্বাভাবিক াসির শব্দে পথচারিগণ বিস্মিত ও কুতূহলী হইয়া ধাবমান মোটরের কে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কমলের হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে, । কহিল, "অমন নির্বোধের মত আর কথনও অভিমত প্রকাশ ক'রো , করুণা। অন্য কোন মেয়ে শুনলে, তোমাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক তরুণ ব'লে ন্য করবে।"

উচ্চ-শিক্ষিত যুবক করুণাময়ের মুখ বেদনাভাসে ম্লান হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "সত্যই তুমি অকৃত্রিম প্রেম ও লব...ক শ্রদ্ধা করো না, কমল?"

কমল তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "যা নেই, যা সম্ভবপর নয়, তা' নিয়ে আমি থনও অর্থহীন বিলাসে সময় অতিবাহিত করি না, করুণা।"

করুণাময় আহত স্বরে কহিল, "প্রেম নেই? ভালবাসা নেই? ব কি আছে, কমল?"

কমল তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুরাগীর আহত স্বর শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "ঐ দু'টী কাল্পনিক বস্তু ছাড়া আর সবই আছে, করুণা। যা'র টা অর্থ আছে, যা'র তোমার মতন এমন দামী মোটর-কার আছে, ইচ্ছা করলে হাজার হাজার টাকা ধূলার মত উড়িয়ে দিতে পারে, র কাছে আর সব আছে, করুণা। এমন যে সৃষ্টি-ছাড়া, থাপ-ছাড়া য় আমি, আমিও তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হই। ত পারো, এর চেয়ে আর কি কাম্য মানুষের থাকতে পারে?"

করুণাময় ব্যথিত স্বরে কহিল, "তুমি আমাকে ভালবাস না, কমল ?"

তরুণী কমলের মুখে পুনশ্চ ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তোমাকে আমি সত্য কথাই বলছি, করুণা। সত্যই আমি তোমাদের অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসা যে কি বস্তু তা' বুঝি না। আমি তোমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সকে ভালবাসি, তোমার এই মিনার্ভাকে ভালবাসি। সুতরাং তোমাকেও যে সেই অনুপাতে বাঞ্ছনীয় সহচর হিসাবে পছন্দ করি, তা'তেও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।"

গঙ্গার তীরে একটি বৃক্ষতলায় মোটর দাঁড় করাইয়া করুণাময় বহুক্ষণ নীরবে গঙ্গার বক্ষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। যে তরুণীকে সে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভাবিয়া ভালবাসিয়াছে, যাহার অতি তুচ্ছতম বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যও সে সকল সময়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকে, যাহার মুখের হাসি দেখিবার জন্য আকুলতার আর অন্ত নেই, যাহাকে একটীবার দেখিবার জন্য সে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ছুটিয়া আসে, সেই তরুণীর মুখে ভালবাসার ব্যাখ্যা শুনিয়া করুণাময়ের তরুণ মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

করুণাময়কে নীরবে চিন্তা করিতে দেখিয়া, তরুণী কমল খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "মুখ অমন পেঁচার মত ক'রে, কি ভাবছ, করুণা ? সত্যই কি তুমি প্রেম, ভালবাসা, বিবাহ-অনুষ্ঠান এই সবে বিশ্বাস করো ? সত্য বলো, তুমি এই সব রাবিশ চিন্তা ক'রে কি তোমার বিংশ শতাব্দীর তারুণ্যকে ব্যঙ্গ করছ না, করুণা ?"

করুণাময় ধীর কণ্ঠে কহিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, কমল।"

তরুণী কমল সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি আমার এই সুন্দর দেহটাকে ভালবাস, কেমন, তাই না, করুণা?"

করুণাময় বেদনা-ক্লিষ্ট স্বরে কহিল, "অমন নীচতা কি আমার মধ্যে থাকতে পারে, তুমি বিশ্বাস করো, কমল?"

"নীচতা!" বলিয়া তরুণী কমল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "ভণ্ডামি ক'রো না, করুণা। তুমি আমার সুন্দর-দেহটাকে ভালবাস, না, আমাকে ভালবাস—কথাটার অর্থ কি বল্‌তে পারো?"

করুণাময় কিছুমাত্র অধৈর্য না হইয়া কহিল, "আজ যদি, ঈশ্বর না করুন, তোমার ঐ সুন্দর অসামান্য মুখখানি কোন ব্যাধির জন্য বিকৃত হ'য়ে যায়, তা' হ'লেও আমি তোমাকে এমনি গভীর ভাবেই ভালবাসব, কমল। আমার এই ভালবাসা দৈহিক আবেদনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমার এই অকৃত্রিম ভালবাসা······"

"চুপ! চুপ! চুপ!" এই বলিয়া তরুণী মেয়ে কমল অকস্মাৎ করুণাময়ের মুখের উপর হাত চাপা দিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। সে কহিল, "নির্জলা মিথ্যাগুলো বলতে তোমার লজ্জা হয় না সত্যি, কিন্তু শুনতে আমার মন ঘৃণায় কুঁকড়ে যায়, করুণা। আচ্ছা, একটা বোঝা-পড়া হ'য়ে যাক আজ।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "একটা কথার জবাব দাও তুমি। তোমার অনেকগুলি তরুণী মেয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা সত্বেও, আমার জন্য এতটা উতলা হয়েছ কেন?"

২

করুণাময় ধীর স্বরে কহিল, "তা আমি জানি না, কমল। তবে হয়তো প্রত্যেক মানুষেরই তা'র প্রিয়তমা সম্বন্ধে একটা নিজস্ব ধারণা থাকে। আমি নিজের কথাই শুধু বল্‌তে পারি। এই পৃথিবীতে একমাত্র তুমি ছাড়া, আমি আর অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারবো না, কমল। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, যে তুমি সুন্দরী না হ'য়ে যদি কুৎসিতাও হ'তে, তা' হ'লেও আমার নির্ধারণের কোন ইতর বিশেষ হ'ত না।"

কমল ব্যঙ্গ হাস্যমুখে কহিল, "বুঝলাম! কিন্তু ভালবাসা কা'কে বলে, করুণা?"

করুণাময় সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি উচ্চশিক্ষিতা-নারী হ'য়েও এমন নির্বোধ-প্রশ্ন করতে পারলে, কমল? ভালবাসার অর্থ আমি এইটুকু বুঝি যে, সত্যিকার প্রেম ও ভালবাসা, রূপ অথবা ঐশ্বর্যের তোয়াক্কা রাখে না। প্রেম যেখানে স্বার্থহীন নয়, সেখানে তা' কামনা নামে অভিহিত হয়, কমল।"

তরুণী কমল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "কিন্তু আমার অভিমত এইবার শোন, করুণা। ভালবাসা অথবা প্রেম যে-নামেই তুমি বুঝ্‌তে পারো, আসলে ওটা দৈহিক আকর্ষণের ওপর ভিত্তি ক'রেই নির্ধারিত হয়। দৈহিক আকর্ষণ যেখানে যত প্রবল, তোমার ঐ তথা-কথিত ভালবাসা ও প্রেম সেখানে তত গভীর। রূপ-যৌবন অথবা দেহের আবেদন ভিন্ন তথাকথিত ভালবাসার কোন অস্তিত্বই যখন থাকতে পারে না, তখন ওটা যে স্রেফ একটা স্নায়বিক ব্যাধি, আর কিছুই নয়, এর বড়ো সত্যও আর কিছু নেই, করুণা।"

করুণাময় আহত কণ্ঠে কহিল, "আমি তোমার নিষ্ঠুর উক্তি বিশ্বাস করি না, কমল।"

কমল হাস্যমুখে কহিল, "সেজন্য কিছুই ইতর বিশেষ ঘটবে না, করুণা। আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি, আজ যদি আমার এই অতুলনীয় দৈহিক সৌন্দর্য কোন কারণে নষ্ট হ'য়ে যায়, যদি আমার এই সুন্দর দেহ কোন কুৎসিত-ব্যাধিতে বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হ'য়ে পড়ে, তা' হ'লে তোমার চোখের ঐ গভীর ক্ষুধিত দৃষ্টি, তোমার মনের ঐ উদগ্র জ্বালাময় দুর্নিবার কামনা-বহ্নি একেবারে শীতল হ'য়ে যাবে, করুণা, তখন তুমি আমার নিকট থেকে শত মাইল দূরে পালিয়ে থাকতে ভালবাসবে।"

করুণাময় তীব্র স্বরে কহিল, "কখনও না। আমার এই পবিত্র প্রেম এতখানি স্বার্থপর নয়, কমল।"

তরুণী কমল হাসিতেছিল, সে কহিল, "আহা, আহত হ'য়ো না, দুঃখ বোধ ক'রো না, করুণা। সত্যকে স্বীকার ক'রে নেবার মত সাহসী হও। কি হবে, মিথ্যে মিথ্যে মনকে চোখ ঠেরে, বন্ধু? যখন আমিও জানি, তুমিও জান, আমার এই লোভনীয়, আকর্ষণীয় দেহটা ছাড়া আর কিছুই তুমি আমার ভালবাস না, তখন এস না কেন, উভয়ে মিলে একটা আপোষ ক'রে ফেলি?"

করুণাময় বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "কি বল্‌ছ তুমি, কমল?"

তরুণী কমল কহিল, "আমি খবর নিয়েছি, ব্যাঙ্কে তোমার প্রচুর টাকা আছে। বনেদী জমিদার বংশের একমাত্র সন্তান তুমি। আমি তোমার সম্পদকে ভালবাসি; তোমাকেও যে নিতান্ত অপছন্দ

করি, তা'ও নয়। আমি এই শর্তে তোমার সঙ্গে আপোষ করতে রাজী আছি, যতদিন আমার ভাল লাগবে, অথবা যতদিন না তোমার মোহ কেটে যাবে, পিপাসা ফুরিয়ে যাবে, মনে ক্লান্তি আসবে, শুধু ততদিনই আমরা একত্রে স্বামী-স্ত্রী রূপেই বল, আর বন্ধু হিসাবেই ধরো, বাস করতে, আমার দিক থেকে কোন আপত্তি হবে না।"

করুণাময় স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইতে চাহিল না। সে এক সময়ে বিহ্বল স্বরে শুধু কহিল, "ওসব তুমি কি বল্‌ছ, কমল?"

কমল তীব্র স্বরে কহিল, "ন্যাকামি ক'রো না, বন্ধু। শোন্, আমার মাথার ওপর কোন অভিভাবক নেই। আমার স্বর্গত পিতাঠাকুর যা রেখে গেছেন, তা'তেই আমার সকল অভাব-অভিযোগ মিটে যায়। আমার দিক থেকে তা'ই কোন সাড়া এতদিন পাও নি। কিন্তু আমি সমাজে একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করতে চাই। আমি দেখতে চাই, যে-প্রথা মানুষ ও পৃথিবীর স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট হয় নি, যে-প্রথা পুরুষেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করেছে, সেই প্রথাকে না মেনেও আমরা চলতে পারি।"

করুণাময় স্তম্ভিত স্বরে কহিল, "বিবাহ না ক'রে একত্রে বাস করাকে সমাজ ত কিছুতেই মেনে নেবে না, কমল। তা'রা আমাদের যে-স্তরে নামিয়ে দেবে, তা' উচ্চারণ করতেও আমি বেদনা বোধ করচি।"

তরুণী কমল কঠিন স্বরে কহিল, "তোমার বোধ-শক্তি যে সাধারণ তা আমি জানি, করুণা। তোমার অকৃত্রিম প্রেম ও ভালবাসার গভীরতাও আমার জানা আছে। তুমি আমার রূপের আকর্ষণে যে স্বাভাবিক

ব্যাধিতে ভুগছ, তা'ও আমি জানি। তা'ই আমি বন্ধু হিসাবে একটা প্রস্তাব করেছি।"

করুণাময় গম্ভীর মুখে কহিল, "আমি তোমার জন্য জীবন দিতে পারি, কমল। তোমাকে না পেলে আমার সমগ্র ভবিষ্যৎ শ্মশান হয়ে যাবে সত্য, তবুও আমার পিতাকে অসুখী করতে পারব না। পূত-পবিত্র অনুষ্ঠানহীন কোন বন্দোবস্তের ফলে অথবা পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে তোমাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারব না, কমল।"

তরুণী কমল ব্যঙ্গ স্বরে কহিল, "এই তোমার অকৃত্রিম প্রেম, এই তোমার পবিত্র ভালবাসা, করুণা?"

করুণাময় একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "সেই জন্যই ত তোমাকে পাপের গভীর পঙ্কে নামাতে ইচ্ছুক নই, কমল। আমার মানসিক পবিত্রতায় এতটুকুও দাগ ধরবে, তেমন ভাবে তোমাকে আমি পেতে চাই না, কমল। আমি কিছুতেই তোমাকে পাপের পথে গ্রহণ করতে পারব না।"

তরুণী কমল অকস্মাৎ মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল। সে করুণাময়ের মুখখানি ঈষৎ উচ্চ করিয়া ধরিয়া কহিল, "পুণ্যপথ কোনটা, করুণা?"

করুণাময় কহিল, "আমরা যতই কেন শিক্ষিত হই না, আমরা যতই কেন না স্বধর্ম-বিদ্বেষী হই না, কমল, তবুও যে-প্রথা বলে আজ পর্যন্ত হিন্দু-সমাজ এমন সুশৃঙ্খলতার ভিতর অটুট হ'য়ে, আপন পবিত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, সেই প্রথাকে তুচ্ছ ভেবে, স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতে পারব না।"

তরুণী কমল একটা দুর্দাম কটাক্ষ হানিয়া, মধুর হাস্য মুখে কহিল' আমার জন্যও না ?”

“তোমার জন্যও না। তোমাকে আমি ভালবাসি, কমল, তোমাকে কি আমি অধঃপতনের পথে টেনে নামাতে পারি ? না, তোমার ঐ ক্ষিপ্তপ্রায় অসুস্থ মস্তিষ্কের বিকৃত কল্পনা সত্য ভেবে, তোমাকে অপমানিত করতে পারি ?”

অকস্মাৎ কমল সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, “বেশ, চমৎকার বলেছ, করুণা। এবার দয়া ক'রে আমাকে বাড়ীতে পৌছে দেবে চল।”

করুণাময় তাহার হাত-ঘড়ির দিকে একবার চাহিয়া কহিল, “সর্বনাশ ! এত রাত হয়েছে ?” এই বলিয়া সে মোটরে ষ্টার্ট্ দিল। পর মুহূর্তে মোটর বালীগঞ্জ অভিমুখে উল্কাবেগে ছুটিতে লাগিল।

সারাপথ তরুণী কমল একটীও কথা কহিল না। অল্প সময় পরে, মোটর তাহার বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইলে, সে নিঃশব্দে মোটর হইতে অবতরণ করিল এবং করুণাময়ের দিকে না চাহিয়া শুষ্ক স্বরে কহিল, “গুড্ নাইট, করুণা।”

করুণাময় প্রত্যভিবাদন করিয়া মোটর ছাড়িয়া দিল।

(৩)

সেদিন প্রভাতে তরুণী সাবিত্রী এক-কাপ গরম চা অগ্রজ নরেশের হাতে দিয়া কহিল, “একটা সুখবর আছে, দাদা।”

নরেশ ওকালতি করে। সংসারে তাহার একমাত্র ভগ্নী, সাবিত্রী ছাড়া আর কেহ ছিল না। নরেশ তাহার বোনটিকে

প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। সে আপন সংসারের ব্যয়-বাহুল্যতা কমাইয়া, ভগ্নীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়াছিল। নরেশের অবস্থা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অপেক্ষা উন্নত ছিল না। তাহা হইলেও, সে সর্বদা নিজেকে সুখী ভাবিবার জন্য সচেষ্ট থাকিত।

নরেশ ভগ্নীর উক্তি শুনিয়া হাতের সংবাদপত্রখানি নামাইয়া রাখিয়া কহিল, "কি সুখবর, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী এক কাপ চা নিজের জন্য ঢালিয়া লইয়া কহিল, "কমলদি'র গত বুধবারে বিবাহ হ'য়ে গেছে।"

নরেশ সচকিত হইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল তাহার মুখে একটীও কথা বাহির হইল না। অবশেষে সে কহিল, "বিবাহ হয়ে গেছে? তোমার কমলদি'র?"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "হাঁ, দাদা, সত্যিই বিবাহ হয়েচে। আমিও তোমার মত প্রথমে বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু কণিকার মুখে যখন শুনলাম, তখন আমার এমন আনন্দ হ'ল!"

নরেশের বিস্ময় তখনও প্রশমিত হয় নাই। সে কহিল, "তোমার কমল দি'র ঢক্কা-নিনাদী অভিমতসমূহ যে এরূপ অর্থহীন ও চপলতা-প্রসূত, সত্য বলতে কি, ভাবতেও আমি বেদনা বোধ করছি।"

সাবিত্রী ঈষৎ লজ্জিত স্বরে কহিল, "কমলদি'র মত অতি-আধুনিক মেয়ে আমাদের ক্লাবে আর দ্বিতীয় ছিল না, দাদা। কমল দি'র অভিমত এমন সব জোরালো যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, অস্বীকার করবার মত যুক্তির জোরও আমাদের থাকৃত না।"

"তা জানি। কিন্তু কোথাকার, এবং কোন ভাগ্যবানের সঙ্গে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, সাবিত্রী?" নরেশ প্রশ্ন করিল।

সাবিত্রী কহিল, "সেও এক রহস্য, দাদা। কমলদি' তার শ্বশুরের বেনারসের বাড়ীতে এখন আছেন। শুনলাম তাঁরা স্থায়ীভাবে সেখানেই থাকেন। বিবাহ বেনারসেই হয়েছে।"

"স্বামী ভদ্রলোকের নামটী কি, সাবিত্রী?" নরেশ প্রশ্ন করিল।

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "কণিকা কিছুতেই বল্‌তে পারলে না, দাদা। সে বললে যে, কমলদি' বিবাহের পূর্বে স্বামীর সঙ্গে একটা গোপন চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, আর সেই চুক্তির ধারা অনুসারে তিনি কোন কথা বিবাহের পূর্বে ব্যক্ত করতে রাজী হন নি।"

নরেশ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "বুঝলাম না, সাবি। আমার মনে হয়, তোমার কমলদি'র মত অতি-আধুনিকা মেয়ে এত সহজে তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারেন না। নিশ্চয়ই তাঁর কোন পুরাতন অনুরাগীর সঙ্গে আপন মত ও নীতি অক্ষুণ্ণ রাখবার শর্তে, একটা বন্দোবস্তে উপনীত হয়েছেন!"

সাবিত্রী ক্ষণকাল চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "কিন্তু বিবাহ ত করেছেন?"

নরেশ চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কহিল, "হয় তো করেছেন। কিন্তু কোন নামে কি আসে যায়, সাবিত্রী?" এই বলিয়া নরেশ চায়ের শূন্য কাপটি সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে পুনশ্চ কহিল "তা' হ'লেও শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি,

ভাই। এখন তোর একটা বিবাহ দিতে পারলেই, আমার সাধনা আমার স্বপ্ন সার্থক হয়, বোন্।"

সাবিত্রী গাঢ় স্বরে কহিল, "না দাদা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি কোথাও গেলে, তোমাকে কে দেখবে বল ত? শুনে রাখ তুমি, একান্তই যদি আমাকে কোথাও যেতে হয়, তবে তা' হবে তোমার বিবাহের পরে, পূর্বে নয়।"

নরেশের মুখে মৃদু ম্লান হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত-কয়েক হাতের সংবাদ-পত্রখানির উপর অর্থহীন দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, "না রে বোন, আর ওসব খেয়াল মনে ঠাঁই দিস নে। আমি বিবাহ করব না, সাবিত্রী। তুই ত জানিস, আমার এ বয়সে আর ওসব ঝঞ্ঝাট পোহানো উচিতও নয়, সম্ভবও নয়।"

সাবিত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা'র অর্থ, দাদা? মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তোমাকে বুড়ো সেজে আমি বস্‌তে দেব না। আমি তোমার কোন অজুহাতই শুন্‌ব না, দাদা।"

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "অনেকের বেশী বয়স হ'লেও বুড়ো হয় না, বোন। আবার অনেকের বয়স অল্প হ'লেও, মনে তারা এমন বুড়ো হ'য়ে যায়, যে তাদের দেহও সঙ্গে সঙ্গে জরাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। আমি এই শেষের দলের সভ্য, সাবিত্রী। কিন্তু এ আলোচনা থাক্, ভাই। বাইরের ঘরে দু'জন মক্কেল বসে আছেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে আসি।"

নরেশ বাহির হইয়া গেল। এমন সময়ে বালক-ভৃত্য শুকলাল প্রবেশ করিয়া কহিল, "একজন দিদিমণি এসেছেন, দিদিমণি।"

সাবিত্রী কহিল, "কোথায় তিনি ?"

"আপনার শোবার ঘরে তাঁ'কে বসিয়েছি, দিদিমণি।" শুকলাল নিবেদন করিল।

সাবিত্রী দ্রুতপদে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বান্ধবী তরুণী-মেয়ে কণিকা একখানি বাঙ্‌লা মাসিক-পত্র পাঠ করিতেছে। সাবিত্রী তাহার অন্যতমা শ্রেষ্ঠা বান্ধবীকে দেখিয়া কলকণ্ঠে কহিল, "একটু ব'স্, কণি। আমি তোর জন্য একটু চায়ের কথা ব'লে আসি।" বলিতে বলিতে সাবিত্রী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অল্প সময় পরে একটি প্লেটে করিয়া কিছু খাবার ও এক কাপ্ গরম চা লইয়া, তরুণী সাবিত্রী যখন ফিরিয়া আসিল, কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "তোর এই সবের জন্যই আমার আসতে ইচ্ছা যায় না, সাবি। কৈ, নিয়ে আয়, আগে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ-পর্ব শেষ করি।"

আহার-পর্ব শেষ হইলে সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "হাঁ রে, কমলদি'র আর কোন সংবাদ পেয়েছিস, কণি ?"

তরুণী কণিকা কহিল, "এইটুকু পেয়েছি যে, তিনি স্বামীর সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "তা'ই হয় রে, তা'ই হয়। মানুষ বেশী দিন উপবাসী থাক্‌লে, তা'র আহারের রুচিটা একটু অস্বাভাবিকরূপেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, ভাই।"

তরুণী কণিকা রহস্যময় হাস্যমুখে কহিল, "তোর ক্ষুধাটাও নিশ্চয়ই বেড়ে চলেছে, সাবিত্রী ?"

সাবিত্রী মধুর শব্দে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "নে, আর জ্বালাস্ নে,

কণি। আমাদের কমলদি' যে শেষে সবার আগে এমন ভাবে ডিগ্‌বাজী খাবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আমি এখন কি ভাবি জানিস, কুণি? আমি ভাবি, আমাদের কমলদি' এবার আমাদের সামনে মুখ দেখাবেন কি ক'রে?"

তরুণী কণিকা ধীর কণ্ঠে কহিল, "স্রেফ্ দেখাবেন না। এখন যাঁকে দেখানো সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন, তাঁর দেখাতেই সব সাধ তাঁর মিটে যাবে।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি একটু সমস্যায় পড়ে গেছি, সাবি।"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "কি রকম সমস্যা, কণি?"

তরুণী কণিকার মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "তুই ত জানিস্ সাবি, আমার কয়েকটি অনুরক্ত ভক্ত আছে?"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "জানি। তবে দুঃখ আমার এই যে, আমি তোদের মত কোন ভক্তকে সহ্য করতে পারি নে। সুতরাং ভক্তহীন, অনুরাগীহীন তরুণী মেয়ের দ্বারায় তোর সমস্যা সমাধান হবার কোন আশাই ত দেখছি নে, ভাই!"

কণিকা মুখভাব গম্ভীর করিয়া কহিল, "তোর গোঁড়ামিও আমি বরদাস্ত করতে পারি নে, সাবি। যে-মেয়ে বাঙলাতে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হ'ল, সে-মেয়ের মনে এতখানি সনাতনী ভাব আর গোঁড়ামি কি ক'রে যে সম্ভব হয়, তা'ও বুঝি নে আমি।"

সাবিত্রী কহিল, "দোহাই কণি, আমার কথা বোঝবার চেষ্টা না ক'রে, তোর সমস্যা-সমাধানে মন দে, ভাই!"

"তা'ই দিচ্ছি।" এই বলিয়া কণিকা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া

কহিল, "দেখ, যদিচ আমার বান্ধব তথা অনুরাগীর সংখ্যা একটু বেশী মাত্রাতেই হয়েছে, তা' হ'লেও আমি মাত্র দু'টীর ভিতর একটিকে স্থির করতে চাই। কিন্তু বিপদ হয়েছে, কোনটিকে রাখি, আর কোনটিকে ছাড়ি—স্থির করতে না পেরে।"

সাবিত্রী হাসিতে হাসিতে কহিল "তবে দু'টিকেই রেখে দে।"

তরুণী কণিকা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "বাজে বকিস নে, সাবি। মন দিয়ে শোন্, ভাই। ওরা দু'জনেই আমাকে গভীর ভাবে ভালবাসে। একজন ত, দিনে অন্ততপক্ষে দু'বার আমার দেখা না পেলে, তাঁর পৃথিবী অন্ধকারে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। শুনি, তিনি আমার কথা ভেবে ভেবে অতি-প্রয়োজনীয় এবং অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্তব্য কাজগুলি পর্যন্ত করতে ভুলে যান। ফলে তাঁর চারিপার্শ্বে অশান্তির পাহাড় জমে ওঠে"।

সাবিত্রী কহিল, "আর অন্যটি?"

"তাঁর স্বভাব একটু বিচিত্র ধরণের। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমার মত তরুণীই নাকি তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য-মানসী। তিনি কিছু মাত্র সুযোগ পেলেই তা'র সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না। আমাকে ছাড়া আর কারুকেই তিনি বিবাহ করবেন না।" এই বলিয়া তরুণী কণিকা নীরব হইল।

সাবিত্রী কহিল, "তারপর?"

কণিকা কহিল, "হাঁ, এইবার ওঁদের বিশেষত্বটুকু বলি। প্রথমে যাঁর কথা বলেছি, তিনি আমার অন্য কারুর সঙ্গে মেলামেশা অথবা হাস্য-পরিহাস করা কিছুতেই পছন্দ করেন না। তিনি আমাকে একান্তভাবে নিজের কাছে চান। আমি কোন বান্ধবের সঙ্গে কথা বললেও তিনি

বুকে বেদনা বোধ করেন, তাঁর মুখের হাসি শুকিয়ে যায়, তিনি পীড়িত হ'য়ে পড়েন।"

সাবিত্রী হাসিতেছিল, কহিল, "আর অন্যজন ?"

কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "তিনি অতিমাত্রায় উদার-ধর্মী। যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ে, মেলামেশায়, এমন কি থিয়েটার বায়স্কোপে যাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই আপত্তিকর দেখেন না। উপরন্তু তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, তরুণ ও তরুণী যদি উদার মতাবলম্বী না হয়, তবে তা'রা কিছুতেই সুখী হয় না। এমন কি, তিনি দলেদলে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। জেলাসী-ব্যাধি কা'কে বলে তিনি জানেন না।"

তরুণী কণিকা নীরব হইলে, সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "বুঝলাম। এইবার তোর মনের অভিপ্রায়টি কি শুনি ?"

কনিকা মাথা নাড়িয়া কহিল, "সমস্যা আমার ঐখানেই, সাবিত্রী। আমি এক এক সময়ে ভাবি, স্বামী যদি উদার-ধর্মী না হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষে, বিশেষভাবে আমাদের মত শিক্ষিতা মেয়েদের পক্ষে জীবন-ধারণ করা দুর্বহ ব্যাপার হ'য়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে স্বামী যদি একনিষ্ঠ না হন, তিনি যদি স্ত্রীঅন্তপ্রাণ না হন, তিনি যদি অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে পড়েন, সে ক্ষেত্রে তুই ত কল্পনা করতে পারিস্, সাবি, আমি কি কিছুতেই সুখী হ'তে পারব, ভাই ?"

তরুণী সাবিত্রা কহিল, "স্বামী যদি স্ত্রী-নিষ্ঠ না হ'ন, তবে তা'র চেয়ে দুঃখকর জীবন আমি ত কল্পনা করতে পারি নে, কণি। আমার যদি পরামর্শ চাস, তবে আমি বল্‌তে পারি, তুই সেই ভদ্রলোককেই

গ্রহণ কর্, যিনি তুই ভিন্ন অন্য কোন নারীর দিকে ভুলেও চান না, যিনি অনুদার, যিনি স্ত্রীর অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলাও সহ্য করতে পারেন না।”

কণিকা গম্ভীর মুখে কহিল, “এতখানি গোঁড়ামি কি সহ্য হবে আমার, সাবি ?”

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, “অর্থাৎ দশজন বন্ধুর সঙ্গে হৈ-চৈ ক’রে তা’দের মিথ্যা স্তোকবাক্য না শুন্‌লে তোর দিন কাটতে চাইবে না, না ? কিন্তু শোন্ কণি, যদি সুখী হ’তে চাস, তবে বহির্মুখী মনকে ফিরিয়ে ঘর-মুখী কর্, ভাই। নারীর মন এমনি ঠুন্‌কো জিনিষ, একবার কারুকে দিলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত কারুকে মন দিস্‌নি, তাই ভাব্‌ছিস, একজনকে নিয়ে তোর সময় কাটবে কি ক’রে ! ওটা তোর ভুল ধারণা, কণি। যে-পুরুষের তোর দেখা না পেলে, তাঁর দিন অন্ধকার হ’য়ে যায়, তেমন পুরুষ যদি ভাগ্যে মিলেছে তোর, তবে হেলায় হারাস নে, হতভাগি।”

তরুণী কণিকা ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিয়া কহিল, “কি জানি, সাবি, আমি ভাই কিছুতেই কিছু স্থির করতে পারছি নে।”

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, “এই যে অস্থির-মতিত্ব আমাদের মত কলেজে-পড়া মেয়েদের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে, এর মূলে কি আছে জানিস ? আছে—পশ্চিমা-সমাজের মেয়েরা যে-বিষে জর্জরিত হয়ে ধীরে ধীরে তিল তিল ক’রে তুঁষের আগুনে পুড়ে মরছে, সেই বিষের আগুন। পশ্চিমের বিষ শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুবের মনে সংক্রামিত হয়েছে। নইলে নারী-মন আজ এমন সন্দেহর-দোলায় দুলত

না কণি। আজ উচ্চশিক্ষিতা মেয়েদের নামে হীন কলঙ্ক-কাহিনী বাঙলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মনের অতৃপ্তি, ভোগস্পৃহা, অনাচার, ব্যভিচার আজ এমন নিদারুণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে, কণি। আজ দেহের ভোগ, দেহের ক্ষুধাকে এত বড়ো আসন দেওয়া হয়েছে, যা'র কোন যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ নেই। দেহের ক্ষুধা নামে যে জঘন্য রুচির অপবাদ বাঙলার শিক্ষিতা তরুণীকুলকে কলঙ্কিত ক'রে তুলেছে, তা'র মূলেও আছে, এই পশ্চিমা শিক্ষার দুর্দম প্রেরণা, কণি।"

তরুণী কণিকা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "আ, তুই থাম্, সাবি। এমন লেক্চার বহু সনাতনীর মুখে শুনেছি, কিন্তু তোর মুখে শোনবার আশা কখনও করি নি। কমলদি' বলতেন যে, পুরুষেরা ইচ্ছামত নারী-সম্ভোগ ক'রে বেড়াবে, সেজন্য সমাজে কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নেই যখন, তখন নারীদের বেলায় এতখানি গোঁড়ামি সহ্য করা কিছুতেই চলতে পারে না। আমিও বলি, সাবি, পুরুষের যেমন মন আছে, ক্ষুধা আছে, তেমনি নারীরও আছে। তবে নারীর বেলাতেই এতখানি বাঁধন-কষণ মেনে নেওয়া আদৌ সমীচীন কী?"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "কমলদি' বহু কথা বলেছেন। কমলদি বহু যুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু শেষে সেই কমলদি'ই বিবাহ ক'রে একটি পুরুষকে নিয়ে সুখী হবার পরীক্ষায় মত্ত হয়েছেন। আমি বল্‌তে চাই, কমলদি'র মত আল্‌ট্রা-মডার্ণ মেয়েরই যখন এই পরিণতি হ'ল, তখন তোর-আমার মত মেয়েদের ও বিষয়ে ওকালতি করার কোন অর্থ ই হয় না।"

কণিকা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "আমি কিছুতেই অমন অনুদার স্বামীকে সহ্য করতে পারব না।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "অর্থাৎ তোমার এমন এক স্বামী চাই, যিনি তোমাকে ইচ্ছামত অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে দেবেন?"

তরুণী কণিকা ম্লান স্বরে কহিল, "তুই এমন নিষ্ঠুর উক্তিও করতে পারলি, সাবি?"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তা' ছাড়া আর কি বলা চলে, তুইই আমাকে বল্, কণি? একনিষ্ঠ, স্ত্রীগতপ্রাণ-স্বামীকে যদি সহ্য করতে না পারিস্, যদি বিবাহিত-জীবনেও ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে ফ্লার্ট ক'রে বেড়াতে চাস্, তবে তোর মনোবৃত্তিকে কি ব'লে অভিহিত করতে পারা যায়, আমি ত জানি নে, কণি। ওরে, নারীর মন কি কখনও একাধিক পুরুষের লোলুপ কামনা-গুঞ্জন সহ্য করতে পারে? আজ অতৃপ্ত-ক্ষুধা নিয়ে ভাবছিস, বুঝি এত অল্প খাদ্যে তোর ক্ষুধা তৃপ্ত হবে না। কিন্তু যখন সত্য সত্যই আহার করবি, তখন দেখ্‌বি, কত অল্প খাদ্যে তোর ক্ষুধা-দানব তৃপ্ত হয়েছে।"

তরুণী কণিকা মুখ ভার করিয়া কহিল, "তুই অত্যন্ত নীচ ধারায় আমাকে আক্রমণ করছিস্, সাবি।"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "ওরে, না, না, না! আমার কথা হয় তো, একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে, কিন্তু আসলে প্রশ্ন ত তা'ই-ই। আমি বহু তরুণী মেয়েকে জানি, যা'রা বিবাহের পূর্বে বড়ো গলায় বহু বড়ো কামনা দাবি ক'রেছিল, কিন্তু বিবাহের পরে দেখা

গেছে, তা'রা তাপ হারিয়ে একেবারে শীতল হয়ে গেছে, তা'দের মনের কোন কোণেই আর এতটুকুও কামনা অবশিষ্ট নেই।"

কণিকা মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। সাবিত্রী মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "যে-ক্ষুধা তরুণী মেয়ের মন উতলা ক'রে তুলে, সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায়, সেই ক্ষুধার নগ্নরূপ যদি ভেবে দেখা যায়, তবে কে এমন নির্লজ্জ আছে, যা'র মন ক্লেদাক্ত হ'য়ে ওঠে না, কণি? এক মুহূর্তের উত্তেজনা বশে এই পৃথিবীতে যত অন্যায়, যত অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তত আর কোন কিছুর জন্যই হয় নি, কণি। মানুষকে পশু করেছে, এই ক্ষুধা। মানুষ, অমানুষ হয়েছে, কর্তব্য ভুলেছে, হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়েছে, মানুষ রক্তের সম্বন্ধ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে, ভাই। এমন যে ক্ষুধা তা'র স্থায়িত্বের মেয়াদ, তা'র মুহূর্ত-তৃপ্তির কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যেতে হয়। অথচ সব জেনেশুনেও মানুষ দুর্দম কামনার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এর বড়ো বিস্ময় আমার আর কিছু জানা নেই, কণি।"

তরুণী কণিকা কহিল, "তুই নিশ্চয়ই কারুকে ভালবাসিস্, সাবিত্রী।"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "ওরে কণি, ভাল না-বেসে কি মানুষ বাঁচতে পারে? আমি নিজেকে ভালবাসি। আমি ভালবাসি আমার আপন-ভোলা উদার, অসীম দিগ্‌বিহারী মনটিকে। আমি এই মন নিয়ে সমগ্র জগতের বিস্ময় প্রতি অবসর-মুহূর্ত খুঁজে মরি। যেখানে যত সমস্যা আছে, আমার মন তা' নিয়ে নাড়াচাড়া করে। যত অতৃপ্তি মানুষের বুকে পাহাড় হয়ে জমে উঠেছে, সে-সবের তৃপ্তির সন্ধানে আমার মন ছুটে বেড়ায়।"

কণিকা অধৈর্য চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তোর আধ্যাত্মি তথা তোর দর্শন-শাস্ত্র নিয়ে তুই থাক, সাবিত্রী। আমি যে-জালায় জ্ব মরছি, তোর ওসব টোট্‌কায় কোন কাজ হবে না, ভাই।"

সাবিত্রী হাসিমুখে কহিল, "তা' বুঝেছি। তুই টোট্‌কার বাইরে চ গেছিস, কণি। কিন্তু একটা কথা শোন। যত শীঘ্র পারিস, বিয়ে কাজটা শেষ ক'রে নে।"

কণিকা ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "ধন্যবাদ!"

"কোন প্রয়োজন নেই, কণি। কিন্তু দেখিস ভাই, আমাে যেন নিমন্ত্রণ করতে ভুলিস নে।" এই বলিয়া সাবিত্রী হাসিতে হাসিে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বান্ধবীকে বিদায় দিয়া সাবিত্রী অগ্রজের কক্ষে গিয়া দেখিল, নিবিষ্টচিত্তে আইনের একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছে। তাহাে দেখিয়া নরেশ পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া কহিল, "জীবনে একটা সুযো এসেছে, সাবিত্রী। বস ওখানে, তারপর মন দিয়ে শোন, ভাই।"

সাবিত্রী সাগ্রহে উপবেশন করিয়া কহিল, "কি [illegible], দাদা?"

নরেশ কহিল, "রূপগড়ের দেওয়ান এসেছিলেন। [illegible]নি আমাে মহারাজার স্টেটের ম্যানেজার-পদ গ্রহণ করবার জ[illegible] [illegible]কটি প্রস্তা দিয়ে গেলেন।"

সাবিত্রী সবিস্ময়ে কহিল, "ম্যানেজারী?"

"হাঁ, মহারাজা একজন অভিজ্ঞ ম্যানেজার চান। আমার কো এক বন্ধু তাঁর কাছে আমার নাম ও ঠিকানা দিয়েছিলেন, শুনলাম মহারাজা আমাকে নিযুক্ত করবার জন্য অতীব অ[নু]গ্রহান্বিত হয়েছেন।

বর্তমানে আমাকে মাসিক তিন হাজার টাকা বেতন-স্বরূপ দেবেন, সাবি।" এই বলিয়া নরেশ নীরব হইল ও ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তরুণী সাবিত্রী আগ্রহভরে কহিল, "তুমি স্বীকার করেছ ত, দাদা?"

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তোকে একবার জিজ্ঞাসা না ক'রে, আমি কি স্বীকৃতি জানাতে পারি, ভাই?"

"বেশ যা হোক!" এই বলিয়া সাবিত্রী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া, পুনশ্চ কহিল, "তা হ'লে?"

নরেশ হাস্যমুখে কহিল, "দেওয়ান মশায় সন্ধ্যার সময় এসে আমার মতামত জেনে যাবেন, সাবি। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, তুই কি কলকাতা ছেড়ে, পশ্চিমের একটা ছোট সহরে গিয়ে থাকতে পারবি?"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "পারব না? তিনহাজার টাকা বেতনের ম্যানেজারের ভগ্নী হ'য়েও থাকতে পারব না? কি যে তুমি বলো, দাদা!"

"তবে আর কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই, সাবিত্রী। তুই ভাই, আমাদের যাত্রার আয়োজন-পর্ব সুরু করে দে। দেওয়ান মশায় মাত্র তিনটী দিনের সময় দেবেন, জানিয়েছেন। আমি একবার একটু ঘুরে আসি।" এই বলিয়া নরেশ প্রফুল্ল মুখে বাহির হইয়া গেল।

তরুণী সাবিত্রীর অসামান্য মুখখানি ভাবী-সৌভাগ্যের রঙিন দিনগুলির স্বপ্নে আলোকিত হইয়া উঠিল।

(৪)

দীর্ঘ চার বৎসর পরের ইতিহাস! করদ-রাজ্য রূপগড়ের রাজধানী, শ্রাবন্তী নদীর তীরে অবস্থিত রূপনগরী সহরটি, দূর হইতে ছবির মত মনে

হইত। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়-বেষ্টিত নগরীর একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর ষ্টেট্-ম্যানেজার মিঃ নরেশ পালিতের বাঙ্‌লো অবস্থিত ছিল। বাঙ্‌লোর চারিদিকে সুদৃশ্য ফুলের বাগান ও বাগানের চারিদিকে আধুনিক ফ্যাসানের তারের বেড়া থাকায়, দূর হইতে বাঙ্‌লোটিকে শিল্পীর হাতে আঁকা একটি মনোরম কল্পনা-পুরী বলিয়া অনুভূত হইত।

সেদিন অপরাহ্নে বাঙ্‌লোর সম্মুখস্থ প্রশস্ত লনের ভিতর সবুজ বর্ণের চাইনীজ্ চেয়ারে বসিয়া, তরুণী সাবিত্রী দীর্ঘ চারি বৎসর পরে অন্যতমা শ্রেষ্ঠা ও অভিন্নহৃদয়া বান্ধবী, তরুণী কণিকার সহিত আলাপ করিতেছিল। কণিকাকে সে তাহার অগ্রজের বাঙ্‌লোয় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল। সেদিন রবিবার। তরুণী কণিকার স্বামী, মিঃ অরুণ দাস, নরেশের সহিত বন্য হাঁস ও হরিণ শিকার করিতে গমন করিয়াছিল।

তরুণী সাবিত্রী বলিতেছিল, "বলিস্ কিরে? কমলাদি' বলেন, তাঁর বিবাহ হয় নি? আশ্চর্য ত! তবে এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন, কণি?"

কণিকা কহিল, "কি জানি, ভাই। সত্য বল্‌তে কি, কমল দি'র কথা যেন বিশ্বাস করতে বাধে। গত চার বছর পরে ফিরে এসে, আবার তিনি নতুন উদ্যমে ক্লাব গঠন করেছেন, নতুন নতুন মেয়েদের সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করছেন। পুনরায় তাঁর সেই বহু-নিনাদী অভিমত, যথা বিবাহ একটা কুসংস্কার, সতীত্বের সত্যিকার কোন অর্থ নেই, পুরুষ-জাতি অত্যন্ত স্বার্থপর, তা'রা শুধু নিজেদের হীন-স্বার্থ পূরণ ক'রে নেবার জন্য নারীদের ততক্ষণই পূজা করে, যতক্ষণ-না বাসনা পূর্ণ হয়, ইত্যাদি সেই ভয়ানক মত্‌গুলো প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছেন।"

সাবিত্রী গম্ভীর মুখে কহিল, "এতদিন তিনি ছিলেন কোথায়?"

তরুণী কণিকা কহিল, "তাঁর সঙ্গে আমার মাত্র একটিবার দেখা হয়েছিল, সাবিত্রী। আমি তাঁকে বারবার ঐ প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু তিনি বারবারই আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। মাত্র এইটুকু বলেছিলেন যে, তাঁর দ্বারা প্রচারিত নীতি সম্বন্ধে কিছুদিন তিনি পরীক্ষায় রত ছিলেন। কিন্তু সে যে কি পরীক্ষা, তা কিছুতেই বল্‌তে চাইলেন না।"

সাবিত্রী কহিল, "তাঁর বিবাহের কথা তবে রটনা হয়েছিল কোন্ সূত্রে?"

কণিকা চিন্তিত মুখে কহিল, "কি জানি, ভাই? আজ আর ঠিক মনে পড়েনা, কার মুখে সে সময়ে শুনেছিলাম আমি।"

সাবিত্রী কিছু সময় গম্ভীর মুখে থাকিয়া কহিল, "সত্য বলতে কি, কমলদি'র জন্য আমার দুঃখ হয়। তাঁর পিতামতা প্রচুর অর্থ তাঁর জন্য রেখে গেছেন। মাথার ওপর কোন অভিভাবক নেই। তাই তিনি এমন স্বেচ্ছাচারী হয়ে চলতে পেরেছেন। কিন্তু কণি, আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে, নারীর বিবাহ করা ছাড়া আর সত্যকার নিরাপদ কোন অবলম্বন নেই।"

কণিকা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "কিন্তু তোর যে কোন তাড়া দেখছি নে, সাবি? তুই কি বিবাহ করবি না?"

সাবিত্রীর মুখ লজ্জারাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "তোর কাছে আর গোপন করব না, কণি। সত্যিই আমি বিবাহ করব। দাদা একটা সম্বন্ধ প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছেন।"

তরুণী কণিকা সোল্লাসে কহিল, "ওরে দুষ্টু, এতক্ষণ বলা হয় নি যে? ভাবী-স্বামী ভদ্রলোকটির পরিচয় কি, তাই?"

সাবিত্রী কহিল, "অত্যন্ত ধনী ও বনেদী বংশ। তাঁর মা ও বাবা উভয়েই জীবিত আছেন। আমি দাদার সঙ্গে কিছুদিন পূর্বে বেনারসে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর মা আমাকে দেখেন। দেখেই তিনি বৌ করবার জন্য এতটা আগ্রহান্বিত হ'য়ে পড়েন যে, আমাদের তাঁর কাশীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দু' দিন আর কিছুতেই ছাড়লেন না।"

কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "ও সব কথা থাক। এখন তাঁর কথা বল? আলাপ হয়েছে ত?"

সাবিত্রী নত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "না। আলাপ হয় নি, বটে, তবে তাঁ'কে দেখেছি।"

কণিকা সবিস্ময়ে কহিল, "তবে?"

সাবিত্রী বুঝিতে না পারিয়া করিয়া কহিল, "তবে কী?"

কণিকা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "কেন, আমার প্রশ্ন ত এমন কিছু শক্ত নয় যে, তুই বুঝতে পারছিস নে? বলি, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না হ'লে, পরস্পরে মন বোঝাবুঝির পালা শেষ না হ'লে, বিবাহ হবে কি প্রকারে?"

সাবিত্রী ঈষৎ গম্ভীর স্বরে কহিল, "ভারতের কোটী কোটী মেয়ের বিবাহ যে-প্রকারে হ'য়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তাই হবে।"

তরুণী কণিকা ক্ষণকাল বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তা'র মানে? তুই কি চোখ বুজে, কিছু না জেনে আপনাকে বিলিয়ে দিবে?"

সাবিত্রী মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "ক্ষতি কী! যদি কোটী কোটী মেয়ে অভিভাবকদের নির্দ্ধারণ চোখ বুজে মেনে নিতে পারে, তবে আমার বেলাতেই ব্যতিক্রম হবে কেন, বলি?"

তরুণী কণিকা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে ক্ষণকাল কোন কথা বাহির হইতে চাহিল না। পরে সে কহিল, "তুই না এম-এ, পাস করেছিস ?"

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "হাঁ, করেছি। কিন্তু তার ফলে আমার কি এমন বিশেষত্ব জন্মেছে, বল্‌তে পারিস্, কণি ? আমার চারটে হাতও হয় নি, বা দু'টো মুখও গজায় নি। আমি যা ছিলাম, ঠিক তাই আছি। সুতরাং কয়েকটা বই বেশী পড়েছি ব'লে ভারতের রীতি-নীতি সংস্কৃতি সভ্যতাকে পদে পদে অমান্য ক'রে চল্‌ব, আমাদের যা কিছু পবিত্র, যা কিছু নিজস্ব সব দু' পায়ে থেঁত্‌লাতে আরম্ভ করব, এমন মনোবৃত্তি আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি নে, কণি। অবশ্য স্বীকার করি, আমি কিছু জ্ঞানার্জন করেছি, কিন্তু তা' ব'লে আমি এমন কিছু অমানুষে পরিণত হই নি, যা'র ফলে নিজের গায়ে নিজে চুণ-কালি মাখিয়ে দেব।"

তরুণী কণিকা সবিস্ময়ে শুনিতেছিল। সে কহিল, "তোর এই কথাগুলো যদি কমলদি' শুনতে পান, তবে তোকে রাঁচি এসাইলামে পাঠাবার জন্য পরামর্শ দেবেন।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তোর ভাবী-স্বামী ভদ্রলোকও তোর সঙ্গে আলাপ করতে উন্মুখ হন নি ?"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "তা' হলে আমার পক্ষেও আর বাধা থাক্‌ত কোথায়, কণি ? তাঁর পিতামাতা যা স্থির ক'রে দেবেন, তিনি সুবোধ বালকের মত তাই নত শিরে মান্য করে নেবেন যখন, তখন আমার পক্ষ থেকেই বা কোন আপত্তি উঠবে কেন, ভাই ?"

কণিকা হতাশ স্বরে কহিল, "ভাল! কিন্তু তোর দাদার অভিমতও কি তাই, সাবি?"

সাবিত্রী কহিল, "না। দাদা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না, যে বোনকে তিনি উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিতা করেছেন, সেই বোন কোন্ দুঃসাহসে এমন অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে? তা'ই তিনি সহস্রবার আমাকে ওই একই প্রশ্ন করেছেন। বলেছেন যে, এভাবে কি তুই সুখী হ'তে পারবি, সাবিত্রী? আমি বলেছি, কেন দাদা, তুমি উতলা হচ্ছ? তুমি কি আর আমাকে জলে ফেলে দিচ্ছ?"

কণিকা নীরবে চাহিয়া রহিল। তরুণী সাবিত্রী পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "দাদা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান ক'রে জেনেছেন, ভাবী-স্বামী ভদ্রলোক, পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁদের জমিদারীর আয় বাৎসরিক লক্ষ টাকারও বেশী। সদ্বংশ, ছেলেটী চরিত্রবান এবং স্বাস্থ্যবান। সুতরাং আপত্তি করবার আর কি আছে, কণি?"

তরুণী কণিকা যে-ভাবে যে-সমাজে ও যে-আবহাওয়ায় লালিতা-পালিতা, সেখানে এরূপভাবে বিবাহ, একান্তরূপে অপরিচিত বস্তু। সে বিস্ময়ে হতচকিত হইয়া কহিল, "আমার ভয় হয় সাবি, এই বিবাহে তুই সুখী হ'তে পারবি না।"

সাবিত্রীর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কেন পারব না, বল্ ত? বাঙলার লক্ষ লক্ষ মেয়ে যদি এপ্রথায় সুখী হ'তে পারে, তবে আমিই বা পারব না কেন? দেখ্‌চি, তোর মনে এখনও কমলাদি' সগৌরবে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছেন।" এই বলিয়া সে মৃদু হাস্য করিল ও পুনশ্চ কহিল, "আমি গভীর ভাবে ভেবে দেখেছি, কণি। আমি শুধু

এইটুকু বুঝেছি, বেশী জানতে গেলেই, মানুষকে বেশী ঠকতে হয়। ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। সেখানকার মেয়েরা বছরের পর বছর ধ'রে, পরস্পরে মন জানাজানি করেও যখন বিবাহ করে, সেই বিবাহ-বন্ধনও অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছিন্ন হয়ে গেছে, এমন অসংখ্য দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সেখানকার আদালতে ডাইভোর্স-কেসের সংখ্যা দিন দিন ভয়ারহ অঙ্কে বৃদ্ধির পথে চলেছে। সুতরাং আমি বলতে চাই, দীর্ঘ সময়ব্যাপী মন জানাজানির পরেও যখন বিবাহ-বন্ধন অটুট্ হচ্ছে না, তখন ভারতের নিকট অপরিচিত, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত-স্বাদ এমন এক ব্যবস্থা-পত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা চলে কী?"

কণিকা কহিল, "কিন্তু আজকাল ত প্রতি ঘরে ঘরে এই ব্যবস্থাপত্রই প্রচলিত হ'তে চলেছে, সাবি।"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "প্রতি ঘরে ঘরে নয়, কণি। আমাদের মত কয়েকটী তথাকথিত শিক্ষিতা-মেয়েদের মনে পশ্চিম-রীতির মোহ-ছাপ লেগেছে, ভাই। কিন্তু দেশের সমগ্র অংশের ভিতর এই সব মেয়েদের সংখ্যা কিরূপ তুচ্ছ ও নগণ্য তা'ও কি তুই বুঝিস্ না, কণি?"

তরুণী কণিকা কহিল, "আমি ভাবতেই পারি না, সাবি, যে একজন অপরিচিত যুবকের হাতে আমি নিজেকে চোখ বুজে বিলিয়ে দিতে চলেছি "

তরুণী সাবিত্রী খিলখিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "এখন তা ভাবতে তোর বাধবে, জানি। এখন তুই মিঃ দাসকে ছাড়া আর যে কিছু কল্পনা করতে পারবি না, তা'ও আমি বুঝি। কিন্তু আমার মনে এতটুকুও দ্বিধা বা ভয় নেই। কারণ আমি বিশ্বাস করি, স্বামী-স্ত্রী

সম্পর্ক শুধু এক জন্মের নয়। আর বিবাহ-প্রথা শুধু মানুষের খেয়াল বশেও সৃষ্টি হয় নি, কণি। একটা প্রবাদ বাক্য আছে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, এই তিনটি বিশেষ বস্তুর ওপর মানুষের কোন হাতই নেই। সুতরাং যে-বিষয়ে আমরা কিছুই করতে পারি না, সেই বিষয় নিয়ে মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কোথায় বলতে পারিস, কণি?"

কণিকা কহিল, "সত্য বলতে কি, ভাই, তোর কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

সাবিত্রী কহিল, "পুরাকালের সাবিত্রী মৃত পতিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আশা করি তুই, তা' বিশ্বাস করিস না, কণি?"

কণিকা হাসিয়া কহিল, "তুই করিস?"

তরুণী সাবিত্রী ধীর ও গম্ভীর স্বরে কহিল, "হাঁ, করি। আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, রাজকন্যা সাবিত্রী দেহে ও মনে এমন গভীর ভাবে পবিত্র ছিলেন ও নারী-ধর্ম এমন নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছিলেন, সবার উপর এমন বাক-সংযমী ছিলেন যে মরণের দেবতাও তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ না করে পরিত্রাণ পান নি।"

কণিকা মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কহিল, "সত্যি, তোর জন্য আমার বড়ো ভয় হচ্ছে, সাবি।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "অর্থাৎ আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে, এই ত?" এই বলিয়া সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল। পুনশ্চ কহিল, "আমরা এমন ইতিহাসও জানি যে বারবণিতা-রূপ-মুগ্ধ কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত স্বামীকে স্ত্রী কোলে ক'রে সুন্দরী বারবণিতার গৃহে নিয়ে গেছেন। নিশ্চয়ই তুই এমন কথা বিশ্বাস করিস না, কণি?"

"নিশ্চয়ই করি না, সাবিত্রী। এমন হীন, লম্পট, কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত স্বামীকে নিজ হস্তে হত্যা করাও পুণ্যকর্ম হবে ব'লে, আমি স্ত্রীকে পরামর্শ দিতাম।" এই বলিয়া তরুণী কণিকা মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, 'এদিকে, স্বামী দেবতা, পতি পরম গুরু ইত্যাদি বহু কথা আমরা যেমন শুনেছি, তেমনি অন্য দিকেও শুনেছি যে, নারী নরকস্য দ্বার; 'রাত্‌মে মোহিনী, দিনমে ডাকিনী' ইত্যাদি বহু ফতোয়ার রোমাঞ্চকারী ইতিহাস—যে দিক দিয়েই দেখি না কেন, পুরুষ-সম্প্রদায় আমাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত ক'রে রাখা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। সুতরাং এমন পুরুষ জাতিকে চোখ-বুজে বিশ্বাস করতে আর যা'রই প্রবৃত্তি হোক, আমার কোন দিনই হবে না, সাবি। তা' ছাড়া আমার অনুরোধ তোর কাছে, তুই এমন ভুল যেন করিস নে, ভাই।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "আমার কথা অনেক হয়েছে। এখন বল্, মিঃ দাস তোকে কেমন ভালবাসেন?"

তরুণী কণিকা ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "আমাকে একদণ্ড দেখতে না পেলে তিনি চোখে অন্ধকার দেখেন। বলেন, আমাকে পেয়ে তাঁর সফল-পাওয়ার সাধ মিটে গেছে। আমি নাকি তাঁর সকল সত্ত্বা ভরে আছি।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "তোরা যে মেঘদূতকেও ছাড়িয়ে গেছিস কণি। তারপর, কোন্ ভাগ্যবানটিকে গ্রহণ করেছিস? জেলাস ভদ্রলোকটিকে?"

কণিকা হাসিয়া কহিল, "হাঁ, ভাই। আমি এই ভেবে মনস্থির

করলাম যে, স্ত্রী হ'য়ে যদি স্বামীর নৈষ্ঠিক প্রেম ও ভালবাসা না পেলাম, তবে বিবাহের আদৌ প্রয়োজন কী?"

সাবিত্রী কহিল, "জীবনে অন্তত পক্ষে একটা ঠিক কাজ করেছিস, কণি। এখন তিনি তোকে চোখে চোখে রাখেন ত?"

কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "ঠিক বিপরীত, সাবি। বরং তাঁকেই সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হয়। অবশ্য তাঁর একটা ভুল ধারণা ছিল। তিনি ভাবতেন যে, আমি বিবাহের পূর্বে যেমন বহু বান্ধবের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করতাম, বিবাহের পরেও ঠিক তেমনি করব। তা'ই তাঁর ভাবনার আর অবধি ছিল না, ভাই।"

সাবিত্রী কহিল, "তারপর?"

"তারপর যখন তিনি দেখলেন, আমার বিবাহের পর পুরাতন বান্ধবের দল, সূর্যোদয়ে কুয়াসার মত কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন তিনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জেলাসী-ব্যাধিও নিরাময় হ'য়ে গেল।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "তুই সুখী হয়েচিস ত, কণি?"

তরুণী কণিকা মধুর হাস্য করিয়া কহিল, "এমন সুখের মুখ বিবাহের পূর্বে কখনও দেখি নি, সাবি।" এই বলিয়া সহসা তাহার দৃষ্টি ফটকের উপর পড়িতেই সে দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাস্যমুখে পুনশ্চ কহিল, "এই যে ওঁরা এসে পড়েছেন!"

সাবিত্রী দেখিল, তাঁহার অগ্রজ ও কণিকার স্বামী ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। সে কহিল, "আয় কণি, আমরা ভিতরে য আয়।"

উভয় সখীতে দ্রুতপদে বাঙ্‌লোর ভিতরে গমন করিতে লাগিল।

(৫)

তরুণী কণিকার স্বামী মিঃ অরুণ দাস ও নরেশ বাঙ্লোর বারান্দায় সন্ধ্যা, কণিকা ও সাবিত্রীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিল। ক সময়ে সাবিত্রী কহিল, "কয়েকটা বুনো হাঁস ছাড়া আর কিছুই াওয়া গেল না, মিঃ দাস?"

অরুণ মৃদু হাস্য মুখে কহিল, "আমাকে দয়া ক'রে অরুণ ব'লে ম্বোধন করবেন, সাবিত্রী দেবী। 'মিস্টারে' এতটুকুও আনন্দ বোধ করি নে। মনে হয়, নামটার সর্বাঙ্গ যেন ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে পড়েছে।" এই বলিয়া সে নরেশের দিকে একবার চাহিয়া মৃদু হাস্য করিল ও পুনশ্চ কহিল, "হাঁস ছাড়া আর যে বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল, তা' শিকার করতে আমাদের সাহস হয় নি, সাবিত্রী দেবী।"

তরুণী কণিকার মুখ ম্লান হইয়া গেল। সে উদ্বিগ্ন স্বরে কহিল, "কি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল?"

অরুণ হাসিতে হাসিতে কহিল, "একটা বাঘ। অবশ্য বেঙ্গল-রয়েল টাইগার নয়! চিতাবাঘ, সাবিত্রী দেবী। নরেশ বাবু বললেন, আমাদের রাইফেলে শুধু হাঁস, আর খরগোস এবং খুব জোর বাচ্চা হরিণ মারা চলে। তা' ছাড়া আর কিছু চেষ্টা করা অবাস্তর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।"

তরুণী কণিকা ভীত কণ্ঠে কহিল, "বাঘও আছে?"

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আছে। একটু বেশী মাত্রাতেই আছে, কণিকা দেবী। তবে ভয়ের তেমন কিছু হেতু নেই। কারণ তা'রা এদিকে বড়ো একটা আসে না।"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "গভীর রাতে বাঘের ডাক শোনা যায়।"

অরুণ কহিল, "দুঃখ এই যে বাঘ মারা রাইফেল নেই। নইলে..."

বাধা দিয়া কণিকা কহিল, "নইলে কি হত শুনি? আমি তোমাকে বাঘ মারতে যেতে দিতাম কি-না!"

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার আর বাঘ মারা হ'ল না, অরুণবাবু।"

অরুণ কহিল, "আপনার বান্ধবীকে আমি বিবাহের পূর্বে অকুতোভয়, দুঃসাহসী মডার্ণ মেয়ে ব'লেই জানতাম, সাবিত্রী দেবী। এক একদিন এমন হয়েছে, ওঁর একটিবার দর্শন পাবার জন্য প্রাতঃকাল হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপর দিকে চেয়ে থেকেছি, তবুও ওঁর দয়া হত না। তাই ভাবতাম, বুঝি ওঁর মত পাষাণ-মনা মেয়ে, শ্রীভগবান আর দু'টী সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু এখন কি দেখ্ছি জানেন? দেখ্ছি, সেই তথাকথিত মর্ডানিজমের ভিতর, স্নেহ, করুণা, দয়ার জীবন্ত প্রতিমা রূপিণী সেই একই শাশ্বত নারী বাস করছেন।"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আপনি তখন কি দেখতেন, অরুণ বাবু?"

অরুণ একবার প্রিয়তমা-নারীর প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তখন আমার মনে হত, মন নামক কোন বস্তু আপনার বান্ধবীর নেই। মনে হ'ত, প্রজাপতি মানবী আকারে আমাদের মত কয়েকজন দুর্ভাগাকে ধরা দেবার প্রলোভন দেখিয়ে, শুধু নিষ্ঠুর, নির্দয় খেলায় মত্ত হয়েছে। মনে হ'ত, শুধু আঘাত দেবার জন্যই যেন ওঁর সকল সাধনা নিয়োজিত

করেছেন। মনে হত, সাগরপ্রমাণ চোখের জলেও ওঁর মনের এতটুকুও স্থান ভেজাতে পারা যাবে না।"

সাবিত্রী কৃত্রিম সহানুভূতি-পূর্ণ স্বরে কহিল, "আহা বেচারী।"

তরুণী কণিকা কহিল, "তাহা মিথ্যে কথাগুলো এঁদের কাছে বল্‌তে বাধছে না তোমার? আশ্চর্য!"

অরুণ অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইয়া কহিল, "হাঁ, মনে পড়েছে, সাবিত্রী দেবী। একদিন ওঁর মনের সত্যিকার পরিচয় অতি সূক্ষ্মভাবে পাই। সেদিন আমার মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিল। অভিমানে মন আমার কাতর হ'য়ে উঠেছিল। আমি ওঁর কাছে বলি যে, মানুষ যখন অযাচিত ভাবে একটু ভালবাসার জন্য কাঙাল হ'য়ে অন্য মানুষের দ্বারে আঘাত করে, তখন সেই অন্য মানুষ পাষাণসম হ'য়ে নির্বিকার মূর্তি ধারণ করে উপেক্ষার হাসি হেসে তা'কে আঘাত করে। আমার কথা শুনে উনি বলেছিলেন, "তেমন মানুষ আর ক'জন আছে, অরুণবাবু?" বল্‌ব কি সাবিত্রী দেবী, সেই রাতটা [illegible] একটি নাড়াচাড়া ক'রেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম।"

কণিকা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "নেই-বা নিজের বাহাদুরীগুলো আর এমন ভাবে প্রকাশ করলে?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া, নরেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "সাবিত্রীর বিবাহের দিন স্থির করেছেন, দাদা?"

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "হাঁ, একরকম স্থির হয়েছে, কণু।"

কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "বিবাহ ত কলকাতাতেই হবে?"

নরেশ কহিল, "না, বোন। বিবাহ বেনারসের বাড়ীতেই হবে

পাত্রের মা কি-একটা ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কাশীধামে এসেছেন, সুতরাং তিনি এখন ফিরে যেতে পারবেন না। তা' ছাড়া, আমারও কোন আপত্তি নেই। কারণ এখান থেকে কলকাতা যাত্রার সুদীর্ঘ পথ-ভ্রমণের কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এবং অতি অল্প সময়ের ভিতর বেনারসে গিয়ে শুভকাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবে।"

"কবে বিবাহ?" তরুণী কণিকা প্রশ্ন করিল।

"এই মাসের ২৬ তারিখে, কণু। আশা করি, তোমরা নিশ্চয়ই সে সময়ে বেনারসে উপস্থিত থাকতে পারবে?" এই বলিয়া নরেশ পর্যায়-ক্রমে কণিকা ও অরুণের দিকে চাহিল।

তরুণী কণিকা হাস্যমুখে কহিল, 'সাবিত্রীর বিবাহে আমরা উপস্থিত থাকব, সেজন্য আপনাকে অনুরোধ করতে হবে না, দাদা। তা' ছাড়া আমরা যখন দেশভ্রমণে বা'র হয়েছি, কোন বাঁধা-ধরা প্রোগ্রামের বালাই নেই, তখন সাবিত্রীর বিবাহে যে আমরা যোগ দেব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না, দাদা।"

নরেশ খুশি হইয়া কহিল, "তুমি জান না, কণিকা, সাবিত্রীর বিবাহের জন্য আমি কিরূপ উদ্বেগে কাল কাটাচ্ছিলাম। গত চার বছরের ভিতর আমি কয়েকটি পাত্র দেখেছিলাম, কিন্তু কোনটিই আমার পছন্দ হয় নি। শেষে………"

বাধা দিয়া কণিকা কহিল, "আপনি এই পাত্রকে দেখেছেন ত, দাদা?"

"নিশ্চয়ই, কণু।" এই বলিয়া নরেশ স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে পুনশ্চ কহিল, "ছেলেটী অত্যন্ত ধার্মিক, স্বাস্থ্যবান, বিনয়ী এবং

ধনবানের একমাত্র সন্তান। ছেলেটি সর্বদিক দিয়েই, আমাদের সাবিত্রীর উপযুক্ত, কণু। এখন শুভকাজ শেষ হ'য়ে গেলে, আমার জীবনের প্রধান সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে, বোন।"

স্নেহময় অগ্রজের কথা শুনিয়া তরুণী সাবিত্রীর কমল-নয়ন দু'টি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। সে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "অরুণ-বাবু, আমার একটি বৌদি যোগাড় ক'রে দিতে পারেন?"

নরেশ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমার পাগল বোনটির কথা যেন সত্যি ভেবে কোন কিছু ক'রে বসবেন না, অরুণবাবু।"

তরুণী সাবিত্রী অভিমানে ঠোঁঠ ফুলাইয়া কহিল, "হুঁ, পাগল বৈকি! আমি চলে গেলে তোমাকে কে দেখ্‌বে, শুনি?"

নরেশ হাস্যমুখে কহিল, "কেন, রতন খানসামা, পাচক গঙ্গাধর, আর দাই হরিয়ার মা, এরা সব কি জন্য রয়েছে, ভাই? মিথ্যে পাগলামি করিস নে, বোন। তোর দাদা আর যাই করুক না কেন, ঐ মহৎ কাজটি সে করতে পারবে না।"

কণিকা কহিল, "কেন দাদা, আপনার বয়স ত মাত্র ত্রিশ কি একত্রিশ। আপনি তবে বিবাহ করবেন না কেন?"

নরেশ হাস্যমুখে কহিল, "দিন গুণে কি কারুর বয়স স্থির হ'তে পারে, বোন? পারে না। সব নির্ভর করে, মানুষের মনের ওপর। যার মন বুড়ো হয়ে গেছে, তা'র আর যে-কোন কাজ করাই সাজুক, বিয়ে করা চলে না, কণু।"

অরুণ কহিল, "আপনার কথা সত্য, নরেশ বাবু। এমন একজন লোককে জানি, যাঁর বয়স চারের কোঠা পার হবার মুখেও যুবকের মত

উৎসাহী ও কর্মঠ। অন্য ক্ষেত্রে চব্বিশ বছরের তরুণকেও দেহে-মনে বার্দ্ধক্যে পরিণত হ'তে দেখেচি।"

নরেশ হাস্যমুখে কহিল, "ঐ শেষোক্ত দলের আমি, অরুণ বাবু।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "হাঁ, কমল মেয়েটি নাকি তা'র বাড়ীতে ফিরে এসেছে, কণু ?"

"হাঁ, দাদা। কমলদি'র বিবাহের কথা যা শুনেছিলাম, সব মিথ্যে ব'লে তিনি অস্বীকার করেছেন।" এই বলিয়া কণিকা মৃদু হাস্য করিল।

নরেশ কহিল, "কমলের কথা শুনে তোমরা আশ্চর্য হয়েছ, কণু, কিন্তু আমি এতটুকুও বিস্মিত হই নি। কারণ কমলকে যারা চেনে, তা'রা তা'র কোন কাজেই বিস্মিত হয় না।"

সাবিত্রী কহিল, "তুমি বলছ যে, কমলদি'র বিবাহ হয় নি ?"

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমি কিছুই বলছি না, সাবিত্রী। কমলের যদি বিবাহ হয়েই থাকে, তবে তা পরীক্ষামূলক ভাবেই হয়েছিল। পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছে, এর বেশী এতটুকুও নয়, বোন।"

সাবিত্রী ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "তুমি কমলদি'র এই কাজকে সমর্থন করো, দাদা ?"

"আমার সমর্থনে কিছুই আসে যায় না, সাবিত্রী। দুঃখ আমার এই, তোরা কমলকে কেউ চিনলি না। কমল তোদের মত একটা সাধারণ ঘটনা নয়। কমল এক আকস্মিক বিপর্যয়। কমলের মনে প্রচণ্ড ঘূর্ণী বাতাস সর্বসময়ে প্রবল আলোড়ন তুলে বহে চলেছে। সেই দুর্দম

ভীষণ বেগ ধারণ করা কোন সাধারণ মানুষের কর্ম নয়, বোন। তা'ই তার কথা ও কাজের সঙ্গে আমাদের, সাধারণের কোন মিল নেই।"

কণিকা কহিল, "কমলদি'র কথা শুনলে, তার নীতি মেনে চললে, সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে-চুরে উড়ে যাবে, দাদা। কমলদি'র মন সমাজের, আইনের এবং সব কিছু চলতি-বিষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয়েছে। তিনি যেন কক্ষচ্যুত একটা উল্কা-পিণ্ড। তিনি কোন স্থানেই আশ্রয় না পেয়ে অবিরাম দুর্বার বেগে ছুটে চলেছেন। এই ছোটার শেষ যে কবে হবে, একমাত্র অন্তর্যামীই বলতে পারেন।"

অরুণ কহিল, "ফলে, তিনি সুখ ও শান্তির মুখ ত দেখ্‌তে পাবেনই না, উপরন্তু তাঁর চারপাশে যারা সুখ ও শান্তির আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের জীবনেও মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না।"

নরেশ কহিল, "দুঃখ আমার এই যে, কমল মেয়েটিকে বশে রাখবার মত একটিও দুর্দান্ত ছেলে বিধাতা সৃষ্টি করেন নি। তা' ছাড়া কমলকে কেউ চিনতেও পারলে না, এ দুঃখও আমার বড়ো কম নয়, কণু।"

তরুণী কণিকা একবার সাবিত্রীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তবে আপনি আমাদের চিনিয়ে দিন, দাদা?"

নরেশ মৃদু হাস্য করিল সে কহিল, "কোন্ বিষয়ের ওপর আলোক-পাত চাও, কণিকা?"

কণিকা কহিল, "বিবাহের বিরুদ্ধে কমলদি'র অভিমত সম্বন্ধেই ধরুন, দাদা। তিনি বলেন, কোন আচার, অনুষ্ঠান বা বিবাহের কোন প্রয়োজন নেই। ইচ্ছামত, খুশিমত, যত দিন ভাল লাগে তত দিনের

জন্য স্বামীরূপী সহচর বেছে নেওয়া উচিত। আপনি কি, কমলদি'র এই অভিমত সমর্থন করেন, দাদা?"

নরেশ কহিল, "কমলের ঐ অভিমত ন্যায় কি অন্যায়, তা'র বিচার না ক'রেও, এইটুকু বলা চলে যে, কমলের উক্তির ভিতর জোরাল যুক্তি আছে। আমি শুনেছি কমল বিশ্বাস করে, বিবাহ-প্রথা যখন মানুষের দ্বারায় রচিত হয়েছে, তখন মানুষের দ্বারাতেই তা' সংশোধিত করা চলে। সুতরাং সে পুরানো প্রথার সংশোধন ক'রে নতুন প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, কোন্ প্রথায় সমাজের সর্বাপেক্ষা মঙ্গল সাধিত হবে? তবেই সে প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না, কণু। রীতিমত বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন আছে।"

কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "তা' আছে। থাক্। কিন্তু সন্তানের পরিচয় সেক্ষেত্রে মানুষ দেবে কিরূপে, দাদা?"

নরেশ হাস্যমুখে কহিল, "বর্তমানে পিতৃপরিচয়ে সন্তানের পরিচয় দেওয়া হ'য়ে থাকে। ভবিষ্যতে যদি মাতৃক্রমে সন্তানের পরিচয় দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা'তেই বা আমাদের আপত্তি হবে কেন, বোন?"

সাবিত্রী কহিল, "তা' যেন হ'ল। কিন্তু আমাদের গৃহের পবিত্রতা, হিন্দুধর্ম, সবার ওপর এমন সুগঠিত সমাজ-ব্যবস্থা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে মানুষে আর পশুতে কি পার্থক্য থাকবে, দাদা?"

নরেশ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি একবার কমলের এক বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় কমল এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। সে বলেছিল, যদি বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা চূর্ণ হয়ে যায়, যাবে।

যখন আমরা এই নতুন ব্যবস্থা মেনে নেব, তখন আমাদের পুরাকালে গঠিত সমাজ-ব্যবস্থা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাই হবে স্বাভাবিক; যদি আমরা সকলে পশুতে পরিণত হই, তবে সকলেই এই ভেবে শান্ত থাকব, যে আমরা সকলেই পশু। পশু তখন পশুর কাছে অভিযোগ জানাতে যাবে না। কারণ পশুদের ধর্ম তা' নয়। সুতরাং আমরা সুখী হব এবং খুশি মনে বাস করতে আরম্ভ করব।"

তরুণী কণিকা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "ভাবতেও আমার দেহ ঘৃণায় ঘিন্ ঘিন্ ক'রে ওঠে, দাদা। ভাবি, আমাদের শ্রদ্ধেয়া কমলদি' কি ভাবে ভাবতে পারলেন যে, আমাদের মনের এত খানি অধোগতি হয়েছে? আশ্চর্য!"

নরেশ হাস্যমুখে কহিল, "কমল আমাদের কথা ভেবে এতখানি উতলা হয়নি, কণু। সে আপন মনের তাপ অনুযায়ী সমগ্র মানব-গোষ্ঠিকে বিচার করেছে। মানুষের ধর্মও তাই। সুতরাং সেজন্য আমরা কমলকে দোষ দিতে পারি নে, বোন।"

এমন সময়ে খানসামা আসিয়া সাবিত্রীকে কহিল, "খানা প্রস্তুত, দিদিমণি।"

সাবিত্রী ঘড়ির দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "আজ এই খানেই ইতি হোক, দাদা। আমাদের আহারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।"

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তথাস্তু!"

(৬)

পরদিনও সাবিত্রী, বান্ধবী কণিকাও তাহার স্বামীকে যাইতে দিল না। তরুণী কণিকার কোন অজুহাতই যখন কার্যকরী হইল না, তখন সে হাসিমুখে বাল্যসখীর অনুরোধে আত্মসমর্পণ করিল।

প্রভাতে ব্রেকফাস্ট্ পর্ব অন্তে নরেশ রাজবাড়ীতে চলিয়া গেল। অরুণ কয়েকটা আশু-প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদ করিবার জন্য নরেশের মোটরে বাহির হইয়া গেল। সাবিত্রী ও কণিকা দুই বন্ধুতে বাঙলোর বিস্তৃত বারান্দায় দুইখানি চাইনীজ বেতের চেয়ারে উপবেশন করিয়া আলাপ করিতে রত হইল।

তরুণী কণিকা বলিতেছিল, "কমলদি' বলেন, সতীত্ব একটা কু-সংস্কার। সত্যি বলতে কি সাবি, ভাবতেও আমি ঘৃণায় শিউরে উঠি। এত বড়ো কথা যে-মেয়ে বলতে পারেন, সেই মেয়ে পারেন না এমন হীন কাজ কিছু আছে-রে?"

সাবিত্রী গম্ভীর মুখে কহিল, "কমলদি'র দোষ নেই, কণি। পশ্চিমা-নীতি, কম-শক্তির বিষের মত বর্তমান শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমাদের পরাধীন দেশের ছেলে ও মেয়েদের মন ধীরে ধীরে বিষ-ক্রিয়ায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। ইউরোপে যা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, আমাদের সব-কিছু নিয়ন্ত্রণকারী প্রভুরা, আমাদের দেশেও তা' তেমনি ভাবে স্বাভাবিক দেখবার ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদের মন পশ্চিমা-রীতিতে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির ক্রমস্থির করেছেন। আমারা সেই কম-শক্তির বিষ আহার ক'রে ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গীণ মৃত্যু-মুখে এগিয়ে চলেছি। আমরা

বুঝতেও পারি না, বোঝবার চেষ্টাও করি না, যে আমরা যা বলছি, তা' অপরের শেখানো নিছক, অপরের ধার করা বুলি কি-না? আমরা এই বিষে এতখানি আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছি যে, অপরের শেখানো বুলিকে নিজের দৃঢ়, মৌলিক অভিমত ভেবে জোর গলায় তা' জাহির করে, চলি, অথচ লজ্জিত হই না।"

তরুণী কণিকা সবিস্ময়ে কহিল, "তবে এমন উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কী?"

সাবিত্রী মৃদু ম্লান হাস্য-মুখে কহিল, "কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি যদি আমার নিজস্ব সত্তাকে হারিয়ে ফেলি, আমি যদি 'হিজ মাষ্টার ভয়েসে' পরিণত হই, তবে আমার পক্ষে সত্যকার মঙ্গল-বস্তু কি, তা' কি-ভাবে বুঝতে সক্ষম হব, কণি? ফলে, আমি তথা-কথিত উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে, আমার সন্তান-সন্ততিকে, আত্মীয়-স্বজনকে সেই একই বিষে জর্জরিত করবার জন্য সচেষ্ট হচ্ছি। ফলে, ধারাবাহিক ভাবে আমাদের যা কিছু নিজস্ব সব কিছুরই উপর বীতরাগ হ'য়ে ধ্বংস-কার্য সুরু ক'রে দিয়েছি! এই হ'ল কমল-নীতির গোড়ার কথা, কণি।"

তরুণী কণিকা ভীত কণ্ঠে কহিল, "তবে ত আর কোন পথই নেই, সাবি? আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় হিন্দু-ধর্মকে রক্ষা করবার আর ত কোন পথই দেখ্‌চি না, সাবি? তবে কি হবে, ভাই?"

সাবিত্রীর মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তা' হ'লেও যত শীঘ্র আমরা পশুতে পরিণত হব ভেবে উতলা হয়েছিস, তত শীঘ্র কোন ভয় নেই, কণি। আজ বাঙ্‌লার নারী-সমাজে যদি দু'-দশ জন

দি'র দেখা পাওয়া যায়, তা হ'লেও এতটা চিন্তিত হবার কোন হেতু নেই, বোন। যে-হেতু এই দু'-দশজনের বাইরে দু'-পাঁচ কোটী মেয়ে এখনও আছেন, যাঁরা কমলদি'র মত মেয়েদের ঘৃণা ক'রে দূরে রাখবেন—স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না।"

কণিকা নীরবে রহিল, কোন উত্তর দিল না।

সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "সতীত্ব একটা কুসংস্কার, এমন ভয়াবহ উক্তি যে-সব [illegible] মেয়েরা করতে আরম্ভ করেছে, তা'রা সতীত্ব-পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক[illegible], কণি। কারণ যা'দের মন শিশুকাল হ'তেই সতীত্ব-পরিবেশের সুযোগে বঞ্চিত হয়েছে, বর্তমান শিক্ষা তা'দেরই সর্বরকমে কবলিত করতে পেরেছে। নইলে তোর ও আমার মত বহু তথাকথিত উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত মেয়ে কমলদি'কে আপন-জন ভেবেও, তাঁর দ্বারা প্রচারিত নীতি গ্রহণ করতে পারে নি। মন যা'র দুর্বল, ভয় পায় সে তত বেশী। মন যা'র যে-কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে-ই বস্তুর অধীনতা সেই সর্বাগ্রে স্বীকার করে, কণি।"

তরুণী কণিকা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "মা-গো, ভাবতেও জরজর হয়ে উঠি—সতীত্বকে কুসংস্কার ভেবে, যে-সব মেয়ে সতীত্বে জলাঞ্জলি দিল, তা'দের সঙ্গে আর বারনারীদের প্রভেদ রইল কোন্‌খানে?"

সাবিত্রী মৃদু কঠিন স্বরে কহিল, "একটু প্রভেদ আছে বই [illegible] কণি। এই সব তথাকথিত কুসংস্কার-মুক্ত শিক্ষিতা মেয়েদের চেয়ে, যা'রা তা'দের বৃত্তি প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, নাম রেজিস্ট্রী করিয়ে সতীত্ব বিক্রয় করে,

তা'রা শতগুণে বেশী আমাদের বরণীয়। গুপ্তঘাতক আর সম্মুখ-যোদ্ধার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, ঐ দু-শ্রেণীর নারীর মধ্যে ঠিক ততখানি প্রভেদ আছে।"

কণিকা কহিল, "সত্য বলছি সাবি, কমলদি'র জন্য আমার দুঃখ হয়। যদিচ তাঁর কণ্ঠস্বর আজও তেমনি উচ্চ, তেমনি নিনাদী আছে, তবুও আমার মনে হয়, তিনি যেন এমন কোন বস্তু হারিয়ে এসেছেন, যার অভাবে তাঁর কণ্ঠস্বরে আর তেমন ভয়াল আকর্ষণ ও মাদকতা নেই।"

সাবিত্রী সবিস্ময়ে বান্ধবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সে কহিল, "কি বলতে চাস্ তুই, কণি ?"

তরুণী কণিকা কহিল, "আমিও ঠিক ধরতে পারছি না, সাবি। তবে এইটুকু আমি দেখেছি যে, কমলদি'র আয়ত চোখ দু'টাতে যেন সে আগুন আর নেই। যেন তিনি কৃত্রিমতা ঢাকতে নিপুণভাবে অভিনয় আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সে যাই হোক, সাবি, তুই যে কমলদি'র মত শিক্ষিতা হ'য়েও, আমাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিস, এর চেয়ে বড়ো আনন্দ আর আমার জীবনে কিছু নেই, ভাই।"

সাবিত্রী ধীর স্বরে কহিল, "সেজন্য আমার স্নেহময় চরিত্রবান অগ্রজের কাছে, আমি ঋণী, কণি। শুধু তাঁর স্নেহচ্ছায়া-তলে বসেই আমাকে ধরে রাখ্‌তে সমর্থ হয়েছি, বোন। কণি, আমরা নারী হয়ে জন্ম-গ্রহণ করেছি, নারীর জীবন সার্থক করতে চারিদিকে মহান কর্তব্যের পাহাড় শির উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নারী যদি সকল কর্তব্য ভুলে, শুধু আপন মানসিক ও দৈহিক-ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য উন্মাদিনী হ'য়ে ছুটে

বেড়ায়, তবে সেই নারী আর কর্তব্য-জ্ঞান-রহিত পশুর সঙ্গে পার্থক্য কি থাকে, ভাই ?"

তরুণী কণিকা নত স্বরে কহিল, "একমাত্র দেহের ক্ষুধার তীব্র দহন সহ্য করতে না পেরেই অনেক মেয়ে পশ্চিমাবাদকেই মুক্তি-মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ ক'রে, পূবের হাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আমি আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি, এই সব মেয়েরা যদি একবার বুঝে দেখিবার প্রয়াস পায়, তাদের ঐ দাবির মূলে কি বীভৎস, দুর্গন্ধময়, ক্লেদাক্ত কামনা রয়েছে, তা' হ'লে, আমি জোর গলায় বলতে পারি, তা'রা বিনা দ্বিধায় বিষ খেয়ে নিদারুণ লজ্জার হাত হতে রক্ষা পাবার চেষ্টা করে।"

সাবিত্রী গম্ভীর স্বরে কহিল, "আজ আর এই সত্য গোপন নেই যে, শিক্ষিতা মেয়েরাই অশিক্ষিতাদের অপেক্ষা শতগুণে বেশী দুর্বল, কণি। অশিক্ষিতা মেয়েরা, মা, জ্যেঠাই, ঠাকুমা, দিদিমা প্রভৃতি অশিক্ষিতা আত্মীয়াদের নিকট হ'তে 'সীতার মত সতী হওয়া', 'রামের মত পতি পাওয়া' প্রভৃতি নানা উপদেশ নানা বার-ব্রতের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে সতীধর্মকে মজ্জাগত ক'রে তোলে, যে অতিবড়ো দাবিতেও তা'দের বিন্দুমাত্রও বিচলিত করে না। অপর ক্ষেত্রে, শিক্ষিতা মেয়েদের সংস্কারের বালাই যুক্তি ও প্রমাণের বলে এরূপ ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে সামান্য বেগে ঝড় বইলেই তা নিঃশেষে লোপ পেয়ে যায়। ফলে, তা'দের পতন এরূপ সহজে ও স্বল্প সময়ের ভিতর হয়, যে মানুষকে বিস্মিত, ভীত ও হতচকিত ক'রে ফেলে, কণি।

কণিকা চিন্তিত স্বরে কহিল, "ধর্ম-গন্ধহীন শিক্ষাই আমাদের এমন সহজে ভাসিয়ে দেয়, সাবি। পল্লীগ্রামের ধর্ম-পরিবেশের ভিতর লালিত

ও বর্ধিত একটা অশিক্ষিতা মেয়ের মনের বল যে বজ্রের মত দৃঢ় হয়, তা' বহুরূপে প্রমাণিত-সত্য। কিন্তু আমরা তা'কে কুসংস্কার বলি। আমরা কৃপার দৃষ্টিতে চেয়ে সেই সব মেয়েদের বিচার করি। আমরা একবারও ভাবি না, যে ঐ সব পবিত্র-চিত্ত মেয়েদের বিচার করবার স্পর্ধা আমাদের থাকা সমীচীন নয়।"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "তোর কথা শুনে বড়ো আনন্দ হচ্ছে, কণি। তুই যে এমনভাবে এই সমস্যাকে দেখেছিস, সত্যই আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি, ভাই। কিন্তু একটা কথা সর্বদা মনে রাখিস, যেমন উচ্চশিক্ষা পেলেই মেয়েদের মন পশ্চিমা ভাবাপন্ন ও দুর্বল হয়ে যায় না, তেমনি পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে হ'লেই সে চারিত্রিক বলে অজেয় হয় না। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায়, বোন।"

তরুণী কণিকা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তুই কখনও পল্লীগ্রামে গিয়েছিস্, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী কহিল, "হাঁ, আমি পল্লীগ্রাম দেখেছি, কণি। একদিকে সর্বত্র যেমন অকথ্য দারিদ্র্য, পল্লীর অবর্ণনীয় চারিত্রিক অধোগতি, হিংসা, দ্বেষ, কলহে শতধা-বিভক্ত সমাজের অমানুষরূপী মানুষগুলির শোচনীয় অবস্থা, তেমনি অন্যদিকে পল্লীর ফুলের মত নিষ্পাপ, সৌরভে পরিপূর্ণ তরুণী কুমারী মেয়ে ও বধূ দলের অনুকরণীয় সারল্য, অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সবার উপর দাম্ভিক-সতীত্বের স্বর্গীয় আবেষ্টনী আমাকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত করেছিল কণি। আজও যে হিন্দু-নারীর বক্ষের নিভৃততম কন্দরে, সতীত্ব অম্লান-মূর্তিতে স্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা' শুধু পল্লীর তথাকথিত নিরক্ষর, অসভ্য নারীদের বজ্রের মত

কঠিন তপস্যার ফলেই সম্ভব হয়েছে, কণি। আমরা, শিক্ষিতা মেয়েরা, বিশেষ ক'রে কমলদি'র মত মেয়েরা দৈহিক-ভোগকে এতটা উচ্চাসন প্রদান করেছি যে সেখানে সতীত্বকে একটা কুসংস্কার বলা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথও নেই, কণি।"

তরুণী কণিকা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "নেই কেন?"

সাবিত্রীর মুখে বেদনাতুর আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "থাকতে পারে না বলেই নেই, ভাই। দৈহিক-ভোগ-ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য কমলদি'র মত শিক্ষিতা মেয়েরা ক্রুদ্ধ ও তপ্ত হয়ে সতীধর্ম রূপ লৌহ দ্বারের সম্মুখীন হ'য়ে বিমূঢ় হ'য়ে পড়ল। প্রয়োজন দেখা দিল, স্মরণাতীত কাল হ'তে অটুট, বজ্রের মত দৃঢ় এই দ্বার—ভাঙবার। ফলে সহজ পথ আবিষ্কার করল, এই সব তৃষা-কাতর ছেলে মেয়েরা। তা'রা প্রচার করতে শুরু ক'রে দিল, সতীত্ব একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমে তা'রা নিজ মতাবলম্বী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সভা-সমিতি গ'ড়ে তাদের এই সর্বনাশা বাণী প্রচার করতে লাগ্‌ল। পরে দলীয় কয়েক জন সাহিত্যিককে দিয়ে সাহিত্যের ভিতর এই পশুনীতি প্রবেশ করিয়ে, নিষ্পাপ, ভদ্র ছেলে-মেয়েদের সংস্কারের ভিত্তির ওপর প্রচণ্ড আঘাত হান্‌তে লাগ্‌ল।" এই বলিয়া ক্ষুব্ধা সাবিত্রী নীরব হইল।

তরুণী কণিকা কহিল, "তা'রা কতদূর সাফল্য অর্জন করল, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "দৃশ্যত এক সময়ে তা'রা শহরের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজে একটা আলোড়ন তুল্‌তে সক্ষম হয়েছিল,

কণি। কিন্তু আসলে সত্যিকার কাজ কিছু হয় নি। মানুষের মন-ধর্ম এই যে, একটা কিছু নতুনত্বের স্বাদ পেলেই সে একবার তা' পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে চায়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত! চিনি-মোড়া কুইনাইন্ পিলের চিনি গ'লে গেলে যেমন নগ্ন তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তেমনি এই সব ছেলে-মেয়েদের দ্বারা প্রচারিত নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল, তখনই তা'রা আচম্বিতে বিদায় নিতে বাধ্য হ'ল, বোন। সাধ্য কি কয়েকটা বিপথগামী ছেলে-মেয়েদের, হাজার হাজার বছর ধরে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত-সত্যকে, এমনি একটা মিথ্যা অজুহাতে ও ধাপ্পায় বাঙ্‌লার ছেলে-মেয়েদের মন থেকে চিরদিনের জন্য উড়িয়ে দিতে পারে? তা'রা সত্যিকার বাঙ্‌লার পরিচয়ে ভুল হিসাব করেছিল, কণি। তা'রা ভেবেছিল, বাঙলা বাস করেন, শহরে! বিশেষভাবে কলকাতাকে তা'রা, বাঙ্‌লার হৃৎপিণ্ড ভেবে, এইখানেই সকল আঘাত কেন্দ্রীভূত করেছিল। কিন্তু ঐ যে বলেছি, তা'রা যে হিসাবে ভুল করেছিল, তা' অচিরেই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্‌ল।"

তরুণী কণিকা মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "কোথায় বাঙ্‌লা বাস করেন, সাবিত্রী?"

"বাঙলা বাস করেন, পল্লীগ্রামে। শহরে শতকরা কয়জন নর-নারী বাস করেন, কণি? আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি, যদি শহরের প্রত্যেকটি নর-নারী ঐ সর্বনাশা নীতিতে আস্থাবানও হয়ে ওঠেন, তা'-হলেও বাঙ্‌লার এতটুকুও ক্ষতি সাধিত হবে না।"

তরুণী কণিকা মুহূর্ত-কয়েক নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "তোর হিসাবেও একটা ভুল আছে, সাবি। বাঙ্‌লার সেরা ব্যক্তিরাই শহরে

বাস করেন। তাঁরা সাময়িকভাবে শহরে থেকে যখন পল্লীতে ফিরে যান, তখন তাঁদের সতী-ধর্মে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন মন যদি পল্লীর পবিত্রতা ধ্বংস করবার কাজে নিয়োজিত হয়, তবে কি ভয়ের কিছু নেই, ভাই ?"

সাবিত্রীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "না, নেই। কারণ যে-সব পল্লীবাসী সাময়িক ভাবে সহরে বাস করেন, তাঁদের প্রায় সকলেই, হয় কেরাণীগিরি নয় ছোট-খাটো ব্যবসা পরিচালনা ক'রে, আপনাদের ও পল্লীতে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজনের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করেন। তাঁদের এই সব ন্যক্কারজনক বিষয়ে মন দেবার সময়ও নেই, ইচ্ছাও নেই। তাঁদের আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য, যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়, তাঁদের একমাত্র অর্থ-চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা করবার অবসর থাকে না, কণি। সুতরাং মানুষ যা' চিন্তা করে না, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না যখন, তখন এই সব ভদ্রলোকের দ্বারায় পল্লীর নির্মল বাতাসে বিষ ছড়াবার আশঙ্কা থাকে না, ভাই।"

কণিকা কহিল, "কিন্তু যে-সব ছেলেরা, পল্লী থেকে কলকাতায় ও অন্যান্য শহরে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আসে, তাদের ত' তুই এ ভাবে উড়িয়ে দিতে পারিস্ না, সাবিত্রী ?"

সাবিত্রী মৃদু হাসিমুখে কহিল, "না, পারি না। তবে এই সব ছেলেদের, পল্লীর তরুণী মেয়েদের অভিভাবকেরা যত ভয় ক'রে চলেন, তা'র চেয়ে শত গুণে বেশী ভয় করে এবং এড়িয়ে চলে ওই সব মেয়েরা, কণি। আমি দেখেছি, তেরো-চোদ্দ বছরের তরুণী মেয়েরাও, পাড়ার যুবক-ছেলেদের সম্মুখে বার হয় না। যদিই বা বা'র হয়, তবে নিতান্ত

দায়ে মা ঠেক্‌লে কোন কথা বলে না। শহরের মত অবাধ মেলা-মেশা সেখানে স্বপ্নাতীত ব্যাপার।"

কণিকা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তুই ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলা-মেশা পছন্দ করিস না, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "প্রশ্ন ত তা' নয়, কণি। আমার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দে কি আসে যায় বল্‌ ত? শহরের কথাই আলাদা। এখানে দাদার বন্ধু, দিদির অবিবাহিত দেবর এবং দেবরের বন্ধুদলে প্রত্যেকটি অন্তঃপুর ছেয়ে গেছে। অধিকাংশ বাড়ীর তরুণী মেয়েরা এই সব অনাত্মীয় যুবকদের সঙ্গে 'দাদা' সম্বন্ধ পাতিয়ে, তাদের অর্থে বায়স্কোপ দেখে, থিয়েটারে যায়, নানা উপহার সামগ্রী গ্রহণ ক'রে বিলাস-উপকরণের অভাব মিটিয়ে নেয়। দাদারা ভাবেন, আমার অকৃত্রিম সুহৃদের সঙ্গে আমার তরুণী বোন যদি মেলা-মেশা করে, তবে ক্ষতির কোন হেতুই থাকবে না। কিন্তু এই অনভিজ্ঞেরা ভুলেও চিন্তা করে না, যে ঘি ও আগুন একত্রে থাকবার সুযোগ পেলেই গল্‌বে। এর ফলে কত যে নিরীহ, নিষ্পাপ তরুণী মেয়ের আনন্দময়-জীবন অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে, কে তা'র সংবাদ রাখে, কণি?"

তরুণী কণিকা পরম বিস্ময়ভরে কহিল, "তোর দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না, সাবিত্রী।"

সাবিত্রী ম্লান স্বরে কহিল, "কি ক'রে এড়াবে বল্‌? আমি যে ভুক্তভোগী রে! আমি যে দেখেছি, এই সব তথাকথিত দাদাদের রূপ! আমি যে জেনেছি, এই সব ছদ্মবেশী দুরাচারেরা কিরূপ নিপুণ অভিনয়ের জাল বুনে নিরীহ মেয়েদের আবদ্ধ করে, তা'দের সর্বনাশ

করে, শেষে শয়তানদের হীন কামনা চরিতার্থ হ'লেই, আবার নতুন শিকারের লোভে, অভাগিনী তরুণীদের জীবনকে চিরতরে অভিশপ্ত ক'রে—চলে যায়।"

কণিকা গম্ভীর মুখে কহিল, "মেয়েরা যদি সতর্ক হ'য়ে থাকতে পারে, তবে সাধ্য কি এই সব শয়তান, চরিত্র-হীনরা তাদের সর্বনাশ করে?"

সাবিত্রী তপ্ত স্বরে কহিল, "একটা পনেরো কি ষোলো অথবা সতেরো কি আঠারো বছরের অন্তঃপুরবাসিনী অনভিজ্ঞা তরুণী মেয়ের কাছে কতটুকু তুই প্রত্যাশা করতে পারিস, কণি? প্রথমত অবাধ মেলা-মেশার ফলে, তাদের মন স্বভাবতই সহযোগিনীর ভাব ধারণ করে। তারপর দিনের পর দিন যদি প্রলোভন মূর্তি ধরে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে নিত্য-নতুন তথাকথিত সুখের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিতে থাকে, তবে কতদিন সেই সব মেয়েরা নিজেকে রক্ষা করতে পারে, বলতে পারিস? তার ওপর, আজকাল সাহিত্যে, সিনেমায়, থিয়েটারে যে-সব হীন-আবেদন ভরা বই সব অভিনীত হয়ে থাকে, সেই সব, দেখে, শুনে, পাঠ ক'রে, তরুণী মেয়েদের মন যে-ভাবে প্রভাবিত হ'য়ে ওঠে, তা'ই ত বিষম অনর্থকর। পরিশেষে নষ্ট-চরিত্র যুবকদের অবিরাম হীন-প্ররোচনার ফলে সেই সব মেয়েরা কি-ভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে, কণি?"

তরুণী কণিকা সহসা সশব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "দেহের ক্ষুধা, মনের তৃষা মেটাবার তাগিদে সমগ্র জগতে দিবা-রাত্র যে-ভয়াবহ জীবন-মরণ-পণ যুদ্ধ চলেছে তা' কোন দিনই বন্ধ

হবে না, সাবি। মানুষ অতৃপ্তিকর তৃপ্তির উন্মাদনায় অধীর হ'য়ে মুহূর্তের উত্তেজনায় এমন সব জঘন্য কাজ ক'রে বসে, যা'র জের আর সারা-জীবনে মেটাতে পারে না।"

সাবিত্রী কহিল, "অতি-আধুনিকা কমল দি'র দল আর তথাকথিত সনাতনী দলের সঙ্গে যে সংঘাত বেধেছে, তার ফলে এক অতি পবিত্র, অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত বস্তুটির নগ্ন কদর্যরূপ প্রকাশ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বাপ-মা, ছেলে-মেয়ে উপযুক্ত বয়সে উপস্থিত হ'লে, তাদের বিবাহ দেন। বধূকে পুত্রের ঘরে শয়ন করতে পাঠান। নাতি নাতনী হয়, অবস্থানুযায়ী সমারোহে অন্নপ্রাশন করেন। এমন কি নববধূ ঋতুমতী হ'লে নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে উৎসব করেন। হয় সব, কিছুই বাকি থাকে না। কিন্তু এমন এক পবিত্র রীতির ভিতর দিয়ে এই সব অতি গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান করেন, যে দৃষ্টিকটু ত হয়ই না, উপরন্তু এক জাতীয় পবিত্র ধর্মের ভাব মানুষের মনে দাগ কেটে দেয়। কিন্তু এই সংরক্ষণশীল প্রথা অতি-আধুনিকদের মন তৃপ্ত করে না। তাঁরা সব কিছুকে একান্ত নগ্ন-মূর্তিতে প্রকাশ্যে চোখের ওপর টেনে এনে, সর্বরকমে আবরণ-হীন ক'রে, এমন কদর্য ও বীভৎস ক'রে তুলেছেন, যে দুর্গন্ধে অন্তঃপুরের পবিত্র বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। ফলে লজ্জা, সরম, সম্ভ্রম সব ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। শুধু সম্ভোগ ছাড়া আর কিছুই নেই। মানব-জন্মের উদ্দেশ্য বুঝি-বা একমাত্র এই বৃত্তির অনুশীলনের পথেই পূর্ণ হবে এই ধারণায়, কোন সম্বন্ধেরও বালাই মান্‌তে চাইছে না। একদল মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছে, তবুও তা'দের আশা অতৃপ্ত রয়ে যাচ্ছে। অতৃপ্তিকর বস্তু কখনও যে তৃপ্তি আন্‌তে পারে না,

তথা-কথিত অতি-আধুনিক দলীয় নর-নারীরা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না।"

কণিকা চিন্তিত মুখে কহিল, "এই হীন-বৃত্তির ফলে, ওই মানুষগুলি যে কিরূপ নিজেদের খাটো ক'রে ফেলছেন, তা'ও কি বুঝতে পারেন না?"

সাবিত্রী কহিল, "তা' যদি পারতেন, তা'হলে কি কখনও নিজেদের খাটো করা সম্ভবপর হ'ত, কণি? কিন্তু আর না, ভাই। আয় দেখি, ঠাকুরের কি কি রান্নার কাজ শেষ হ'ল।"

"চল্, ভাই। এইসব আলোচনা ক'রে মনটা আমার বিষিয়ে উঠেছে।" এই বলিয়া তরুণী কণিকা উঠিয়া দাঁড়াইল ও বান্ধবীকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

(৭)

পরদিন প্রাতে বান্ধবী কণিকা, স্বামীর সহিত দেরাদুন যাত্রা করিলে। সেদিন সন্ধ্যার পর সাবিত্রী, কণিকা ও অরুণের সহিত বাঙলোর বারান্দার উপর চেয়ারে উপবেশন করিয়া আলাপ ও আলোচনা করিতেছিল। পূর্ণিমার চন্দ্র-কিরণ বাঙলোর ফুলের বাগান ও বারান্দায় প্লাবিত হইয়াছিল। অগ্রজ নরেশ রাজকার্য ব্যপদেশে কাছারীতে রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফিরিতে রাত্রি দশটা হইবে, এই সংবাদ একটি চাপরাসীর দ্বারায় ভগ্নীকে জানাইয়া দিয়াছেন।

এক সময়ে সাবিত্রী কহিল, "আচ্ছা, অরুণবাবু, আপনি আমার বান্ধবীকে ভালবাসার পূর্বে, আর কোন তরুণী মেয়েকে ভালবেসেছিলেন?"

তরুণী কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "ও-বিষয়ে তোর জামাইবাবু একজন অথরিটী, সাবি।" এই বলিয়া সে স্বামীর দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "লজ্জা কিসের বল ত ? আমার কাছে যখন তা' স্বীকার করতে পেরেছ, তখন সাবিত্রীর কাছেও পারবে। বল ?"

অরুণ ঈষৎ ম্লান হাস্যের সহিত কহিল, "সে দুর্ভাগ্যও একবার হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "না হলেই আশ্চর্য হতাম, অরুণবাবু এখন দয়া করে বিস্তারিত বিবরণটুকু আমাকে বলুন ?"

অরুণ কহিল, "যখন আদেশ করছেন, তখন বলতেই হবে আমাকে। আপনার বান্ধবীকে অবশ্য বলেছি।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "সেও বেশী দিনের কথা নয়। একটি তরুণী মেয়ের প্রেমে আমি পড়ি। মেয়েটী যে দেখতে অপ্সরী বা কিন্নরীর মত ছিল, তা নয়। উপরন্তু তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বললেই, ঠিক বলা হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমি তা'র রূপে নিজেকে হারাই নি। আমি হারিয়েছিলাম তার সাবলীল ভঙ্গিতে, তা'র অনবদ্য কণ্ঠস্বরে। মেয়েটীর কণ্ঠস্বর এমন মিষ্ট ছিল, মনে হ'ত আমার, যেন বাঁশীর সুরও তত মধুর নয়। মেয়েটীর কণ্ঠস্বর শুনলেই আমার সমগ্র সত্ত্বা মূর্ছাতুর হ'য়ে পড়ত। অনন্যমনা হয়ে এই মেয়েটীকে ধ্যান করতাম।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "ধ্যানের ফল কি হল ?"

অরুণ নির্বিকার কণ্ঠে কহিল, "কিছুই হল না, সাবিত্রী দেবী। আমি মেয়েটীকে ভালবাসবার বহু পূর্বে থেকেই প্রায় আধ ডজন যুবক যুগপৎ তাকে ভালবাসত, অথবা ভালবাসার অভিনয় করত। ফলে আমার

অকৃত্রিম ভালবাসার স্বাদ মেয়েটী পেল না। অথবা পেলেও সে পাওয়ায় তা'র মন ভরল না।"

সাবিত্রী হাসিতে হাসিতে কহিল, "প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গেলেন, অরুণবাবু?"

অরুণের মুখে এমন একজাতীয় ভাবের আভাস ফুটিয়া উঠিল, যাহা দেখিয়া সাবিত্রী মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিল, যে মানুষকে কিরূপ ভয়াল পরিমাণে ঘৃণা করিলে, তবে মুখ ঐরূপ আভাসে পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে? অরুণ কহিল, "আমি তাকে যেদিন প্রথম ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম, সেই দিনই আমার মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিল। একদিন মেয়েটি আমার মুখের ওপর, অন্য যুবকেরা তা'কে কে কিরূপ ভালবাসে, উল্লাসের সঙ্গে ব্যক্ত করল। সেইদিন হ'তে মেয়েটীর ওপর আমার ঘৃণা সহস্রগুণে উপছে উঠল, সাবিত্রী দেবী।"

সাবিত্রী কহিল, "কিন্তু ঘৃণা কেন, অরুণবাবু?"

অরুণের মুখে কঠিন আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "যে-মেয়ে একাদিক্রমে আধ ডজন যুবকের প্রেম-কাহিনী বর্ণনা করতে পারে, সেই মেয়েতে আর............"

বাধা দিয়া কণিকা কহিল, "ওগো থাম। তোমার আর তুলনা ক'রে কাজ নেই। তুমি কি জান না, যা'দের তোমরা দেবী ব'লে জাহির কর, গর্ব কর, কাব্যে, গাথায় যাদের নামে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কর, তাদের ভিতরও অনেক রাক্ষসী ও শয়তানী আছে? শয়তানী ও পিশাচী মেয়েদের অতৃপ্ত ক্ষুধা কি একের প্রতিদানে তৃপ্ত হয়? হয় না। আর যে-সব মেয়েরা অকুতোভয়ে একাধিক পুরুষের মনোরঞ্জন করে, তাদেরও চিনে নিতে

তোমাদের যদি দেরি হয়, তবে দুঃখ ভোগ করবে তোমরাই। তরুণী মেয়ে শয়তানী হলেও, তা'র তারুণ্য-সম্পদ ব্যাহত হয় না। এইখানেই তোমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলো। যাঁদের মোহমুক্ত দৃষ্টি আছে, তাঁদের চোখে এই সব মেয়েদের আসল রূপ অবিলম্বেই ধরা পড়ে। তাঁরা সাবধান হন। আর যাঁরা তোমার মত, তরুণী-মেয়ের আসল-মূর্তি দেখতে পায় না, তা'রা দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ ভোগ করে, শেষে ভগ্ন মন ও স্বাস্থ্য নিয়ে নিজেদের জীবন বিষময় ক'রে তোলেন।"

সাবিত্রী গম্ভীর স্বরে কহিল, "একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন, অরুণবাবু। যে-মেয়ে অন্য পুরুষের কথা সাড়ম্বরে লালসা-ভরা স্বরে ঘোষণা করে, যে-মেয়ে পরিচিত, অপরিচিত নানা পুরুষের গুণগান করে, যে-মেয়ে একজন অনুরাগীর ওপর আত্মনির্ভর করে না, সেই মেয়েকে বিশ্বাস করলে, ঠকতে হবে। মানুষ যা' ভাবে না, যা' ভালবাসে না, তা কখনও সাড়ম্বরে সোল্লাসে ঘোষণা করে না। আর যে-মেয়ের মনে বহু পুরুষের প্রতি আসক্তির ভাব সংক্রামিত হয়, সেই মেয়েতে আর গণিকাতে কোন পার্থক্য নেই, অরুণবাবু। আমি এমন কয়েকটি মেয়েকে জানি, যা'রা——"

অরুণ বাধা দিয়া কহিল, "আমাকে মার্জনা করুন, সাবিত্রী দেবী। আমি একবার প্রতারিত হ'য়ে, শ্রীভগবানের আশীর্বাদে যা' পেয়েছি, তারপরে আর অন্য কিছুর পরিচয় জানবার প্রয়োজন নেই। আমি সুখী হয়েছি, আমি তৃপ্ত হয়েছি, সাবিত্রী দেবী।"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম, অরুণবাবু। কিন্তু আপনি যদি মেয়েদের স্বভাব সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে ওয়াকিফহাল

হতেন তা হলে যে-দুঃখ পেয়েছেন, সেই দুঃখ-ভোগ হতে রেহাই পেতেন।"

অরুণ মৃদু হাস্য করিল, সে কহিল, "আমি মেয়েদের রক্ত-মাংসের জীব হিসাবে পূর্বে দেখতে পারতাম না। আমি একটা পবিত্র অনুভূতি হিসাবে মানসীকে অনুভব করতাম। তা'ই তাদের সামান্য ত্রুটী বিচ্যুতি অতি সামান্যতম হীনতাও আমার মনে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হ'ত।"

সাবিত্রী কহিল, "কোন তরুণী মেয়ে যখন নতুন শিকার ধরতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে তা'র সর্বশ্রেষ্ঠ অংশটুকুই শুধু শিকারের সম্মুখে মেলে ধরে। যে-মেয়ে অত্যন্ত মুখরা অথবা রাগী স্বভাবের, সেই মেয়ে একেবারে নির্বাক, সদাহাস্যমুখী ও শান্ত প্রকৃতির অভিনয় ক'রে প্রতারিত করতে চায়। তা'রা জানে সব, বোঝে সব, শিকারের প্রতিটী ভাব-ভঙ্গিমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে। কিন্তু এমন ভাব দেখায় যেন সে এ জগতের নয়, আপন-ভোলা উদাসিনী প্রকৃতির। যুবকরা প্রতারিত হয়। তা'রা যে-মানসীকে মূর্তিময়ী-কবিতা হিসাবে দেখে বিবাহের পূর্বে সুখ-স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকত, বিবাহের পরে তা'র প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পেয়ে মর্মাহত হ'য়ে পড়ে। প্রধানত এই হেতুর জন্যই দাম্পত্য-জীবনে এত বেশী অনাচার অসন্তোষ ও ব্যভিচার দেখ্‌তে পাওয়া যায়, অরুণ বাবু।"

অরুণ কহিল, "কিন্তু উপায় কী, সাবিত্রী দেবী? তরুণ, অনভিজ্ঞ যুবকের সাধ্য কি, তরুণী মেয়ের আসল মূর্তিটী ছদ্মবেশের ভিতর থেকে বা'র করে আনে? একটু হাসি, দু'টী মিষ্টি কথা, সামান্য অভিনয় এইটুকুই যে-কোন যুবককে মুগ্ধ করবার পক্ষে যথেষ্ট।"

সাবিত্রী হাস্তমুখে কহিল, "শুধু মেয়েরাই যে অভিনয় করে তা নয়, অরুণবাবু। কপর্দকহীন, পরান্নে পালিত, অন্যের জামা-কাপড়ে শোভিত বহু যুবকও জমিদার-সন্তানের পার্ট অভিনয় ক'রে থাকে। বহু যুবক মায়ের বাক্স ভেঙ্গে গহনা চুরি ক'রে, মানসীর বায়স্কোপ ও থিয়েটারের এবং ক্রীম, স্নো, পাউডারের ব্যয়ভার বহন করে। বহু অসচ্চরিত্র যুবক বিবাহের দায়িত্ব নেবার কোন ইচ্ছা না-থাকা সত্ত্বেও অভিনয়ে অভিনয়ে হতভাগিনী তরুণী মেয়েকে মুগ্ধ ক'রে তার চরম সর্বনাশও ক'রে থাকে। এমনই বিচিত্র এই সংসার। এখানে মানুষ যদি চোখ খুলে না-দেখে, যদি বিশ্বাস ক'রে আত্মসমর্পণ করে, তবে তা'র আর রক্ষা নেই।"

তরুণী কণিকা নীরবে শুনিতেছিল। সে কহিল, "যে-দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখতে পাই, একটা হীন, জঘন্য ক্ষুধা তরুণ-তরুণীর মনে শিকড় গেড়ে বসেছে। অভিনয়ে অভিনয়ে প্রত্যেকটি মানুষ আপন সত্য-পরিচয় ভুলে গেছে, সাবিত্রী। একটা অস্বাভাবিক তৃষায় প্রত্যেকটি মানুষের মন জরজর হয়ে আছে। কেউ সেই তৃষার দহন সহ্য করে, আর কেউ বা সহ্য করতে না পেরে, আকস্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই নিদারুণ ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পাবার একটি মাত্র পথই আছে, সে-পথে আমরা স্বেচ্ছায় কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছি।"

সাবিত্রী কহিল, "কোন্ পথ, কণি?"

কণিকা কহিল, "আজকাল বিবাহের দায়িত্ব নিতে বেশীর ভাগ ছেলে-রাই ভয় পায়। আজকাল প্রত্যেক সক্ষম পিতা-মাতাই কন্যাকে উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিতা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে পূর্বে মেয়েদের

যে-বয়সে বিবাহ হ'য়ে তাদের তরুণ-জীবনের স্বাভাবিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটাত, বর্ত্তমানে তা' আর সম্ভব হচ্ছে না। আজ যে-সব ছেলে-মেয়েরা সতীত্বকে কুসংস্কার ব'লে চারিদিকে বীভৎস চিৎকার আরম্ভ করেছে, একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, তারা তথাকথিত শিক্ষিত বা শিক্ষারত কুমার-কুমারীর দল। আজ যদি দেশে এমন এক আইন প্রবর্তিত হয় যে পনেরো বছরের ভিতর সকল মেয়ের এবং পঁচিশ বছরের ভিতর সকল ছেলের বিবাহ দিতেই হবে, তা' হ'লে এই সব হীন আন্দোলন কোথায় যে মিলিয়ে যায়, তা'র আর হিসাব থাকে না।"

অরুণ কহিল, "উনি সত্য কথাই বলেছেন, সাবিত্রী দেবী। মানুষ যতক্ষণ ক্ষুধার পীড়ন সহ্য করে, ততক্ষণ সে ক্ষুধা-তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন বোধ ক'রলে, করে না, এমন হীন কাজ এই পৃথিবীতে নেই। যা'দের ক্ষুধার খাদ্য গৃহে সঞ্চিত আছে, তা'দের 'ক্ষুধা ক্ষুধা' রবে আকাশ-পৃথিবী বিদীর্ণ করবার কোন প্রয়োজন হয় না। তেমনি......"

বাধা দিয়া সাবিত্রী কহিল, "বুঝেছি, অরুণ বাবু। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমার কি আপনার কথা কে শুনবেন? প্রত্যেকটি সুবিধাবাদী তরুণ-তরুণী আমাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। প্রত্যেকটি অভি-ভাবক তাঁদের পুত্র-কন্যাকে নিরীহ, নির্লোভ ও পবিত্র-চিত্ত ভিন্ন অন্য কিছুই ধারণা করতে পারবেন না। সুতরাং আমাদের কথা শুধু নির্জন বনে কেঁদে বেড়ানোর মত হবে। কেউ শুনবেন না অরুণ বাবু, কেউ শুনবেন না।"

তরুণী কণিকা হাসিয়া উঠিল। কহিল, "সেজন্য দুঃখিত হবার কি আছে আমাদের, সাবিত্রী? আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে জেনেও,

যারা নিষেধ-বাণী শুন্‌বে না, তাদের পুড়তে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি আছে, রে?"

এমন সময়ে একখানি মোটর দাঁড়াইবার শব্দ শ্রুত হইলে, সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কলকণ্ঠে কহিল, "দাদা এসেছেন, কণি! তোরা একটু বস্ ভাই, আমি এখনই আসছি!" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বারান্দা হইতে নামিয়া গেল।

(৮)

সাবিত্রীর বিবাহের দুইদিন পূর্বে নরেশ তাহাকে লইয়া বেনারসের ভাড়া-বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সে ভগ্নীর বিবাহে মুক্ত-হস্তে অর্থ-ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বেনারসে একজন কন্‌ট্রাক্টারকে দিয়া বাড়ীখানি লতায়-পাতায়-ফুলে এমন মনোরম ভাবে সজ্জিত করিয়াছিল যে, প্রত্যেক পথচারীর পক্ষেই ক্ষণকাল সপ্রশংস-দৃষ্টিতে না চাহিয়া, চলিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল।

সাবিত্রীর অন্যতমা শ্রেষ্ঠা-বান্ধবী কণিকা, স্বামীর সহিত দেরাদুন হইতে সেদিন প্রভাতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল। নরেশ বরযাত্রীদের খাওয়াইবার জন্য প্রচুর আয়োজন করিয়াছিল। বৃহৎ অট্টালিকা ভৃত্য, পরিচারিকা, রসুইকর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিগণের দ্বারা মুখর হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রভাত হইতেই বাড়ীর নব-নির্মিত ফটকে নহবতে করুণ রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতেছিল। স্টেট্-ম্যানেজার নরেশ, সঙ্গে আগত রাজবাড়ীর বহু কর্মচারীর সহিত সকল আয়োজন তদারক করিয়া ফিরিতেছিল।

এক ধনবান জমিদার-পুত্রের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হইতেছিল। ধনী

জমিদার-পুত্রের উপযুক্ত মর্যাদা দিবার জন্য নরেশ, ভগ্নীকে প্রায় বিশ-হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছিল।

জমিদার শিবশেখর বাবু পুত্রের বিবাহে কোনরূপ পণ দাবী করেন নাই। তিনি নরেশকে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সেদিন অপরাহ্ণে, সাবিত্রীর প্রসাধন করিবার সময়ে, তরুণী কণিকা কহিল, "একটা বিষয় আমি পূর্বেও সমর্থন করতে পারি নি, এখনও পারছি না, সাবিত্রী। তোর মত উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে, ভবিষ্যৎ স্বামীকে একবারও না-দেখে কি-ভাবে যে বিবাহে সম্মতি দিতে পারলি, ভেবে আশ্চর্য হতে হয়!"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "আমি ত আগেই তোকে বলেছি, আমার পূর্বে বাঙ্‌লার অসংখ্য মেয়ে যদি চোখ বুজে স্বামীকে গ্রহণ ক'রতে পেরে থাকে তবে আমার পক্ষেই তা' অসম্ভব হবে কেন, কণি?"

কণিকা মুখভার করিয়া কহিল, "তা'রা কেউ এম, এ পাশ করে নি, সাবি।"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "এম, এ, পাশ করেছি ব'লেই বুঝি আমি একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছি রে? কিন্তু আসল ব্যাপার কি জানিস? আমি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই যে, এই বিবাহ-বস্তুটি মানুষের রচা-প্রথা, না, ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়তির লিখন?"

কণিকা পরম বিস্মিত হইয়া কহিল, "সত্যি, তোর কথা শুন্‌লে মনে হয়, তুই যেন বাঙ্‌লার কোন পল্লীগ্রামের এক অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে। কমলদি' যদি তোর এই উক্তি শুনতেন, তা'হলে আর রক্ষা রাখতেন না।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "আমি কমলদি'র অভিমতই পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই, কণি। আমি দেখতে চাই, সত্যই কমলদি'র উক্তির ভিতর কোন সত্য বস্তু আছে কি-না!"

কণিকা গম্ভীর স্বরে কহিল, "জীবন নিয়ে জুয়াখেলা বড় বিপদের ঝুঁকি নেওয়া সাবিত্রী। তুই তোর ভাবী-স্বামীকে দেখিস নি। তাঁকে তোর পছন্দ হ'বে কি না, তাঁর সঙ্গে তোর মনের মিল ঘটবে কি না, কিছুই না জেনে, তুই চোখ বুজে ঝাঁপ দিচ্ছিস এক অপরিচিত সমুদ্রের বুকে। ভাবতেও আমার বুক কেঁপে ওঠে, সাবিত্রী।"

সাবিত্রী শান্ত স্বরে কহিল, "তবেই দেখ, কত কোটী-কোটী অশিক্ষিত মেয়েরা বিন্দুমাত্রও ভাবনা-চিন্তা না ক'রে এমনি সাহসের কাজ ক'রে গেছেন। এখন বল্ কণি, সেই সব অশিক্ষিতা মেয়েদের চরিত্রবল দৃঢ়, না আমাদের মত তথাকথিত শিক্ষা-গর্বে গরীয়সী মেয়েদের?"

কণিকা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "না, না, না, আমার ও-সব কথায় শ্রদ্ধা আসে না, সাবিত্রী। তুই যে-সব অশিক্ষিতা গ্রাম্য-মেয়েদের কথা বলছিস, তা'দের দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না ব'লেই, তা'রা নিজেদের বলি দেবার সময় কোন আপত্তি জানায় নি। কিন্তু আমাদের সামনে ত আর পথের অভাব নেই? তবে আমরা কেন স্বেচ্ছায় অন্ধের মত অনুকরণ করব?"

সাবিত্রী ধীর কণ্ঠে কহিল, "শোন্ কণি, উতলা হস্ নি। দাদার মুখে শুনেছি, তিনি দেখ্‌তে সুশ্রী, রূপবান পুরুষ। তিনি ধনী-পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী না হ'লেও,

তিনি যে মার্জিত রুচি-সম্পন্ন, দাদা খবর পেয়েছেন। তবে আমার আপত্তি হবে কেন বলতে পারিস্? তা' ছাড়া, বিবাহ ও জন্ম-মৃত্যু যখন ঈশ্বরের নিয়মাধীন ব্যাপার, তখন অনর্থক আমি হস্তক্ষেপ ক'রে অনধিকারচর্চা করি কেন?"

কণিকা সবিস্ময়ে কহিল, "আমি যে কোন দিন তোর মত উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়ের মুখে এমন আজগুবি কথা শুনব, ভাবতেও পারতাম না। তোর তিনি যে সত্যই কতদূর শিক্ষিত হয়েছেন, সে সংবাদটুকুও রাখিস না নাকি?"

সাবিত্রী শান্ত কণ্ঠে কহিল, "না, কণি, না। এক কথায়, আমি কোন বিষয়েই কোন কৌতূহল প্রকাশ করি নি।

তরুণী কণিকা মুহূর্ত-কয়েক গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "জানি না ভাই, তোর আবার এ কি খেয়াল! নিজের জীবন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কেউ যে এমন জুয়া খেলতে পারে, সত্যই আমার কল্পনাতীত বিস্ময়। আচ্ছা, ধর্, যদি তোর 'তিনিকে' পছন্দ না হয়?"

সাবিত্রী মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "কি যে বলিস্, কণি! আমার পূর্বে বাংলার ঘরে ঘরে যখন এই প্রথা চলে, তখন যতক্ষণ না এই প্রথার গলদ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমিই বা এর ব্যতিক্রম করব কেন? আমি ত বলেছি, আমি অতি-আধুনিকতা ও ঐতিহাসিকতার ভিতর কোন্‌টা ঠিক পথ—দেখতে চাই, কণি। এর জন্য যদি আমাকে দণ্ড নিতেও হয়, তবে সেজন্য কোন দুঃখ বা অভিযোগ কারুর কাছেই জানাব না।"

কমল না সাবিত্রী

তরুণী কণিকা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "এর কি কোন প্রয়োজন ছিল, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী গম্ভীর মুখে কহিল, "প্রয়োজন ছিল, কি ছিল না, তা'র উত্তর দিতে আমি চাইনে, কণি। তবে দিনের পর দিন ধ'রে, যে দু'টো উচ্চ-নিনাদী অভিমত বাঙলার আকাশকে ধ্বনিত ক'রে তুলছে, আমি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই, কোনটা ঠিক্। আমি বুঝতে চাই, কণি, যে কোন নীতির বালাই না রেখে দেহ ও মনের দাবিকেই বড়ো আসন দেওয়া উচিত, না, হাজার হাজার বছরের নীতি-প্রথা অনুষ্ঠান-রূপ মহৎ উদ্দেশ্য মান্য করা কর্তব্য?"

কণিকা কহিল, "সেই মহৎ উদ্দেশ্যটি কি, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী ধীর স্বরে কহিল, "আমিও তা দেখ্তে চাই, কণি। আমি দেখতে চাই, শ্রীভগবান শুধু সৃষ্টির আনন্দে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, সৃষ্টি ক'রে চলেছেন, না, কোন মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় করেছেন? তিনি প্রত্যেক জীবের দেহ ও মনে সৃষ্টির আনন্দকে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দে পরিণত করেছেন। প্রত্যেকটি জীব এই আনন্দের উন্মাদনায় কোন হীন কাজ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। স্নেহ বল, প্রেম বল, ভালবাসা বল, সব কিছুই এই সৃষ্টি-আনন্দের ওপর ভিত্তি ক'রে, মানুষের মনে সঞ্চারিত হ'য়েছে। শ্রীভগবান এই সৃষ্টির আনন্দকে মুখ্য আনন্দ রূপে জীবের মনে প্রভাবিত করেছেন ব'লেই, যে মনুষ্য-সৃষ্টির অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, আমি তা' বিশ্বাস করি না, ভাই। আমি এই রহস্যের দ্বার নিজের কাছে উদ্‌ঘাটন করতে চাই, কণি।"

তরুণী কণিকা সবিস্ময়ে কহিল, "তাতে লাভ ?"

"লাভ !" এই বলিয়া তরুণী সাবিত্রী মৃদু হাস্য করিল, সে কহিল, "কিসে লাভ আর কিসে নয়, তা' আজ পর্যন্ত স্থির করতে পারলাম না, বোন। এমনও দেখেছি, কোন জিনিষের জন্য উন্মাদিনীপ্রায় হ'য়ে ঘুরেছি, যখন পেয়েছি, তখন কোন আনন্দের রসই অনুভব করতে পারিনি। কিন্তু সে তর্ক থাক, কণি। ঐ বুঝি দাদা আসছেন। একটু অপেক্ষা কর, কি বলেন, শুনি।"

সাবিত্রীর কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া নরেশ কহিল, "ওরে সাবিত্রী, অরুণবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছেন। তিনি বলেন, এ ভাবে বিবাহ হ'তে পারে না। তো'র সঙ্গে একবার ছেলেটীর পরিচয় না হ'লে, ভবিষ্যতে......"

বাধা দিয়া সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "অরুণ বাবুকে তুমি শান্ত হ'তে বলো, দাদা। আমি কিছুতেই আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হ'তে দিতে পারি নে।"

নরেশ মাথা চুলকাইয়া কহিল, "কিন্তু তোর উদ্দেশ্য ত আমিও সমর্থন করতে পারছি নে, সাবিত্রী। তুইও ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করতে চাস্ নে, আর আমাকেও সে আয়োজন করবার সুযোগ তুই দিবি নে। ধর্, যদি এর ফল মারাত্মক হয় ?"

সাবিত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া নিরীহ স্বরে কহিল, "কি মারাত্মক হ'তে পারে, দাদা ? তুমি দেখেছ, তাঁরা বাঙলার বনেদী জমিদার-বংশ। তুমি সব দেখেছ, সন্তুষ্ট হ'য়েছ, তবেই এর মধ্যে এমন কি বিপর্যয় ঘটতে পারে, দাদা ? তা' ছাড়া তিনিও ত আমাকে দেখতে চান নি।

তাঁর বাপ-মায়ের ওপর নির্ভর ক'রে তিনি যদি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তবে আমার দিক থেকেই বা আপত্তি উঠবে কেন?"

নরেশ চিন্তিত স্বরে কহিল, "আশ্চর্য, সাবিত্রী! বিংশ-শতাব্দীর কোন যুবক-যুবতী যে এমন ভাবে চোখে না-দেখে, পরিচিত না-হ'য়ে, এতবড়ো দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এমন ভাবে অভিজ্ঞতা না হ'লে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না।"

সাবিত্রী সস্মিত মুখে কহিল, "দাদা, বর্তমানেও লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এইভাবে, নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে দিচ্ছে।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক অগ্রজের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "এক কাজ করো, দাদা। অরুণবাবুকে একবার তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তাঁ'কে সব বুঝিয়ে বলব।"

নরেশ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। বান্ধবী কণিকার নিকট ফিরিয়া গিয়া সাবিত্রী কহিল, "তোর উনি আমার কথা ভেবে, অত্যন্ত উতলা হ'য়ে পড়েছেন, কণি। আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছি।"

তরুণী কণিকা কহিল, "উতলা হ'বার কথাই যে, সাবিত্রী। আমরা যে-ভাবে শিক্ষা পেয়েছি, আমাদের মন যে-রূপে গঠিত হয়েছে, আমাদের বিচার-বিবেচনা করবার শক্তি যে-ধারায় প্রভাবিত হয়, সেখানে এমন একটা বিস্ময়কর বিপর্যয়ের স্থান ত নেই, ভাই? তা'ই উনি কিছুতেই এমন এক বিবাহ সমর্থন করতে পারছেন না।

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "কিন্তু এমনি মজা, যা'দের বিবাহ, যা'রা প্রতিবাদ জানাবার সত্যিকার অধিকারী, তা'রাই শুধু মেনে নিয়েছে। একে কি বলা যায়, বলতে পারিস?"

কণিক ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই পারি। একে বলা যায় নিছক দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন উন্মত্ততা! তোরা একটা খেয়ালের বশে, সমস্ত জীবনটা নিয়ে জুয়া খেলতে বসেছিস।"

সাবিত্রী স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "কিন্তু জুয়াতেও ত লোকে বাজি জেতে, কণি?"

"জিজ্ঞাসা করি, কয়জনে জেতে? জুয়ায় লাভের অধিকারী হ'বার সৌভাগ্য কয়জনের হয় বলতে পারিস?" এই বলিয়া কণিক দীপ্ত মুখে চাহিল।

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "যে কয়জনের হয়, তাদের ভিতর আমি একজন—ভাবা কি এতই শক্ত, কণি? কিন্তু আর না ভাই, তর্ক-আলোচনা, অনেক হয়েছে। এদিকে সন্ধ্যেরও আর বিলম্ব নেই। নে, তুই আমাকে বেশ মনের মত ক'রে সাজিয়ে ভাই। এমন ভাবে সাজাবি, যেন আমার বল্লভের চোখ্ পলকহীন হ'য়ে পড়ে।"

কণিকা কহিল, "তোকে সাজাবার প্রয়োজন হয় না সাবিত্রী। আমাদের ক্লাবে, কমলদি'র পরে, তোর মত সুন্দরী মেয়ে আর দু'টী ছিল না। তবু আয়, তোর মনের মিথ্যে ক্ষোভই বা থাকে কেন!" এই বলিয়া তরুণী মেয়ে অবশিষ্ট প্রসাধন কাজটুকু সমাধা করিতে লাগিল।

একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "অরুণবাবু দেখা করতে এসেছেন, দিদিমণি।"

"তাঁকে দাদার ঘরে নিয়ে যা, মানদা। আমরা এখনই আসছি।"

পরিচারিকা মানদা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী পুনশ্চ কহিল, "একটু হাত চালিয়ে নে, কণি। ওদিকে তোর হৃদয়-বল্লভ পথচেয়ে বসে আছেন।

(৯)

গত রাত্রে ভোর ৪টার লগ্নে তরুণী সাবিত্রীর সহিত প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার শিবশেখরবাবুর পুত্র, করুণাময়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

জমিদার শিবশেখরবাবু পুত্রের বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পরে, প্রভাতে আপন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সুসজ্জিত ড্রইংরুমে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

জমিদার-পত্নী ভবরাণী উৎকণ্ঠিত মনে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "তারপর? করুণা শেষে বেঁকে বসে নি ত?"

শিবশেখরবাবু দীর্ঘ আলবোলার নলে টান দিতেছিলেন। তিনি কহিলেন, "তবে আমার উপস্থিতির কি আবশ্যকতা ছিল? বিবাহ-অনুষ্ঠান শেষ হ'তেই প্রায় সকাল হ'য়ে গেল। করুণার দেহ অসুস্থ এই অজুহাতে, ডাক্তার ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে তা'কে রেখে এসেছি।"

ভবরাণী ক্ষণকাল কোন কথা বলিলেন না। তিনি নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "শেষ অবধি যে কি দাঁড়াবে, কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না। এক এক সময়ে আমার মনে হচ্ছে, কাজটা বোধ হয় ভাল হ'ল না।"

শিবশেখরবাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন। তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "জমিদার শিবশেখর দু'বার একই ভুল ক'রে না, গিন্নী। সে জীবনে

৬

মাত্র একটি ভুলই করেছিল. করুণার সঙ্গে অতি-আধুনিকা, নচ্ছার-মেয়ে কমলের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়ে।" এই বলিয়া তিনি সহসা সোজা হইয়া বসিলেন. এবং পত্নীর দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "একটা কথা মন দিয়ে শোন তুমি। আমি অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি, স্বামিত্যাগিনী কমলের সঙ্গে আমাদের নতুন-বউ সাবিত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সম্পর্ক আছে। সুতরাং নতুন বৌমার মন যা'তে এই বিষয়ে প্রভাবিত না হ'তে পারে, সেজন্য আমাদের পবিত্র কর্তব্য হ'বে, কমলের নাম গোপন রাখা। আমি করুণাকে আদেশ দিয়েছি, তোমাকেও জানিয়ে রাখলাম। দেখ যেন ভুল ক'রে অনর্থ বাধিয়ে তুলো না।"

ভবরাণী কহিলেন. "ভুল আমার হয় না। কিন্তু তুমি কি ভাব, নতুন বউকে তুমি শান্ত করতে পারবে? বৌমা যখন শুনবে যে. তা'র স্বামীর প্রথমবারের স্ত্রী, স্বামীকে ত্যাগ ক'রে চলে……"

তীব্র কণ্ঠে বাধা দিয়া শিবশেখর বাবু কহিলেন, "স্বামীকে ত্যাগ ক'রে যায়নি, হতভাগী মরেচে। মনে রেখো, করুণার প্রথম-স্ত্রী মারা গেছে। ভুলেও বল্‌বে না যে, স্বামী-ত্যাগ ক'রে চলে গেছে।" এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে তামাকু টানিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "যে-সব কথা বার বার তোমাকে বলেছি, কেন যে এমন স্মরণ রাখ্‌তে পারো না, জানিনে। শুনে রাখো কমলের নাম ভুলেও করবে না। একান্ত পক্ষে যদি কোন নাম বলতেই হয়, তবে মীরা, ধীরা, কি বিভা, প্রভা এমনি যা হ'য় একটা বলবে। আরও জানাবে যে একটি মাত্র সন্তান, খোকন শোভনকে রেখে

করুণার প্রথম পক্ষের স্ত্রী স্বর্গত হয়েছেন। স্ত্রী'র শোকে করুণার ন অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে মাত্র। সে অর্দ্ধোন্মাদ হ'য়ে পড়েনি। বুঝেছ?"

ভবরাণী গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বুঝেছি। কিন্তু এইটুকু বুঝ্‌ছি না, যে এ-সবের কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের করুণা আরোগ্য হবার পরেই কি তা'র বিবাহ দেওয়া উচিত ছিল না?"

শিবশেখর বাবুর জমিদারী-মেজাজ তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন, "কি উচিত ছিল, আর ছিল না, তা' বোঝবার শক্তি তোমার নেই। আমার একমাত্র সন্তান, একটা শিক্ষিতা-কুহকিনীর জন্য উন্মাদ হ'য়ে পড়েছে। আমি তা'কে আরোগ্য করবার জন্য বহু অর্থব্যয় ক'রেছি, কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই ফল দেয়নি, তাই এবার এই অব্যর্থ মহৌষধ দিতে বাধ্য হ'য়েছি, ভবরাণী। করুণা যে-ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে হতবাক্ ও বিকৃত-মস্তিষ্ক হ'য়েছে, আমি সেই ব্যাধির এবার যথার্থ ঔষধ আবিষ্কার করেছি।"

ভবরাণী মুখ ভার করিয়া কহিলেন, "আমার ও-সব কিছু মাথায় আসে না।"

শিবশেখর বাবু কহিলেন, "করুণাকে তা'র উচ্চ-শিক্ষিতা, তরুণী, সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ ক'রে গেছে। করুণার এই অপরাধ ছিল, সে যে উচ্চ-শিক্ষিত নয়, তা' গোপন করেছিল। করুণার আরও অপরাধ, সে যে তা'র পিতামাতার অনুগত ও স্নেহভাজন পুত্র, তা গোপন করেছিল। আমার পুত্রের অপরাধ আরও ছিল, সে তা'র বিদুষী সুন্দরী স্ত্রীকে, তা'র ইচ্ছামত স্বাধীনতা দিতে

পারেনি। দিতে পারে নি এইজন্য যে, তা'র বংশ-মর্যাদায় বেধেছিল। সবার ওপর, একটি সন্তানের জননী হয়ে যে-নারী তার স্বামী ও পুত্রকে ত্যাগ ক'রে চলে যেতে পারে, তা'কে আমি কোন দিনই মার্জনা করতে পারব না, ভবরাণী। আমি ঐ বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলাম, শুধু আমার পুত্রকে সুখী করবার জন্য, নইলে কিছুতেই অমন প্রকৃতির মেয়েকে এই বংশের বধূ করতাম না।" এই বলিয়া তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে মুহূর্তকয়েক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "সেই কালামুখী-বউ এখন কি করছে জান ?"

ভবরাণী ভয়ে ভয়ে কহিলেন, "কি করছে, বৌমা ?"

"ক্লাব আর পুরাণো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সারা কলকাতাতে হৈ-চৈ ক'রে বেড়াচ্ছে। দলে দলে বন্ধুর মনোরঞ্জন ক'রছে, পিক্‌নিক্, ষ্টীমার-পার্টি আর হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" বলিতে বলিতে শিবশেখর বাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি একবার কক্ষ-মধ্যস্থ ঘড়ির দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "শোভন কোথায় ?"

ভবরাণী একজন পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া পৌত্রকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন।

অনতিবিলম্বে পরিচারিকার সহিত একটি তিন বৎসরের অতি-সুন্দর, মনোরম আকৃতির শিশু ভ্রমরকৃষ্ণ অলকগুচ্ছ দোলাইয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল ও একবার ঠাকুরমা'র দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে দুই হাত বাড়াইয়া শিবশেখর বাবুর ব্যগ্র দুই বাহুর ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং কলকণ্ঠে কহিল, "দাদু !"

শিবশেখর বাবু শোভনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মুখচুম্বন করিলেন,

পুত্রে ক্রোড়ের উপর বসাইয়া কহিলেন, "শোভন, ভাই, আজ তোমার মা আসবেন।"

শোভনের দুই আয়ত চক্ষু ঠাকুরদা'র মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। সে কহিল, "আমাল মা আতবেন, দাদু?"

"হাঁ, ভাই, আজ তোমার মা আসবেন। তোমার মা'কে খুব ভালবাসবে ত, ভাই?" শিবশেখর বাবু গভীর স্নেহভরে প্রশ্ন করিলেন।

শোভন প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বাত্‌ব। কখন আমাল মা আত্‌বেন, দাদু?"

"আর একটু পরেই আসবেন, ভাই। এইবার তোমার ঠাকুমা'র কোলে যাও, দাদু। দেখ্‌ছ না, কি রকম ক'রে চেয়ে রয়েছে?" এই বলিয়া শিবশেখরবাবু হাসিতে হাসিতে শিশু-পৌত্রকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন।

শোভন দৌড়াইয়া গিয়া ভবরাণীকে জড়াইয়া ধরিল। ভবরাণী শিশুকে বক্ষে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্র শিবশেখরবাবু কহিলেন, "আশা করি; তোমার সব কথা স্মরণ থাকবে, ভব?"

ভবরাণী ভারী স্বরে কহিলেন, "থাকবে গো থাকবে। আমি যা' বুঝ্‌ব না, সে কথার কোন উত্তর দেব না।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

শিবশেখরবাবু পরম আরামে চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া তামাকু টানিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ বাড়ীর বাহিরে একটা কলরব উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি ও বাহিরে নহবতের বাদ্যধ্বনি উঠিয়া জানাইয়া দিল যে, নববধূ ও বর আসিয়াছে।

শিবশেখরবাবু সোজা হইয়া বসিয়া পুত্র ও পুত্র-বধূর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

(১০)

অনতিবিলম্বে দ্বারের বাহিরে পদশব্দ উত্থিত হইল। জমিদার-বংশের পারিবারিক চিকিৎসক, ডাঃ ব্যানার্জির সহিত জমিদার-পুত্র করুণাময় ও পশ্চাতে নববধূ গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায় প্রবেশ করিল। তরুণী সাবিত্রীকে সাতিশয় গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছিল।

শিবশেখর ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস মা, এস।" এই বলিয়া তিনি ডাঃ ব্যানার্জিকে চক্ষুর ইঙ্গিতে স্থানত্যাগ করিবার আদেশ দিয়া কহিলেন, "যাবার সময় দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাবেন, ডাঃ ব্যানার্জি।"

ডাঃ ব্যানার্জি অবিলম্বে আদেশ পালন করিলেন।

শিবশেখরবাবু পুত্র করুণাময়ের স্কন্ধে একখানি হাত দিয়া কহিলেন, "বস, করুণা।"

করুণাময় বিহ্বল ও অর্থহীন দৃষ্টিতে পিতার দিকে একবার চাহিয়া একটী শোফার উপর উপবেশন করিলে, শিবশেখরবাবু স্নিগ্ধ হাস্যমুখে সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বস, বৌমা। তোমার এই সংসারে প্রবেশ করবার পূর্বে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।"

তরুণী সাবিত্রীর মন শত অমীমাংসিত-প্রশ্নে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ শিবশেখরবাবুকে প্রণাম করিয়া, করুণাময়ের পার্শ্বে উপবেশন করিল।

শিবশেখরবাবু স্বয়ং উপবেশন করিয়া সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এক গ্লাস সরবৎ দিতে বল্‌ব, বৌমা?"

সাবিত্রী মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "না, বাবা, প্রয়োজন নেই।"

শিবশেখরবাবু খুশি হইয়া কহিলেন, "তবে মন দিয়ে শোন, বৌমা। তুমি উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়ে, আমি আশা করি, আমার বক্তব্য শোনবার পরে, তোমার অভিমত স্থির করবে। আমি জানি, আমি যা করেছি, আমার বিবেকের দিক হ'তে এতটুকু অন্যায় বা অশোভন, কোন কিছুই হয় নি।"

সাবিত্রী নতস্বরে কহিল, "আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, বাবা!"

শিবশেখরবাবু আনন্দিত স্বরে কহিলেন, "তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ-বোধ করছি, মা।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত-কয়েক নীরবে চিন্তা করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমার পুত্র করুণা যে অসুস্থ, আশা করি, তুমি তা' বুঝতে পেরেছ, বৌমা?"

সাবিত্রী নত মুখে চাহিয়া কহিল, "উনি বিশেষ ভাবে অসুস্থ, বাবা।"

শিবশেখরবাবু কহিলেন, "কিন্তু ওর অসুখ দেহে নয়, বৌমা। করুণার অসুখ—মনে। আশা করি, তুমিও তা' ধারণা ক'রেছ, বৌমা?"

তরুণী সাবিত্রী বিস্মিত দৃষ্টিতে চকিতের জন্য শ্বশুর মহাশয়ের মুখভাব লক্ষ্য করিল, পরে নতমুখে চাহিয়া কহিল, "না, বাবা।"

শিবশেখরবাবু উদারভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, "তু'ই একান্ত সম্ভবপর, বৌমা। কারণ কতটুকু সময়ই বা তুমি করুণাকে দেখেছ! এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন কিছু নিশ্চিতভাবে ধারণা করা শক্ত বই কি!" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত-কয়েক নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "হাঁ, যা বল্‌ছিলাম। করুণার অসুখ দেহে নয়, মনে। ওর মন এমন এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, যা' সহ্য করতে না পেরে বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছে, বৌমা। একমাত্র এই কারণের জন্যই আমি তোমার মত উচ্চশিক্ষিতা মেয়েকে ঘরে এনেছি, বৌমা। তুমি ইচ্ছা করলে, অনায়াসে তোমার স্বামীকে আরোগ্য করতে পারবে, বৌমা।"

সাবিত্রীর বক্ষ দারুণ ভয়ে কাঁপিতেছিল। সে অতি কষ্টে কহিল, "ওঁর মনে কি জন্য আঘাত লেগেছে বাবা?"

শিবশেখরবাবু কহিলেন, "বল্‌ছি, বৌমা। আমি তোমার নিকট ত কোন কিছুই গোপন রাখ্‌তে পারি নে, বৌমা।" এই বলিয়া তিনি উদার-হাস্যে নিজেকে উদ্ভাসিত করিলেন এবং পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, "করুণার মনে যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, তার হেতুটি শুনে তুমি যেন অস্থির হ'য়ো না, বৌমা। করুণার প্রথম-স্ত্রীর স্বর্গারোহণের পরেই করুণার মনের এই অবস্থা ঘটেছে, বৌমা। কিন্তু ও কি? তুমি যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছ, বৌমা? আমি কি........."

সাবিত্রী অনেক কিছুই শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বামীর যে পূর্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল, ইহা শুনিবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে অতিকষ্টে আপনাকে সংযত করিতে করিতে

কহিল, "না বাবা, আমি সাম্‌লে নিয়েছি। এইবার আপনি বলুন ?"

শিবশেখর মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "করুণা তা'র প্রথম স্ত্রীকে যে কিরূপ গভীর ভাবে ভালবাস্‌ত, তা' ওর বর্তমান অবস্থা দেখ্‌লে, অনুমান করা তোমার মত উচ্চশিক্ষিত মেয়ের পক্ষে আদৌ শক্ত হ'বে না, বৌমা। যে-দিন এই দুর্ঘটনা ঘট্‌ল, সেই দিন থেকেই করুণা কথা-বলা একেবারে যেন ভুলে গেল। তা'র ওপর, সময়ে সময়ে, করুণা এমন সব ব্যাপার করে, বৌমা, যে পূর্ব হ'তে ওর প্রকৃতি জানা না থাক্‌লে, লোকে উন্মাদ ব'লেই বিবেচনা করবে। কিন্তু সত্যই করুণা উন্মাদ হয় নি, বৌমা। উন্মাদে কখনও অমন স্থির ও ভদ্রভাবে বসে কথাবার্তা শোনে না, কিম্বা বিবাহ করতেও যায় না।"

সাবিত্রী প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "কতদিন পূর্বে ওঁর বিবাহ হ'য়েছিল, বাবা ?"

শিবশেখরবাবু কহিলেন, "তা' হ'বে বৈকি, বৌমা!" এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল স্মরণ করিবার ভান করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "ঠিক চার-বছর পূর্ব হয়েছিল, বৌমা।"

সাবিত্রী কহিল, "কবে তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন ?"

শিবশেখরবাবু কহিলেন, "তা'ও প্রায় ছ'মাস হ'য়ে গেল, বৌমা। এই গত ছয় মাস কাল আমি করুণাকে নিরাময় করবার জন্য এমন চিকিৎসা নেই, যা করাই নি। আমার একমাত্র সন্তানকে আরোগ্য করবার জন্য আমি দুই অকৃপণ-হাতে অজস্র অর্থব্যয় ক'রেছি, বৌমা। কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন এক অতি-হিতৈষী

বন্ধুর পরামর্শে তোমাকে ঘরে আনতে বাধ্য হয়েছি, বৌমা। এখন তোমার ওপর, আমার পুত্রের জীবন এবং এই পুরাতন জমিদার-বংশের অস্তিত্ব নির্ভর করচে, মা।"

সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "আমাকে আদেশ করুন কি করতে হবে, বাবা ?"

শিবশেখরবাবু স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "এখনও আমার কথা শেষ হয়নি বৌমা।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বন্ধ-দ্বার মুক্ত করিয়া একজন পরিচারিকাকে আহ্বান করিলেন ও নতস্বরে কিছু আদেশ দিলেন, পরিচারিকা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। তিনি পুনশ্চ আপন আসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "বৌমা, তুমি উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে তোমাদের মত বিদুষী নারীর নিকট আমরা অনেক কিছুই আশা করি, বৌমা। তোমরা যে অশিক্ষিতা-নারীর মত অতি অল্পে অধীর হ'য়ে পড়ো না; তোমরা যে কোন কিছু বিষয়ে, বিবেচনা না ক'রে, যা' তা' একটা অভিমত প্রকাশ করো না, তা আমি জানি আর জানি বলেই, আমি এমন দুঃসাহসীর মত কাজ করতে সক্ষম হয়েছি।"

সাবিত্রী বুঝিল যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃসংবাদ শুনাইবার জন্য শ্বশুর মহাশয় ভূমিকা করিতেছেন। সে মনে মনে ইষ্ট-দেবতার নাম স্মরণ করিয়া কহিল, "দয়া ক'রে আমাকে সব কথা বলুন, বাবা ; আমাকে আর এমন সংশয়ের মধ্যে রাখবেন না।"

শিবশেখরবাবু উচ্চাঙ্গের মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "না, বৌমা, আমি তোমাকে কোন সংশয়ের মধ্যে রাখ্‌ব না।" এই বলিয়া তিনি

দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস শোভন, এস, ভাই। তোমার মা এসেছেন।"

তরুণী সাবিত্রীর দৃষ্টি সুকোমল-তনু শিশুর দিকে চাহিয়া অপলক হইয়া গেল। অভিজ্ঞ শিবশেখরবাবু, চকিত-দৃষ্টিতে তরুণ-বধূর দিকে একবার চাহিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি শোভনকে নিকটে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "যাও দাদু, তোমার মা'র কোলে যাও।" এই বলিয়া তিনি শোভনকে, সাবিত্রীর দিকে ঈষৎ সরাইয়া দিলেন।

শোভন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত-কয়েক তরুণী সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল, পরে উৎফুল্ল স্বরে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া, সাবিত্রীর বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল।

সাবিত্রীর বুঝিতে আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। সে দুই হাতে শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুষ্টিমেয় মুখখান এক হাতে ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

এই মহেন্দ্র-সুযোগ জমিদার শিবশেখরবাবু হেলায় যাইতে দিলেন না। তিনি কহিলেন, "বৌমা, এই শোভনকে রেখে হতভাগী স্বর্গে গেছে। এখন হ'তে এই শোভনের সকল ভার তোমার ওপর দিলাম, বৌমা। আশা করি, আমার এই বিশ্বাসের অপচয় কোন দিনই তুমি করবে না।"

সাবিত্রীর দুই চক্ষু মুহূর্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য তাহার মনে হইল, তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট, নির্বিকার, ছদ্মবেশী ভণ্ডকে তাহার মিথ্যাচারণের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ভৎর্সনা করে। কিন্তু কি ভাবিয়া, সে

নীরবে থাকাই বাঞ্ছনীয় বোধ করিল। তাহার দু'টী চক্ষুতে ঘৃণা উপছাইয়া উঠিল। সে দ্রুতবেগে চক্ষু নত করিয়া শোভনকে কহিল, "যাদু! ধন!"

শোভন কহিল, "মা, থত্যি তুমি আমাল, মা?"

"সত্যি বই কি ধন! তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পারো নি?" এই বলিয়া সহসা সাবিত্রী দেখিল, একটি বর্ষিয়সী সালঙ্কারা মহিলা কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন। সে অনুমানে বুঝিল যে, তাঁহার শ্বশ্রূমাতা আগমন করিয়াছেন।

সাবিত্রী শোভনকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং শ্বশ্রূমাতার পায়ের নিকট গড় হইয়া প্রণাম করিল।

ভবরাণী বধূর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মা, আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। যে দায়িত্ব আমরা তোমার স্কন্ধে তুলে দিলাম, তা' হাসিমুখে পালন করে হিন্দু-কুল গরবিণীরূপে আমাদের মধ্যে বিরাজ করবে, এই প্রার্থনাই ঈশ্বরের নিকট করছি।"

শিবশেখরবাবু হাস্যমুখে কহিলেন, "আমি বৌমাকে সকল কথা বলেছি। এইবার তুমি মা'কে নিয়ে ভিতরে যাও। আমি করুণাকে একটু পরে পরীক্ষা করাতে চাই।"

ভবরাণীর সহিত তরুণীবধূ সাবিত্রী, সতীন-পুত্র শোভনকে লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, শিবশেখরবাবু করুণাময়ের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ডাকিলেন, "করুণা?"

করুণাময় একবার অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল। কিন্তু সে যে শুনিতে পাইয়াছে, তাহা বোঝা গেল না। সে সাবিত্রীর পশ্চাতে নির্বিকার মুখে বাহির হইয়া গেল।

শিবশেখরবাবু একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া, ডাঃ ব্যানার্জিকে াকিবার জন্য আদেশ দিলেন।

অনতিবিলম্বে ডাঃ ব্যানার্জি দ্রুতপদে জমিদার সমীপে উপস্থিত হইয়া িহিলেন, "শুনলাম, আপনার নতুন বধূ এম, এ, পাশ করেছেন, সত্য ?"

শিবশেখরবাবু কহিলেন, "হাঁ, সত্য, ডাক্তার। এখন বলুন, আমার ্রের কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, কিনা ?"

ডাঃ ব্যানার্জি ম্লানমুখে কহিলেন, "এইটুকু করেছি যে, আপনার ুত্রের মনে সামান্য কৌতূহলের সঞ্চার হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি, স বারবার নতুন বধূর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেচে।"

শিবশেখরবাবু আশান্বিত স্বরে কহিলেন, "আমিও তা' লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জি, এইবারও যদি করুণার মস্তিষ্ক স্বাভাবিক না হয়, তা' হ'লে আর কোন পথই থাকবে না, না ?"

ডাঃ ব্যানার্জি কহিলেন "আপনি অমন উতলা হ'বেন না, শিবশেখর-বাবু। আমাদের মেডিকেল-সায়েন্স যদিচ এ পর্যন্ত অভ্রান্ত হয় নি, তবুও ক্বচিৎ ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হ'য়ে থাকে। আমি জোর গলায় বল্‌তে পারি, আপনার পুত্রের মনে খুব শীঘ্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হবে। আর তা' হ'লেই মস্তিষ্কের অসাড় ভাবটুকু কেটে গিয়ে পুনরায় স্নায়ু-সমূহ সবল হ'য়ে উঠ্‌বে।"

শিবশেখরবাবু ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দেখুন, ডাঃ ব্যানার্জি, আমি যে মিথ্যা ও ছলনার জাল বুনে করুণার বিবাহ দিয়েছি, তা'তে আমার আত্মসম্মান ধূলোয় লুটিয়েছে। আমি এতদূর অধঃপতন স্বীকার ক'রে কেন নিয়েছি, জানেন, ডাক্তার? শুধু

সহস্র বৎসরের পুরাতন, বনেদী জমিদার-বংশের একমাত্র সন্তানের জীবন নষ্ট হ'য়ে যাবে, এই ভয়ে। কিন্তু যদি এর পরও আমার আশা সফল না হয়, তা' হ'লে আমার কি অবস্থা হবে জানেন, ডাঃ ব্যানার্জি ?"

ডাঃ ব্যানার্জি সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "উতলা হবেন না, শিবশেখরবাবু। আমি বলছি, এইবার করুণাময়ের আশু পরিবর্তন দেখা যাবে।"

"উত্তম! আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু......" এই অবধি বলিয়া সহসা তিনি নীরব হইলেন, এবং অকস্মাৎ ড্রইংরুম হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাঃ ব্যানার্জি কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

(১১)

সাবিত্রীর শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণী বিবাহের যথারীতি ক্রিয়াকলাপ অন্তে, বধূকে তাহার কক্ষে লইয়া গিয়া পরম স্নেহের সহিত আপনার সম্মুখে বসাইয়া আহার করাইলেন। পরে বধূকে একান্তে পাইয়া কহিলেন, "তুমি আমাদের মার্জনা করতে পারবে ত, বৌমা ?"

সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিয়া শাশুড়ীর পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। পরে নতমুখে বসিয়া কহিল, "আমি এখনও সব কিছু পরিষ্কার ভাবে নিতে পারছি না, মা।"

ভবরাণীর মাতৃহৃদয়, তরুণী বধূর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া গলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, "তুমি শুধু এই দিক থেকে

দের বিচার ক'রো, বৌমা, যে আমাদের একমাত্র সন্তানকে রক্ষা বার জন্য, আরোগ্য করবার জন্য, এই পথ ভিন্ন আর অন্য পথ আমরা তে পাই নি।"

সাবিত্রী নতস্বরে কহিল, "আপনার পুত্র কি কথা বলতে পারেন না?"

ভবরাণী একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "হতভাগী যে-দিন চলে গেল, ই দিন থেকে করুণা যেন কেমন এক-রকম হ'য়ে গেল, বৌমা। সে নও কখনও একাদিক্রমে দুই কি তিন সপ্তাহকাল একেবারে কথা া বন্ধ ক'রে যেন বোবার মত হ'য়ে যায়। আবার যখন কথা বল্‌তে রম্ভ করে, তখন শুধু সেই হতভাগীকে খুঁজে বেড়ায়, বৌমা। ডাক্তারেরা নেক রকমে চিকিৎসা ক'রেও যখন দেখলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না, খন শেষ-উপায় হিসাবে করুণার আবার বিবাহ দেবার জন্য আমাদের াড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লেন। শেষে……" এই অবধি বলিয়া তিনি থা অসমাপ্ত রাখিয়া নীরব হইলেন।

সাবিত্রী নতস্বরে কহিল, "আমার দাদা অত্যন্ত মর্মাহত হবেন শুনে, া।"

ভবরাণী ম্লান স্বরে কহিলেন, "আর তুমি, বৌমা? আমি কি বুঝ্‌ছি না, যে তোমার মর্মস্থল একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে। আমিও যে তোমারই মত নারী, বৌমা। আমার একান্ত অনুরোধ তোমার কাছে, যে চিকিৎ-সকেরা দৃঢ়ভাবে যখন বলেছেন, বিবাহ দিলেই করুণা আবার ভাল হবে, নিরাময় হবে, তখন সাময়িক ভাবে তোমায় সকল দুঃখ সহ্য করতে হবে, বৌমা। এখন তোমার হাতেই আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করচে, বৌমা। তুমি যদি ঘৃণাবশে, অভিমানবশে আমাদের ছেড়ে যাও, তা' হ'লে

আমাদের অবস্থা একবার কি দাঁড়াবে, আশা করি, তুমি বুঝতে পারবে, বৌমা।"

সাবিত্রীর মুখে একটুকরা ম্লান হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কিছু বলিবার পূর্বেই দ্বার ঠেলিয়া শিশুপুত্র শোভন, কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল এবং সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া অভিমানক্ষুব্ধ-স্বরে কহিল, "বা-রে! তুমি এখানে চুপ্ ক'লে ব'তে আত, মা? আল আমি তোমাকে তারা বালী খুঁজে বেলাচ্ছি।"

সাবিত্রী দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শোভনকে দুই হাতে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল এবং শিশুমুখে অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল।

শোভন হাঁপাইয়া উঠিল। সে কহিল, "ওলে, মলে গেলাম লে, মা। থেলে দাও, থেলে দাও।"

ভবরাণী এই স্বর্গীয় দৃশ্যটুকু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিঃশব্দ-পদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সাবিত্রী শিশুকে লইয়া শয্যার উপর উপবেশন করিল। কহিল, "আমি তোমাকে ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলুম, না, শোভন?"

শোভন অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া ও চক্ষুদ্বয় ছলছল অবস্থায় আনিয়া কহিল, "কেন তুমি ত'লে গিয়ে থিলে, মা?"

সাবিত্রী প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিল, "তুমি ত আমাকে তেমনি ভালবাসবে, শোভন?"

শোভন তাহার সুন্দর মুখখানিতে বিস্ময়ের আভাস ফুটাইয়া কহিল, "ভালবাত্‌ব না? তোমাকে ভালবাত্‌ব না, মা? তোমাল দন্যে কতো কেঁদেতি দানো, মা?"

সাবিত্রী একবার চারিদিকে সচকিতে চাহিয়া নতস্বরে কহিল, "তোমার বাবা ত তোমাকে ভালবাসেন, শোভন ?"

শিশুমুখ ম্লান আভাসে ভরিয়া গেল। সে কহিল, "বাবাল মাথা খালাপ হ'য়ে গেতে, মা। বাবা আমাল থঙ্গে কতা বলে না।" এই বলিয়া শোভন কয়েক মুহূর্ত মাতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আত্তা মা, তোমাল মুখ এমন হ'য়ে গেল কেন ?"

সাবিত্রী কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া কহিল, "অনেক দিন বাইরে ছিলাম কি-না, ধন !"

"ও, তা'ই !" এই বলিয়া শোভন হাস্য করিল। পুনশ্চ কহিল, "আমি যদি বাইলে যাই, তা'লে তুমি ত আমাকে চিন্‌তে পাল্‌বে, মা ?"

সাবিত্রী সস্নেহে শিশুর মুষ্টিমেয় মুখখানি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমার শোভনকে আমি চিনতে পারব না, এ আবার কি একটা কথা না-কি, সোনা ?" এই বলিয়া সে ক্ষণকাল দ্বিধা করিয়া পুনশ্চ নতস্বরে কহিল, "তোমার বাবা কোথায়, ধন ?"

শিশু দ্বিধাহীন-কণ্ঠে কহিল, "বাবা তুপতাপ। বাইলের ঘলে বসে আছে। বাবাকে নিয়ে আত্‌ব, মা ?"

সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "না, না, ধন। এস, তোমার সঙ্গে আমি গল্প করি।"

গল্পের নামে শিশু শোভন আনন্দে দুই হাতে তালি বাজাইয়া কহিল, "তবে যে বলতে, তুমি গল্প দানো না ? ভলে ক্তু, মা !" এই বলিয়া সে সাবিত্রীর কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল।

সাবিত্রীর সারা মনে যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ক্ষণকালের জন্যও

৭

শিশু শোভনের সাহচর্যে সে ভুলিয়া রহিল। সাবিত্রীর অন্তরাত্মা একাকী নির্জনে থাকিয়া, তাহার বর্তমান নিদারুণ অবস্থার কথা চিন্তা করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেও সে শিশুমুখ দেখিয়া তাহা ভুলিয়া যাইতে সমর্থ হইল। সে শোভনকে নানা প্রকারে নানা প্রশ্ন করিয়া মাত্র এইটুকু অবগত হইল যে তাহার স্বামীর পূর্ব-পত্নী স্বামীকে ভালবাসিত না; তাহারা উভয়ের ভিতর কলহ করিত। কিন্তু স্বামী যে প্রথমা-পত্নীর শোক সহ্য করিতে না পারিয়া হতবাক ও উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে তাহার মন বিষম ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

শিশু শোভনকে লইয়া সাবিত্রী বিবাহের পরবর্তী দিনটি অতিবাহিত করিল। রাত্রে শিশু তাহার নিকট শয়ন করিল।

জমিদার ও জমিদার-গৃহিণীর পৌত্র নববধূকে আপন মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং নববধূও তাহাকে পরম স্নেহে গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া, তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া সাবিত্রী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে আপন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার ও জীবনের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য অতীতের কোটী কোটী দৃষ্টান্তের অনুসরণ মাত্র করিয়াছিল, তবে তাহার অদৃষ্টে এরূপ বিষময় ফল দেখা দিল কেন?

এখন সে কি করিবে? অর্ধোন্মাদ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? এই বিবাহ অস্বীকার করিবে? একজন বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে, ইহা অপেক্ষা তাহার জীবনে আর কি দুর্দৈব হইতে পারে?

সাবিত্রী ক্ষণকাল অর্থহীন চিন্তার-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার মানস-দৃষ্টিতে কতদিনের কত কাহিনী, কত ছবি ফুটিয়া উঠিয়া অতি দ্রুত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। সে যে কি দেখিতেছিল, কি ভাবিতেছিল, কিছুরই অর্থবোধ করিতে পারিতেছিল না। অবশেষে এক সময়ে সে সচকিত হইয়া পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে অগ্রজের মুখখানি ফুটিয়া উঠিল।

সাবিত্রী বহুক্ষণ নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, অগ্রজ যখন এই সকল কাহিনী অবগত হইবেন, তখন তাঁহার মনে যে নিদারুণ আঘাত লাগিবে, তাহা তিনি সহ্য করিবেন কোন্ প্রেরণার বলে? যিনি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী-জীবন যাপন করিতেছেন, যিনি অভাগিনীর সুখের জন্য এমন কোন দুঃখ নাই যাহা হাসি-মুখে সহ্য না করিয়াছেন, যিনি আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য দুই হাতে অর্থব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিব আমি কোন্ ভাষায়? অথবা আমি কি করিয়া এই নিষ্ঠুর-সত্য তাঁহার নিকট গোপন করিয়া রাখিব?

শিশু শোভন পালঙ্কের উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। বাতায়ন-পথে শুভ্র চন্দ্রকিরণ আসিয়া প্রায় শুভ্র-মুখখানিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। সহসা সাবিত্রীর দৃষ্টি শোভনের মুখখানির উপর পতিত হইলে, সে চমকিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি নির্নিমেষ হইয়া পড়িল। তাহার মনে এই চিন্তা উদয় হইতে লাগিল, যেন এই মুখ সে কোথাও দেখিয়াছে। কিন্তু কোথায়? কাহার মুখের সহিত এই শিশু-মুখের সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না।

সাবিত্রী নত হইয়া শোভনের রক্তাধরের উপর ধীরে ধীরে চুম্বন করিল। শোভন ঘুমঘোরে সহসা হাসিয়া উঠিল। সে অস্পষ্ট স্বরে ডাকিল, "মা, মা-মণি!"

"ধন!" বলিয়া তরুণী সাবিত্রী এক অনাস্বাদিত-সুখে বিভোর হইয়া শিশুর মুখের উপর নত হইয়া চুমা খাইল। শিশুর হাস্যমুখ পুনশ্চ নিদ্রার ঘোরে স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া পড়িল।

সাবিত্রী বাতায়ন-পথে বহুক্ষণ চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে নানা প্রকার চিন্তার ঘূর্ণী-বাতাস বহিয়া যাইতে লাগিল। সে কোন বিষয়েই কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া, এক সময়ে ঘুম-ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া শয্যার উপর শয়ন করিল ও আপন অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(১২)

ফুলশয্যা দিনটির প্রভাত! কত তরুণীই না এই প্রভাতটিকে জীবনের পরমক্ষণের প্রথম প্রভাত মনে করিয়া, আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া গত রাত্রির নিঃসঙ্গ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছে! মনে হইয়াছে, এমন মধুময়, বসন্তানিল-প্রবাহিত দিন তাহার জীবনে আর কখনও দেখা দেয় নাই। কত তরুণই না এই দিনটিকে সব চাওয়া-পাওয়ার পরমদিন ভাবিয়া প্রথম প্রভাতালোককে প্রণতি জানাইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়াছে!

সাবিত্রী এই বিশেষ প্রভাতটিতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া ভাবিল, সে একটা সফল-দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগরিত হইয়াছে। আজ তাহার জীবনের দুঃস্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে। সাবিত্রী বহুক্ষণ নিশ্চেষ্ট

হইয়া বসিয়া রহিল। উচ্চশিক্ষিতা তরুণীর অন্তরাত্মা ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিতে চাহিলেও, সে অনমনীয় মনঃশক্তি বলে ক্রন্দনরূপ দুর্বলতা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিল। তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইলেও, সে নীরবে দুঃসহ যাতনা সহ্য করিল। সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইল ও স্নানঘরে প্রবেশ করিল।

সেদিন অপরাহ্নে নরেশ প্রায় দুইশত বাহকের দ্বারায় ফুলশয্যার দ্রব্যাদি প্রেরণ করিল। তেমন সমারোহের সহিত ফুলশয্যার বাহক-বাহিনী প্রেরণ করিতে, কাশীবাসী কোন বাঙালী ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নাই। তাঁহারা সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া পড়িলেন। জমিদার ও জমিদার-গৃহিণী ইতিপূর্বে একবার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, ফুলশয্যার তত্ত্বও আসিয়াছিল, কিন্তু এরূপ বিরাট আড়ম্বরের সহিত নহে। তাঁহারা অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিলেন এবং খুশির আভাস নানারূপে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সেদিন সাবিত্রী একটীবারেরও জন্য স্বামীর দেখা পায় নাই। তাহার অধিকাংশ সময় শিশু শোভনকে লইয়া কাটিয়াছিল। তাহার অগ্রজ, তাহাকে খুশি করিতেও তাহার শ্বশুর-বাড়ীর সকলের নিকট মর্যাদা-বৃদ্ধি করিবার জন্য যে এরূপ ভাবে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ফুলশয্যার তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে কোন বেগ পাইল না। সে একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল এবং তাহার চক্ষুদ্বয় জ্বালা করিয়া উঠিলে, সে প্রাণপণ শক্তিতে অশ্রুবেগ রোধ করিয়া ফেলিল।

শ্বশ্রূমাতা ভবরাণী, বধূ সাবিত্রীর নিকট উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে তাহার অগ্রজের অজস্র প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "আমি তোমাদের দু'টী ভাই-

বোনের সঙ্গে যত পরিচিত হচ্ছি, ততই গভীর লজ্জাবোধ করছি, বৌমা। আমার মনে এই বেদনা দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে যে, তোমাদের মত উচ্চ-হৃদয়, উচ্চ-মনা দেব-দেবীকে আমরা জেনে-শুনে প্রতারণা করেছি। কিন্তু বৌমা, তুমি উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে, তুমি ত বুঝ্‌তে পারছ মা, আমরা কোন্ দুরাশার বশে তোমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি?"

সাবিত্রী ক্ষণকাল নতমুখে চিন্তা করিল। পরে ধীর ও শান্ত কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমি ত কোন অপরাধ করি নি, মা?"

"না, মা, অপরাধ তুমি করো নি। আমরাই বরং তোমার কাছে শত-অপরাধে অপরাধী।" এই বলিয়া ভবরাণী, বধূর মুখে হাত দিয়া মুখ-চুম্বন করিলেন। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি যে এখনও মা হও নি, বৌমা। তুমি যখন মা হবে, যখন তোমার পুত্রের জীবন বিপদাপন্ন দেখবে, তখন আমি জোর গলায় বলছি, মা, জগতে এমন কোন হীন কাজ তুমি দেখতে পাবে না, যা তুমি স্বেচ্ছায় করতে না পারবে। কিন্তু বৌমা, আমি কোন যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়ে আমার কথা প্রমাণ করতে পারব না। মা না-হ'লে মায়ের প্রাণে পীড়িত পুত্রের জন্য যে কিরূপ গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়, তা' বোঝান যায় না, বৌমা।"

এমন সময়ে শিশু শোভন ছুটিয়া আসিয়া সাবিত্রীর একখানি হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল, "মা, মা, কত দিনির এতেছে. দেখবে এত। উঃ, বাবালে, কত কাপল, কত দামা কত আলো, কত কি!"

সাবিত্রীর তৃষিত ও ব্যথিত হৃদয় আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছিল।

সে দুই হাতে শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া নতস্বরে কহিল, "আমাকে কি আদেশ করছেন, মা ?" এই বলিয়া সে শাশুড়ীর দিকে একবার চাহিয়া, দৃষ্টি নত করিয়া দাঁড়াইল।

ভবরাণী কহিলেন, "আদেশ নয় মা, অনুরোধ। তোমার দাদা এসেছেন। তিনি বাইরের ঘরে ওঁর সঙ্গে আলাপ করছেন। তুমি মা তোমার দাদাকে সান্ত্বনা দেবে, তাঁকে উতলা হ'তে নিষেধ করবে, প্রত্যাশা করতে পারি কি, বৌমা ?"

সাবিত্রী ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে নীরব থাকিয়া কহিল, "দাদাকে আপনি ভিতরে আনান, মা। আমি তাঁকে সব কথা বলব। আমি তাঁ'র কাছে কোন কিছু গোপন করতে পারব না, মা। দাদা আমার একাধারে, মা, বাবা সব।"

"ভবরাণী কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "সে সত্য কি আর আমাদের কাছে গোপন আছে, বৌমা ? নেই মা, নেই।" এই বলিয়া তিনি শিশুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এস দাদু, তোমাকে খেতে দিই-গে।"

শোভন অলকগুচ্ছ দোলাইয়া কহিল, "আমি মা'ল থঙ্গে যাব।"

ভবরাণী শিশুকে অন্তরালে রাখিতে চাহিতেছিলেন। বধূর সহিত তাহার অগ্রজের আলাপ-আলোচনা-কালে শোভনের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয় ভাবিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "তোমার নতুন খেলনা বার ক'রেছি, খেল্‌বে এস, ভাই।"

শোভন প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, আমি খেল্‌ব না। আমি মা'ল কাতে থাকৃব।"

শ্বশ্রূমাতার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে সাবিত্রীর কষ্ট হইল

না। সে কহিল, "শোভন আমার কাছে থাক, মা। আপনি দাদাকে পাঠিয়ে দিন।"

ভবরাণী ম্লানমুখে কহিলেন, "কিন্তু বৌমা……"

সাবিত্রী বাধা দিয়া কহিল, "না, মা, খোকন থাক। খোকনকে সামনে রেখে আমি বোধ হয় মনে জোর পাব। নইলে দাদাকে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাক, আমিই ভেঙ্গে পড়্‌ব, মা।"

ভবরাণী রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দয়াময় বিশ্বনাথ তোমাকে সুখী করুন, শান্ত করুন, বৌমা। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হও, তুমি সর্বসুখী হও, বৌমা।" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

সাবিত্রী, শোভনকে বক্ষে করিয়া নিশ্চল প্রস্তর-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনের শক্তি ধীরে ধীরে লয় পাইয়া যাইতে লাগিল। সে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক সময়ে শোভনের অধৈর্য আহ্বানে সচকিত হইয়া কহিল, "কি বল্‌ছ, ধন?"

শোভন দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বা-লে! আমি দে কত কতা বল্‌লাম, তুমি কেন শুনুলে না, মা?"

সাবিত্রী শিশুর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "আমি তোমার মামাবাবুর কথা ভাব্‌ছিলাম, ধন। তিনি তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন কি-না!"

শিশু শোভন উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "আমাল মামাবাবু আব কে, মা?"

এমন সময়ে হাস্যমুখে নরেশ ভগ্নীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে

খিবামাত্র সাবিত্রী শিশুকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া অগ্রজের পায়ে হইয়া প্রণাম করিল ও দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে কহিল, "ভাল আছ, দা?"

নরেশ হাস্যমুখে কহিল, "হাঁরে, ভাই, আমি খুব ভাল আছি। ই কেমন আছিস, বোন? তোর শ্বশুর খুব ধনী লোক, না?" এই লয়া সে হাস্যময় মুখে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে শোভনের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ হিল, "চমৎকার ছেলেটী ত, সাবিত্রী। কা'র ছেলে রে?"

সাবিত্রী শিশুর জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি-ভরা বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া স্বরে শোভনের কানে কানে কহিল, "মামাবাবুকে প্রণাম রো, ধন।"

শোভন তৎক্ষণাৎ নরেশের পায়ের নিকট নত হইয়া প্রণাম রতে গেলে, নরেশ দুই হাতে শিশুকে ক্রোড়ের উপর তুলিয়া য়া একটি চেয়ারের উপর বসিল এবং শিশুর মুখচুম্বন করিয়া কহিল, তামার নাম কি, খোকা?"

শোভন একবার সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, ।, মামাবাবু আমাল নামও দানেন না! ভালি মদা ত!"

নরেশের মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ও শঙ্কা-পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে ভগ্নীর খর দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে সহসা ান কথা বাহির হইতে চাহিল না।

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা দ্বারদেশ হইতে সবিনয়-স্বরে হিল, "খোকাবাবুর খাওয়ার সময় হয়েছে, ছোট-মা। গিন্নী-মা বার নিয়ে অপেক্ষা করছেন।"

সাবিত্রী শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া পরিচারিকার নিকট লইয়া গিয়া নতস্বরে কহিল, "আমি তোমার মামাবাবুর সঙ্গে কথা বলি, ধন। তুমি খেয়ে নাও-গে।"

শোভনের যাইবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মামাবাবুকে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিতে দেখিয়া, সে পরিচারিকার ক্রোড়ে গমন করিল।

সাবিত্রী ফিরিয়া আসিয়া অগ্রজের সম্মুখে দাঁড়াইলে; নরেশ বজ্রাহত স্বরে কহিল, "এ সব কি, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী নত স্বরে কহিল, "পরশুদিন অবধি কি তুমি অপেক্ষা করতে পারো না, দাদা?"

নরেশ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অধৈর্য স্বরে কহিল, "না, না, না! আমি শুনতে চাই।—এখনই শুনতে চাই! বল্, ঐ ছেলেটা তোর কে?"

সাবিত্রী অগ্রজের চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধের উপর দুই হাত রাখিয়া কহিল, "মাঝে মাত্র একটা দিন, দাদা। আমার অনুরোধে কি তুমি পরশু অবধি অপেক্ষা করতে পারো না?"

নরেশ গম্ভীর মুখে চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সাবিত্রীর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আমি অবিলম্বে জানতে চাই, ঐ ছেলেটি তোর কে হয়?"

সাবিত্রী মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "ঐ ছেলেটা আমার সতীনের ছেলে, দাদা।"

"কি, কি, বল্লি, সতীন?" নরেশ যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সাবিত্রী করুণ স্বরে কহিল, "তুমি স্থির হও, দাদা। শান্ত হও।

। আমি সব কথা তোমার কাছে বল্‌ছি। সব কথা না শুনে, তুমি ান কিছু করতে পারবে না, দাদা।” বলিতে বলিতে সাবিত্রী অগ্রজের ়য়র উপর একখানি হাত রাখিয়া মেঝের কার্পেটের উপর উপবেশন রল।

নরেশ কি বলিবে, কি করিবে, কোন কিছুই তাহার নিকট স্পষ্ট ল না। সে পুনরায় পরিত্যক্ত চেয়ারের উপর উপবেশন করিল ং সাবিত্রীর মুখের দিকে ক্ষণকাল অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হল, “তোর সতীনের ছেলে! তারপর?”

তাহার উক্তি অগ্রজের বক্ষে যে এইরূপ বজ্রসম বাজিবে, ইহা বিত্রী কল্পনা করিতে পারে নাই। সে করুণ স্বরে কহিল, “দাদা, সব । শুনে, তোমার দু'টী পায়ে ধরি, তুমি অস্থির হ'য়ো না।”

নরেশ হতাশ-স্বরে কহিল, “কি তোর সব?”

সাবিত্রী ধীরে ধীরে তাহার শ্বশুর ও শাশুড়ী-কথিত কাহিনী বিবৃত করিলে, নরেশ বজ্রাহত-স্বরে কহিল, “না, এই অন্যায় আমি মেনে নেব না।”

অগ্রজের এই বিশেষ কণ্ঠস্বরটিকে সাবিত্রী বিশদরূপেই বুঝিত। স ভয়ে অধীর হইয়া কহিল, “দাদা, তুমি যদি এমন ভাবে উতলা হও, বে আমি কি ক'রে সহ্য করব, বল্‌তে পারো?”

নরেশের মুখভাব বিভীষণ আকার ধারণ করিল। সে ভীষণ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, এত বড় শাঠ্য, এত বড় প্রতারণা, আমি কিছুতেই মার্জনা করব না, সাবিত্রী। নে, ওঠ্‌। এখানে আর একটি মুহূর্তও থাকা চল্‌বে না।” এই বলিয়া নরেশ উঠিবার উপক্রম করিল।

সাবিত্রী দুই হাতে অগ্রজের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদা, দাদা, তুমি কি বলছ? আমার আর স্থান কোথায় বলতে পারো? দয়াময় ভগবান যদি আমার অদৃষ্টে এই নিয়তি লিখে থাকেন, তবে তা' খণ্ডন করবার শক্তি আমাদের ত নেই, দাদা!"

নরেশ উন্মাদের মত হাস্য করিয়া কহিল, "দয়াময় ভগবান! দয়াময় না হ'লে এত দয়া আমাদের ওপর বর্ষণ করেন! না, না, আমি কোন কথা শুনব না, সাবিত্রী। আমি আবার তোর বিবাহ দেব। যে বিবাহ প্রতারণা আর মিথ্যার ভিত্তির ওপর অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে বিবাহকে আমি কিছুতেই স্বীকার ক'রে নেব না।"

সাবিত্রী ধীর স্বরে কহিল, "এঁরা প্রতারণা করেছেন, সত্য, দাদা। কিন্তু বিবাহের মধ্যে ত কোন ফাঁকি নেই। আচার, অনুষ্ঠান ও পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যে বিবাহ হয়েছে, সে বিবাহ তুমি কোন্ যুক্তির বলে অস্বীকার করবে, দাদা? তুমি শান্ত হও। তুমি শান্ত হ'য়ে একবার সব কিছু ভেবে দেখ। তারপর তুমি যদি বল, আমার এখানে আর থাকা চলবে না, তবে আমি তোমার সেবা ক'রেই আজীবন কাটিয়ে দেব, দাদা।"

সহসা নরেশের দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রু জমিয়া উঠিল ও প্রবলবেগে কপোল বাহিয়া নামিতে লাগিল। সে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। পরে স্নেহময় স্বরে কহিল, "সাবিত্রী, আমি তোর এ কি সর্বনাশ করলাম, বোন!" বলিতে বলিতে সে দুই করতলে মুখ চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সাবিত্রী অতি কষ্টে আপন অশ্রু রোধ করিয়া কহিল, "আমার

কছু হয় নি, যা'র জন্য তোমার চোখের জল ঝরবে, দাদা। আমিও এমনি বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিলাম। তারপর আমার যখন স্বীকার ক'রে নিলাম, তখন হ'তেই আমার মনে আর বনা-চিন্তার ঠাঁই নেই, দাদা। তা' হলেও আমি তোমাকে কথা তুমি যদি বিবেচনা করো, যে এঁদের সংশ্রবে আমার থাকা না, তবে আমি তোমার সিদ্ধান্তই মেনে নেব, দাদা। কিন্তু র বিবাহের ভিতর যে কোন ফাঁকি নেই, তা' আমি আমরণ-শ্বাস করব।"

শ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আমি হতভাগ্য, সাবি। শেষভাবে অনুসন্ধান না ক'রে তোর এমন সর্বনাশ ঘটিয়ে দিলুম। ধ কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, বোন!" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল ও পুনশ্চ কহিল, "আমি চললাম, সাবিত্রী। র আবহাওয়া আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি ক্ষেপে আমি নিজেকে কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারব না। উঃ, কি ষড়যন্ত্র! কি জঘন্য মিথ্যা! কি হীন শঠতা!" বলিতে বলিতে বত্রী কোন বাধা দিবার পূর্বেই তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে কক্ষ হইতে হইয়া গেল।

বিত্রীর দুই কমল-নয়ন ভরিয়া প্রবল বেগে অশ্রু-প্রবাহ নামিয়া। সে মুক্ত দ্বার-পথের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্নেহের পিতৃসম অগ্রজ মনে যে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন, ত তাহার কোন সংশয় রহিল না। সে এই ভাবিয়া অস্থির হইয়া কে তাহার দাদাকে এই বজ্রসম আঘাত সহ্য করিবার জন্য

প্রেরণা দান করিবে? আর কে-ই বা তাঁহাকে এই সঙ্কট-কালে মুহূর্তে দেখা-শুনা করিবে? সাবিত্রী কোন দিকে কোন আশার আলোক দেখিতে পাইল না। সে নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিল।

(১৩)

সাবিত্রী ভুলিয়া গেল, আজ তাহার আসন্ন-ফুলশয্যার রাত্রি, ভুলিয়া গেল যে তাহার বিবাহ হইয়াছে, ভুলিয়া গেল, সে শ্বশুর-বাড়ীর একটি কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মনে শুধু এই কথাটি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল যে, তাহার স্নেহময় অগ্রজ যে প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার, সে ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। কিন্তু কোন্ পথে সে এই সমস্যার সমাধান করিবে দেখিতে না পাইয়া, তরুণী সাবিত্রী অজস্র অশ্রু-ধারায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "আপনার দাদার জলখাবার পাশের ঘরে দেওয়া হয়েছে, ছোট-মা। আপনি তাঁকে নিয়ে আসুন।"

সাবিত্রী দ্রুত হস্তে মুখের চিহ্ন ও চোখের অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। পরে সংযত কণ্ঠে কহিল, "দাদা চলে গেছেন। খাবার তুলে নিয়ে যেতে বলো।"

পরিচারিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার কক্ষের ভিতর চাহিয়া, নীরবে চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে ভবরাণী সাবিত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "দাদাকে না খাইয়েই ছেড়ে দিলে, বৌমা?"

ী নত মুখে চাহিয়া কহিল, "তিনি চলে গেলেন, মা।"

ীর অশ্রু-ভেজা কণ্ঠস্বরে, ভবরাণী দেবী ক্ষণকাল নির্নিমেষ-ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। লেন, "বুঝেছি, বৌমা। নরেশের পক্ষে এমন সহজে এসব সহ্য ই আশাতীত ব্যাপার, মা। কিন্তু তুমি ত তাঁ'কে সান্ত্বনা বৌমা?"

নত স্বরে কহিল, "হাঁ, মা। তবুও তিনি কিছুতেই সহ্য করতে না।" এই বলিয়া সাবিত্রী মুহূর্ত-কয়েক নীরবে নত মুখে াকিয়া আকুল স্বরে পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু কি হবে, মা?"

ীর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া ভবরাণী কহিলেন, "কিসের কি া?"

ত্রী শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আপনি ত জানেন, মা, দাদা বীতে আমার আর কেউ নেই। তিনি একাধারে মা, বাবা, া। তিনি আমার জন্য, পাছে আমার বিন্দুমাত্রও কোন হয়, এই আশঙ্কায় সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। তিনি অর্থ-ব্যয় ক'রে, আমাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। আমাকে ছাড়া তাঁর জীবনে আর অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, মা। নি যে-আঘাত পেয়েছেন, আমি যদি অবিলম্বে তাঁ'র পাশে াতে না পারি, তবে তাঁ'কে যে রক্ষা করা যাবে না, মা!" লিতে সাবিত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল ও শাশুড়ীর পর হাত রাখিয়া, অনবদ্য মুখখানি তুলিয়া পুনশ্চ কহিল, "কি ?"

ভবরাণী নববধূর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, সাবিত্রীর অশ্রু মুছিয়া দিয়া কহিলেন, "আজ যে তোমার ফুলশয্যা-রাত্রি, বৌমা ?"

তরুণী সাবিত্রীর মুখে যে একজাতীয় হাস্য ফুটিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল, তাহা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি কঠিন। সে কহিল, "আপনি ত জানেন, মা, আমার ক্ষেত্রে এসব আচার অর্থহীন? আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি, মা, যে আমি এই বিপর্যয় সহ্য ক'রে নিয়েছি। আমি সাধ্যাতীত শক্তিতেও আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করবে, আমার দাদার শুভাশুভের ওপর, মা।" এই অবধি বলিয়া সহসা সে, শাশুড়ীর মুখের উপর বেদনার আভাস ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া, পুনশ্চ কহিল, "মা, সত্য অপ্রিয় হ'লেও সুমিষ্ট মিথ্যা আদৌ ত বাঞ্ছনীয় নয়! আপনি নারী। আপনি বুঝতে পারবেন, এরূপ ক্ষেত্রে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হওয়া সম্ভবপর। তবেই এই মুহূর্তে আমার নিকট দাদার জীবনের মত মূল্যবান, আর কি আছে, মা? ফুলশয্যা, আমার বিবাহের মতই যদি ব্যর্থ হয়ে যায়, তবে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না, মা। আপনি দয়া ক'রে আমার যাত্রা করবার আয়োজন ক'রে দিন।"

ভবরাণী সাবিত্রীর মুখচুম্বন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তুমি প্রস্তুত হ'য়ে নাও, বৌমা। আমি সব কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি। এর জন্য যদি আমাকেও এই বাড়ী ছেড়ে যেতে হয়, যাব, তবু তোমার যাত্রা কারুকে বন্ধ করতে দেব না।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। সাবিত্রী মাতৃহৃদয়া, মহীয়সী নারীর গমন-পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময়ে শিশু শোভন ছুটিতে ছুটিতে সাবিত্রীর নিকট আসিয়া, াহাকে দুই ক্ষুদ্র হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "মা, বাপি আমার বাপি—তিনি এখানে আসছেন।"

সাবিত্রীর আয়ত, দীর্ঘ ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত-কয়েক শোভনের উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কি বল্‌ছ, ন ?"

শোভনের বলিবার আর অবসর মিলিল না। সাবিত্রী দেখিল, র্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া কোন কথা বিড় বিড় করিয়া বলিতে বলিতে ামী তাহার কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন।

সাবিত্রী সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং শিশু শোভনকে ক্রোড়ে তুলিয়া ইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

করুণাময় কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া সোজা সাবিত্রীর সম্মুখে াসিয়া দাঁড়াইল এবং নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া খিতে লাগিল।

এক সময়ে শোভন কহিল, "বাপি, বাপি, মা, আমাল মা!"

করুণাময় ক্ষণকাল অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, সহসা মুখ রাইয়া লইল। তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "নেই, সে নেই, আর াসবে না, আর কখনও আসবে না।" বলিতে বলিতে সে বাহির ইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল।

সাবিত্রী দ্রুত চিন্তা করিতেছিল, সে শোভনকে একটি চেয়ারের পর বসাইয়া দিয়া, দ্রুতপদে স্বামীর সম্মুখে গিয়া পথ আগুলিয়া ড়াইল, এবং স্পষ্ট স্বরে কহিল, "কা'র কথা আপনি বলছেন? কে ার আসবে না?"

করুণাময়ের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত-কয়েক অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কে আপনি? আপনাকে ত আমি চিনি না! এ ঘরে কে আপনাকে আসতে দিলে?"

সাবিত্রী আত্ম-সম্বরণ করিয়া কহিল, "কে আমি? আমাকে আপনি চেনেন না? আপনার বিবাহিতা-স্ত্রীকে আপনি চিনতে পারেন না?"

করুণাময় অকস্মাৎ সশব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখভাব ভয়াল আকার ধারণ করিল। সে কহিল, "আমার স্ত্রী হবার যোগ্যতা তোমার নেই। তুমি তা'র পায়ের নখের যোগ্যও নও। যাও, পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও। নইলে আমি কামড়ে দেব।"

সাবিত্রী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

করুণাময় হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমার স্ত্রীকে দেখবেন? ঐ দেখুন।" বলিয়া কক্ষ-দেওয়ালের একটি নির্দিষ্ট অংশে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই, চীৎকার করিয়া উঠিল। সে ভয়ালস্বরে কহিল, "কে, কে নিলে তা'কে? আমি খুন করব, খুন করব!" বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে কক্ষ-দেওয়ালে গ্রথিত ছবিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল।

এমন সময়ে শিবশেখরবাবু, ডাঃ ব্যানার্জির সহিত আগমন করিলেন। ডাঃ ব্যানার্জি করুণাময়ের স্কন্ধে একখানি হাত রাখিয়া কহিলেন, "এখানে ত সেটা নেই। আমি যে আপনার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছি, করুণাময়বাবু।"

করুণাময় অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিল। সে একবার পিতার ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার বাইরের ঘরে?"

ডাঃ ব্যানার্জি কহিলেন, "হাঁ। চলুন, দেখবেন।"

"চলুন।" এই বলিয়া করুণাময় ডাঃ ব্যানার্জির সহিত বাহির হইয়া াইতে উদ্যত হইয়াই, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং তরুণী সাবিত্রীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া কহিল, "ঐ ভদ্র মহিলা কি বলে জানেন? উনি বলেন, উনি আমার স্ত্রী।" এই বলিয়া সে অস্বাভাবিক স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।

শিবশেখরবাবু এযাবৎকাল নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "হাঁ, করুণা, উনি তোমার বিবাহিতা ধর্ম-পত্নী।"

করুণাময়ের মুখভাব ভয়াল আকার ধারণ করিল। সে তীব্র স্বরে কহিল, "মিথ্যা কথা! আমার স্ত্রী'র পদনখের যোগ্যতা ওঁর নেই।"

শিবশেখরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ডাঃ ব্যানার্জি তাঁহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া করুণাময়কে কহিলেন, "ও প্রশ্নের মীমাংসা পরে হবে। এখন যা হারিয়েছেন, তা' দেখবেন চলুন।"

"চলুন।" বলিয়া সাগ্রহে করুণাময় ডাঃ ব্যানার্জিকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

শিবশেখরবাবু বিস্মিত, বিমূঢ় ও আহত তরুণী সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "বৌমা, আমি তোমাকে তোমার দাদার কাছে

পাঠাবার জন্য মোটর তৈরি করতে আদেশ দিয়েছি। শুন্‌লাম, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হ'য়ে আহার না ক'রেই চলে গেছেন।"

সাবিত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শিবশেখরবাবু কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আজ তোমার ফুলশয্যা-রাত্রি। তা' হ'লেও তুমি যখন কিছুতেই শান্ত মনে এই অনুষ্ঠান মেনে নিতে পারবে না, তুমি তা' বন্ধ রাখাই সমীচীন হবে, স্থির করেছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, বৌমা। তুমি উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে, আমি জানি তুমি কখনও মিথ্যা আশা দিয়ে যাবে না।" এই বলিয়া তিনি একবার সাবিত্রীর মুখভাব লক্ষ্য করিলেন, এবং পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন "আবার কবে তুমি ফিরে আসছ, বৌমা?"

তরুণী সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল তাহার মনে শ্বশুর-বাড়ীর কোন বন্ধন, অথবা শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কোন দায়িত্ববোধের অস্তিত্ব ছিল না। তাহার স্বামীর শোচনীয় মানাসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, তাহার মনে শ্বশুর-বাড়ীর প্রতি যেটুকু কর্তব্যবোধ জাগিয়াছিল, এই ঘটনায় তাহাও নিঃশেষে লয় পাইয়া গিয়াছিল। সহসা সাবিত্রীর মনে শিশু শোভনের অসামান্য মুখখানি ভাসিয়া উঠিল তাহার নীরস মন ও শুষ্ক হৃদয় সহসা স্নেহরসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সে একাগ্রমনে শিশুর মুখখানি মানস-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, এক অনাস্বাদিত সুখে তাহার মন কোমল ও করুণ করিয়া তুলিতে লাগিল।

শিবশেখরবাবু উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সাবিত্রীকে বহুক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া, তিনি

ংকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, "আমি বলছি, তুমি সুখী হবে, বৌমা। তুমি......"

মৃদু ও কোমল স্বরে বাধা দিয়া সাবিত্রী কহিল, "দাদাকে সুস্থ দেখেই আমি ফিরে আসব, বাবা।" এই বলিয়া সে গড় হইয়া শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করিল।

শিবশেখরবাবু মহাখুশি হইয়া কহিলেন, "বাঁচালে, বৌমা! তোমার দাদার সুস্থ হবার সংবাদ না নিয়ে, আমরা কলকাতার বাড়ীতে ফিরব না, মা। আশা করি, নরেশ অচিরেই শান্ত হবে।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অল্পসময় পরে একজন পরিচারিকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আপনার মটর এসেছে ছোট-মা। আপনি আহার করবেন আসুন।"

সাবিত্রী কহিল, "খোকন কোথায়?"

"গিন্নী-মা'র কাছে আছেন।" পরিচারিকা নিবেদন করিল।

সাবিত্রী পরিচারিকার সহিত বাহির হইয়া গেল।

(১৪)

রূপনগরীর ম্যানেজারের বাঙলো চন্দ্রকিরণে ভাসিয়া যাইতেছিল। সাবিত্রীর একান্ত অনুরোধে বান্ধবী কণিকা বেনারস হইতে তাহাদের সহিত রূপনগরীতে আসিয়াছিল। কণিকার স্বামী অরুণ কোন জরুরী কার্যব্যপ'দেশে কলিকাতায় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিল।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বাঙলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া, নরেশ,

সাবিত্রী ও কণিকা আলাপ করিতেছিল। নরেশ বলিতেছিল, "তুই যা-কিছু কেন বলিস বোন, আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না যে তোর বিবাহ আদৌ সিদ্ধ হয়েছে। আমার সারাজীবনে এমন হীন প্রতারণা আর জঘন্য মিথ্যার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দূরে থাক, কখনও শুনি নি, কণিকা। আমি ভাবতেই পারি না যে, কোন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এমনভাবে কোন মেয়ের সর্বনাশ করতে পারেন।"

তরুণী কণিকা কহিল, "আমি সাবিত্রীকে বহু অনুরোধ করেছিলাম। সে যেমন আমার কথাতেও কান দেয় নি, তেমনি আপনার সতর্ক-বাণীও গ্রহণ করে নি। ফলে আমি যে-ভয় করেছিলাম, অর্থাৎ সাবিত্রী সুখী হ'তে পারবে না, তা'ই সত্য হয়েছে।" এই বলিয়া সে গম্ভীর মুখে উপবিষ্টা সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এ ক্ষেত্রে দাদার পরামর্শ গ্রহণ করাই তোর সমীচীন কাজ হবে, সাবিত্রী। একজন স্বার্থপর ব্যক্তির খেয়াল মেটাবার জন্য, তোর সুখ-শান্তি, তোর ইহকাল-পরকাল, তোর সব-কিছুতে জলাঞ্জলি দেবার কোন সার্থকতাই নেই।"

সাবিত্রী ম্লান হাস্যে কহিল, "হিন্দু-নারীর বিবাহ দু'বার হয় না, কণি।"

কণিকা তপ্ত স্বরে কহিল, "বিবাহ দু'বার হয় না, সত্য, কিন্তু যে-বিবাহ হয় নি, সে-বিবাহ মান্য করাও হিন্দু-ধর্মের অনুশাসন নয়, সাবি।"

সাবিত্রী শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে কহিল, "যে-বিবাহ প্রতিটী আচার ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে, সে-বিবাহ হয় নি বলা চলে কি, কণি?"

নরেশ শুনিতেছিল, কহিল, "একজন উন্মাদ ব্যক্তির পক্ষে কোন ষ্ঠানের ক্রিয়া যথাযথ ভাবে পালন করা কি সম্ভব, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী নত-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হয় তো তিনি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করেন নি, কিন্তু শুনেছিলেন ত, দাদা?"

নরেশ ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "ওসব কথা পুরাকালের সাবিত্রী-সত্যবানের থ শোভা পেত, বোন, কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর মধ্যাহ্নে কোন মডার্ন-বিত্রীর মুখে শুন্‌লে, শিক্ষিত-সমাজ হাসবেন শুধু।"

সাবিত্রী নত-স্বরে কহিল, "সেটা শিক্ষিত-সমাজের দুর্ভাগ্যের কথা, দা। দু'খানা বিদেশী বই প'ড়ে, আমরা যদি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা রাতন ও আদি সভ্যতাকে, সংস্কৃতিকে, আমাদের নিজস্ব ভারতীয় ীবন-ধারাকে অস্বীকার করি, তবে সে দোষ তাঁদেরই, যাঁ'রা পরদেশীয় াতি-আধুনিক, অতি-ঠুন্‌কো, বিধর্মী তথাকথিত সভ্যতাকে মাথায় ়লে নিয়েছেন।"

নরেশ ক্ষণকাল গম্ভীর দৃষ্টিতে ভগ্নীর বিষণ্ণ অথচ দীপ্তিময় মুখের দকে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "আচ্ছা, কলকাতায় আগে যাই চল্, তারপর তোর ভ্রম আমি ভেঙ্গে দেব, বোন।"

নরেশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, কণিকা কহিল, "কবে আমরা কলকাতায় যাচ্ছি, দাদা?"

নরেশ কহিল, "ওহো, তোমাকে বলা হয় নি, না, কণিকা? আমি তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়েছি। আমরা আগামী রবিবারে এখান থেকে যাত্রা করব।"

কণিকা চিন্তিত স্বরে কহিল, "তা' হ'লে ওঁকে একটা টেলি পাঠিয়ে

দিন, দাদা। নইলে কোন্ দিন যে এখানে আসবার জন্য যাত্রা করবেন, তার কোন ঠিক নেই।"

নরেশ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমি অরুণবাবুকে টেলি পাঠিয়ে দিয়েছি, বোন। তোমরা গল্প করো আমার কয়েকখানা পত্র লেখবার কাজটুকু সেরে ফেলি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তরুণী কণিকা মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া, সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোর মহাভুলের প্রায়শ্চিত্তের দিন যে এমন সঙ্গে সঙ্গে আসবে, আমি স্বপ্নেও তা' ভাবতে পারি নি, সাবিত্রী।"

সাবিত্রীর মুখে মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমি ভুল করি নি, কণি। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে আমি ভুল করেছি, তা' হ'লেও স্মরণাতীতকাল থেকে অসংখ্য মেয়ে ঠিক এমনি-মহাভুল ক'রেই, তাদের চাওয়া-পাওয়ার সাধ মিটিয়েছে।"

তরুণী কণিকা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "বারবার ঐ একই যুক্তি দিস্-নে, সাবি। তুই ত জানিস, বাঙালী-হিন্দুর একান্নবর্তী-সংসারের বড়ো ছেলে অথবা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির স্কন্ধে সমগ্র সংসারের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। যে-সময়ে বালিকা-বয়সে মেয়েদের বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সে-সময়ে ঐ দায়িত্ববান ব্যক্তিই সংসারের পুত্র অথবা কন্যার বিবাহে, স্বয়ং দেখা-শুনা ক'রে পাত্রী অথবা পাত্র নির্ধারণ করতেন। পাত্র-পাত্রীর, বর্তমান সময়ের মত, পরস্পরে জানা-চেনার কোন বালাই ছিল না। প্রয়োজনও অনুভূত হ'ত না। কারণ একটি প্রায় শিশু-বালিকা, বধূরূপে স্বামীর সংসারে প্রবেশ ক'রত, নিজেকে সংসারের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের উপযোগী ক'রে গড়ে নেবার মত নমনীয় মন-ভাব নিয়েই।

ময়ত্র এই কারণেই বহু মেয়ের জীবন সুমহান সফলতায় সার্থক হ'য়ে ত।" এই বলিয়া সে বান্ধবীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া ঝঙ্কার লয়া পুনশ্চ কহিল, "এ কি, হাস্‌ছিস যে?"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "হাসছি এই ভেবে যে, তুই যা বলবার য দীর্ঘ ভূমিকা ফেঁদেছিস, আমি তা জানি।"

কণিকা মুখ ভার করিয়া কহিল, "দোহাই তোর, সাবি! আমাকে ষ করতে দে, ভাই।"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "বেশ, শেষ কর্।"

কণিকা বলিতে লাগিল, "আমি এই কথাই বলতে চাই, যে-যুগে য়েরা কিছু না-বুঝে, অভিভাবকদের নির্দেশে চোখ বুজে সংসার-সমুদ্রে প দিত, সে-যুগ ইতোমধ্যে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। এখন শ থেকে পঁচিশ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ হয় না। যে-বয়সে মাদের বিবাহ হয়েছে, সে-বয়সে স্বামীর সংসারের রীতি-নীতি, আচার-বহার অনুযায়ী নিজেদের তৈরি ক'রে নেওয়া সব সময়ে সম্ভবপর হয় । সুতরাং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তুই যে রাতন-প্রথাকে আঁকড়ে ধরেছিস, তার গোড়ায় যে প্রকাণ্ড গলদ য় গেছে, অর্থাৎ আমাদের বয়স যে, গৌরীদান, কন্যাদান-বয়সকে দূরে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছে, তা' ধরতে না পেরেই এমন টিলতার সৃষ্টি করেছিস।"

তরুণী সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "শিশু-প্রায় বালিকা-মেয়ে যদি জেদের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে নিতে পারে, তবে আমাদের বেলায় ' সহজ না হ'য়ে জটিল হবে কেন, কণি?"

কণিকা কহিল, "হবে না? বাঁশগাছ দেখেছিস, সাবি? বাঁশ যখন কচি ও কাঁচা থাকে, তখন অনায়াসেই নুইয়ে ফেলতে পারা যায়। কিন্তু বাঁশ পাক্‌লে আর তা' হবার উপায় থাকে না।"

সাবিত্রী গম্ভীর স্বরে কহিল, "মানুষ, বাঁশ নয়, কণি"

"আহা, তা' কি আর আমি না জানি!" এই বলিয়া কণিকা মুহূর্ত-কয়েক গম্ভীর-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "একটা ছোট গল্প, বলি শোন।"

সাবিত্রী কুতূহলী হইয়া কহিল, "আচ্ছা, বল?"

তরুণী কণিকা কহিল,"আমারই এক আত্মীয়-যুবক একটি আধুনিকাকে বিবাহ করে। আত্মীয়-যুবক ধনী ও পুরাতন বনেদী-বংশের সন্তান। একান্নবর্তী সংসার। সংসারের দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার স্কন্ধে থাকায়, তিনি এই বিবাহে পূর্ণ-সম্মতি দিতে না পারলেও, কনিষ্ঠ ভ্রাতার অত্যধিক আগ্রহ দেখে সম্মতি দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, বিশ-বছরের অতি-আধুনিক-মেয়ে বিবাহের পর শ্বশুর-ঘরে এসে যখন দেখলে, বৃহদায়তন একান্নবর্তী-সংসারে কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, অথবা স্বাধীনতার নাম-গন্ধও নেই, উপরন্তু অন্যান্য পুরমহিলাদের সঙ্গে তা'কে উদয়াস্ত সংসারের জন্য, যে-সংসার তা'র নয়—পরিশ্রম করতে হবে, এতটুকু ইচ্ছা-মত ট্রামে, বাসে অথবা হেঁটে বেড়াবার স্বাধীনতা নেই, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগও নেই, মেয়েটীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কিন্তু কৈ, সে ত তোর কথামত নিজেকে সংসারের দাবী অনুযায়ী গড়ে নিতে পারলে না, সাবি! শেষে কি হ'ল, বল্‌তে পারিস?"

সাবিত্রী মৃদু ব্যঙ্গ-হাস্যে কহিল, "আমি জ্যোতিষী নই, কণি। তুই-ই [?]"

তরুণী কণিকা গম্ভীর স্বরে কহিল, "বেচারা স্বামীর জীবন অশান্তিময় 'য়ে উঠ্‌ল। সে স্ত্রীকে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে, সংসারের [বে]দী-মর্যাদা রক্ষা করতে, নিজেকে সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, [তা]র ইচ্ছানুযায়ী নতুন সংসার পেতে বস্‌ল। ফলে একান্নবর্তী [সং]সারের দৃঢ়-বাঁধনের একটি গ্রন্থি খুলে গিয়ে, সমগ্র পরিবেষ্টনীকে দুর্বল [ক]'রে দিলে।"

সাবিত্রী গম্ভীর স্বরে কহিল, "একটা বিক্ষিপ্ত উদাহরণ দিলেই [প্র]মাণ হয়ে যায় না যে, শিক্ষিতা ও যুবতী মেয়েরা কোন ক্ষেত্রেই [নি]জেদের নতুন ক'রে গড়ে নিতে পারে না।"

কণিকা ম্লান স্বরে কহিল, "তা' সত্য, সাবি। কিন্তু আমি বহু [উ]দাহরণ দিতে পারি, যে অতি-আধুনিক যুবতী মেয়েরা স্বামীর সংসারের [স]ঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে, স্বামীর সঙ্গে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন [হ]'য়ে পড়েছে, তবু নিজেদের নতুন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে [নি]। তা'ই আমি বল্‌তে চাই, সাবি, যে আজ যখন পুরাকালের সে [আ]বহাওয়া আর নেই, তখন জোর ক'রে পুরাতনকে নতুনের সঙ্গে [খা]প খাওয়াতে যাওয়ার মত দুর্ভোগও আর নেই।"

সাবিত্রী ধীর স্বরে কহিল, "আমি দুঃখিত, কণি, যে তোর সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না। একটা অশিক্ষিতা-বালিকা যা পারে, তা' একটি শিক্ষিতা-তরুণী মেয়ে পারে না, এ কথায় আমার শ্রদ্ধা জাগে না, ভাই! অবশ্য কমলদি'র মত যারা স্বেচ্ছাচারিতাকে অতি-আধুনিকতা

ব'লে অভিহিত করেন, তাঁ'দের জাতই আলাদা, ভাই। নইলে যাঁরা সত্যিকার শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষে যে-কোন অবস্থাকে সহ্য ক'রে শ্রদ্ধা করা যত সহজ, তত আর কার দ্বারাই নয়, কণি।"

কণিকা ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "তোর কথাই ধর্। এতবড়ো শঠতা ও মিথ্যাচারের সঙ্গে নিজেকে নতুন ক'রে গড়ে নিতে পারিস?"

তরুণী সাবিত্রীর মুখে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "শুধু আমরাই তা' পারি, কণি। কোন অশিক্ষিত প্রায়-শিশু বালিকার পক্ষে এমন এক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে নিজেকে চালিয়ে নেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর ব্যাপার নয়, কণি। তুই যে-সব আধুনিকা শিক্ষিতা, যুবতী মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিমত দিলি, তা'দেরই একজন হ'য়ে আমি যখন এতটুকুও বিতৃষ্ণা কি বিরাগ মনে পোষণ করছি না, তখন তুই কি বল্বি?"

কণিকা সশ্রদ্ধস্বরে কহিল, "তোর মত মেয়ে লাখের মধ্যে একটিও মেলে না, সাবি। তুই একটা ব্যতিক্রম। আধুনিক তরুণী ও শিক্ষিতা মেয়েরা যদি তোর মত হ'ত, তা' হ'লে, আজ সংসারে, সমাজে যে বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচার দেখা দিয়েছে, তা'র অস্তিত্বই থাকত না।"

সাবিত্রী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "অতি শব্দটাই খারাপ, কণি। আমি তা'ই সব কিছু 'অতি'র ঘোরতর বিরোধী। আমার উচ্চশিক্ষা আমাকে কর্তব্য-জ্ঞান দিয়েছে, আমাকে স্বার্থপর করে নি। তা'ই তোদের কোন যুক্তিই আমার মনে স্থান পাচ্ছে না, ভাই।"

তরুণী কণিকা সাবিত্রীর ম্লানমুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা,

বিত্রী, তুই যে বেহায়ার মত শ্বশুর-বাড়ীর হ'য়ে যুদ্ধ করছিস, তুই ব বল্, তোকে কোন্ আকর্ষণ এরূপ অস্বাভাবিক কাজ করতে রণা দিচ্ছে ?"

সাবিত্রী ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "যদি বলি, আমার স্বামীর আকর্ষণ ?"

"কণিকা দৃঢ়স্বরে কহিল, "তা হ'লে বল্‌ব যে, তুই মিথ্যা কথা ছিস। কারণ কোন সদ্য-বিবাহিতা তরুণী মেয়ে, তা'র স্বামীকে াহের অব্যবহিত পরেই যদি উন্মাদ ব'লে বুঝ্‌তে পারে, তা' হলে ই মেয়ের মনে স্বামীর জন্য কতখানি আকর্ষণ জেগে থাকে, তা'ও আমাকে তোর মুখে শুনে বুঝ্‌তে হবে, সাবি ?"

তরুণী সাবিত্রী কহিল, "কিন্তু সবাকার মন এক নিক্তিতে ওজন রায় কি বিপদ নেই, কণি ? তা' ছাড়া মানুষের মন এমন এক স্ময়কর বস্তুতে তৈরি, যার কোন হদিস্, মানুষ যখন নিজেই পায় না, খন অপরের পক্ষে অনুমান করা কি-রকম ভ্রান্তিকর, সেটুকু বোঝবার দ্ধিও কি তুই হারিয়েছিস, কণি ?"

কণিকা তপ্ত স্বরে কহিল, "তুই যা-কিছু ব'লেই সত্যকে এড়াতে স্ না কেন, সাবি, সত্য একদিন প্রকাশিত হবেই ! তুই এযুগে মডার্ণ-বিত্রী হ'য়ে, জীবনের বিনিময়ে একটা উদাহরণ স্থাপন করতে চাস ট, কিন্তু তা'তে বিশেষ কিছু যে সুবিধা করতে পারবি, আমি ভাবতে রছি না, ভাই।"

সাবিত্রী বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তুই অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কণি।"

"তবে বল্, কোন্ আকর্ষণের জন্য তুই এমন ভাবে আত্ম-বিসর্জন রছিস ?" তরুণী কণিকা দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন করিল।

সাবিত্রী মুহূর্ত-কয়েক নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "তোর জ্বালায় আর পারি নে, ভাই!" এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "ওরে কণি, তুই যদি কখনও মা হ'স্, তবে আমার এই অস্বাভাবিক আকর্ষণের ইতিহাস বুঝ্‌তে পারবি।"

কণিকা হাস্যমুখে কহিল, "ওমা, সতীনের ছেলেকে দেখে, মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছিস না কি, সাবি?"

সাবিত্রীর মুখখানিতে স্নিগ্ধ আভাস স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "ওরে কণি,, তুই যদি আমার সতীনের ছেলেকে দেখতিস্, তা' হ'লে আর তোর মুখে ও-সব বিদ্রূপ বা'র হ'ত না।"

কণিকা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তোর ঐ ভাবপ্রবণতার জন্য নিজের জীবন আহুতি দিবি?"

সাবিত্রী কহিল, "না, ভাই, আর এ বিষয়ে কোন আলোচনায় আমি আনন্দ পাই নে, কণি। দয়া ক'রে অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা কর্, ভাই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না, বোন।"

কণিকা তপ্ত স্বরে কহিল, "তোকে সহ্য করতেও কেউ বল্‌ছে না, সাবি। আমি ও দাদা তোকে এই কথাটাই বোঝাতে চাইছি যে, তোর এ সব সহ্য করবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতুই নেই। যে-ছেলের মা তুই ন'স, সেই ছেলের জন্য তোর জীবনকে অন্যের খেয়াল-আগুনে আহুতি দিতে হবে না। কেন তুই এই সহজ ও সোজা কথাটা বুঝ্‌তে পারছিস না যে, একটা উন্মাদের সঙ্গে কখনও কোন বিবাহ অকৃত্রিম অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে হ'তে পারে না? যা হয়েছে, তা' মস্ত বড়ো একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সাবিত্রী অস্থির কণ্ঠে কহিল, "আমাকে ভাব্‌তে দে, তোরা।
াকে ভাববার সময় দে, কণি। এমনভাবে আমার ওপর শুধু
দিলে আমি ধীর, স্থির ভাবে কিছুই ভাবতে পারি না।" এই
য়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "এটা ত স্বীকার
স কণি, যে মানুষের মনের ওপর কারুর কোন আধিপত্য চলে না।
যা স্বীকার ক'রে নিলে, তা' অস্বীকার করা কি সহজ
ার রে?"

কণিকা মৃদু স্বরে কহিল, "জানি, তুই বাঙলায় এম্-এ, পাশ
ছিস। তোকে কিছু উপদেশ দিতে যাওয়ার মত ধৃষ্টতা আর কিছু
—জানি। তা' হলেও আমি বুঝি যে, মানুষের মন ভুল ক'রে এমন
াক কিছু স্বীকার ক'রে নেয়, অদূর ভবিষ্যতে যা তা'র অস্বীকার না-
ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তুই শুধু এই দিক দিয়ে যদি এই
ারটাকে দেখিস্, যে একজন মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, শঠ ব্যক্তি
ান স্বার্থ-পূরণের জন্য এমন এক হীন-কাজ ক'রে বসেছে, যার
। তোর সমগ্র জীবন......"

অধীর হইয়া বাধা দিয়া সাবিত্রী কহিল, "তুই থাম, ভাই, থাম।
রা কি ভাবিস, কণি, আমি এই দিক দিয়ে ভেবে দেখি নি? কিন্তু
থায় গিয়ে বাধা পেয়েছিস্ জানিস্?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক
নমেষ দৃষ্টিতে কণিকার মুখের উপর চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল,
থাক। তুই বুঝতে পারবি নে। আমি যা' বো াতে চাই, তা'
ার দ্বারা প্রকাশ সম্ভবপর নয়। কোন দিন যদি তোকে দেখাবার
াগ আমার আসে, তখন বুঝিয়ে দেব যে, আমি প্রতারিত হই নি।"

কণিকা আর্তস্বরে কহিল, "প্রতারিত হ'স...

সাবিত্রীর মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। ... মুহূর্ত-কয়েক ... করিয়া কহিল, "দেখ্, আমি নারী হ'য়েও নারীর কাছে যে-ক... বল্‌তে সঙ্কুচিত হচ্ছি, সে-কথা দাদার কাছে বলা চুলোয় যাক, ভা... চলে না, তা'ত বুঝিস, কণি ?"

তরুণী কণিকা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "এমন কি কথা, সাবিত্রী ?"

সাবিত্রী মুহূর্ত-কয়েক চিন্তা করিল। অবশেষে মন স্থির করি... কহিল, "মানুষ সুসভ্য জন্তুতে পরিণত হয়েছে ব'লে গর্ব করে, কি... সে তার আদিম বন্য-ক্ষুধা ভুল্‌তে পারে নি। সমাজ-ব্যবস্থায়, ধর্মে... আইনে, সে যে-ভাবে আপন জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, সেই ভা... বিধি-ব্যবস্থা, অনুশাসন এবং ধারা নির্ধারিত করেছে। তুই যদি... সব বিধি-ব্যবস্থা, অনুশাসন প্রভৃতি অবশ্য-প্রতিপাল্য বিষয়গুলি বিশ্লে... ক'রে দেখিস্, দেখ্‌তে পাবি, যে মানুষ তার বন্য প্রকৃতিগত তৃষা ও ক্ষু... পূরণের জন্য সব-কিছু দিক নিয়ন্ত্রিত করেছে। মানুষের জীবনে... অন্য সকল মহৎ আদর্শের কথা অতি হাল্কা ভাবে ঐ-সব দলিল-প... পুস্তকে উল্লিখিত আছে সত্য, কিন্তু বন্য-ক্ষুধা অর্থাৎ দৈহিক ক্ষুধা-তৃপ্তি... সমর্থনের জন্য ভূরি ভূরি শ্লোক, টীকা, টিপ্পনীর সঙ্গে রচিত হয়েছে। এক... অভিনিবেশের সঙ্গে দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মানুষের আ... অন্য সকল প্রয়োজন গৌণ, আর মুখ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বন্য-ক্ষুধা।"

তরুণী কণিকা কহিল, "বুঝতে পারলাম না।"

সাবিত্রী বলিতে লাগিল, "দৈহিক মিলন, দেহের ক্ষুধাকে এত বড় আসন দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সত্তা মানুষের অন্য ধর্ম সব

উপহাসের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে কোন বিবাহে দৈহিক ক্ষুধা-তৃপ্তির বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা দেখা গেলে, মানুষ আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে, আর সব-কিছু দিক রসাতলে পাঠিয়ে দিয়ে, মাত্র ঐ একটি সম্ভাবনার অজুহাতে, বিবাহ-সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। আবার বিবাহের পর যদি ওরূপ সম্ভাবনা ধরা পড়ে, তখন মানুষ লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবার জন্য আকাশ-পৃথিবী কম্পিত ক'রে তোলে।"

তরুণী কণিকা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তাতে অন্যায় হয় কোনখানে, বান্ধবী?"

সাবিত্রী ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয়, কণি। প্রশ্ন এই যে, আমরা কতটা সুসভ্য হয়েছি? আমরা বন্য-জন্তুর গণ্ডি থেকে কতটা উচ্চে উঠ্‌তে সক্ষম হয়েছি? বন্য-জন্তুরা তা'দের ইচ্ছামত আপনাদের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত ক'রে নেয়। সুসভ্য মানুষের সঙ্গে এইখানেই যেটুকু প্রভেদ দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু আজকাল কমলদি'র দলীয় নর-নারীরা এই সামান্য প্রভেদটুকুও বজায় রাখতে সম্মত নন। তা'রা স্রেফ্, সোজা বন্য-প্রকৃতির সঙ্গে এক ভূমিতে নেমে দাঁড়াতে চান। সভ্য মানুষের ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে বন্য-প্রকৃতিই যদি বিরাজ করে, বন্য-প্রকৃতির দাবি পূরণের জন্য সুসভ্য মানুষও যদি মন লজ্জাকর, আবরণ-হীন উন্মত্ততায় নিজেকে প্রকাশ করতে ষ্ঠিত না হয়, তবে তা'র পক্ষে সহজ সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে, যেখানে তা'র সত্যিকার স্থান সেখানে দাঁড়ানোই কি সমীচীন নয়, কণি?"

কণিকা কহিল, "কিন্তু তুই ত দৈহিক-ধর্মকে অস্বীকার ক
পারিস না, সাবি ?"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "বাজে কথা বলিস নি, কণি। অ
প্রশ্ন এই যে, মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে'ছি, মনরূপ অমূল্য সম্প
অধিকারী যখন শ্রীভগবান করেছেন, তখন আমাদের সকল
সকল প্রচেষ্টা ওই পথেই নিয়োজিত হবে কেন ? কেন আমরা
সব মহান আদর্শকে মুখ্য স্থান দিয়ে, এই ঘৃণিত বৃত্তিকে গৌণ কে
ফেলব না ? কেন, বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখকে শুধু এই ব
প্রাচুর্য অথবা অভাবের উপর ভিত্তি করে বিচার করব ? কেন, মু
মানুষ হ'য়ে, ভগবানের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীবের গরিমাপূর্ণ হয়ে, আম
চিন্তা, আমাদের দৃষ্টি এমন নীচতা এমন জঘন্যতা দ্বারা পূর্ণ হ
কেন, কেন, হবে, ভাই কণিকা ?"

কণিকা দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে কহিল, "সুসভ্য মানুষ সৃষ্টি-তত্ত্বের
জোর দিয়েছে। যদি তা' এমন কিছু দোষেরই হ'ত, তা হ'লে কিছু
তা' দিত না, সাবিত্রী।"

সাবিত্রী ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "দেখ, মনকে চোখ ঠারিসনে, ক
আমি জোর গলায় বলব যে, মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব ব'লে
করলেও, পশুর সঙ্গে তা'র প্রভেদ অতি অল্প কিছুই আছে। মানু
পশু-প্রকৃতি এরূপ প্রবল ও ভয়াবহ, যে মানুষ মানুষকে যত ভয় ক
একটা বন্য জন্তুকে তত করে না। মানুষের লালসা দৃষ্টি থে
আত্মরক্ষা করবার জন্য, কত যে ধর্মের অনুশাসন, সমাজ-বিধি ও
আইনের বিভিন্ন ধারা রচিত হয়েছে, তা'র আর ইয়ত্তা নে

মানুষের সমগ্র সত্তায় এই পশু-প্রকৃতির ছাপ এতটা সুস্পষ্ট, যে ভাবলে আমি ভয়ে, আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে উঠি।"

কণিকা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "সেজন্য যদি কেউ অপরাধী হন, তবে স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তা, সাবিত্রী। কারণ তিনিই মানুষের মনে সৃষ্টির ক্ষুধা সঞ্চারিত করেছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষ......"

সাবিত্রী প্রবলভাবে বাধা দিয়া কহিল, "ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা উচিত, কণি। ভগবান মানুষের মনে সৃষ্টি-ক্ষুধা যে-পরিমাণে দিয়েছেন, ঠিক সেই পরিমাণেই দয়া, করুণা, ধর্ম-ভাব প্রভৃতি মহৎ গুণগুলিও সংক্রামিত করেছেন। কিন্তু আমরা যে-ক্ষুধাটির অনুশীলনের এবং তৃপ্তির ওপর জীবন-মরণ পণ ক'রে বসেছি, তা' একমাত্র বন্য-পশুর পক্ষেই স্বাভাবিক হ'ত, কণি।" এই বলিয়া সাবিত্রী মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "এই যে আমার বিবাহ অসিদ্ধ, আমার বিবাহ বে-আইনী ব'লে তোরা চিৎকার করছিস, ও সবের মূলে সত্যিই কি হীন ইঙ্গিত উকি মারছে না, কণি?"

কণিকা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কি এসব তুই, বলছিস, সাবিত্রী?"

"বলছি, আমার স্বামী অর্ধোন্মাদ, শোকক্ষিপ্ত—শুধু এই অজুহাতেই না আমার বিবাহ অসিদ্ধ হয়েছে? আমার স্বামী অক্ষম, আমার স্বামীর বুদ্ধিবৃত্তি বিকৃত হয়েছে, এই অজুহাতেই না আমার স্বামীকে ত্যাগ করবার জন্য যুক্তিজাল বিস্তার করছিস?" এই বলিয়া সাবিত্রী মুহূর্ত-কয়েক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কণিকার মুখের উপর চাহিয়া রহিল, পুনশ্চ কহিল,

"কিন্তু গলদ বেধেছে কোনখানে জানিস? গলদ বেধেছে আমার
আর প্রবৃত্তি নিয়ে। তোরা যে-আলোকে এই বিশ্বকে দেখছিস, সে
আলোকে আমার দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে আসে। আমি কিছুতেই বুঝ
পারছি না, যে-বিবাহ প্রত্যেকটি পুত, পবিত্র আচার ও অনুষ্ঠানের ভি
দিয়ে হয়েছে, সেই বিবাহ কোনো অজুহাতে, অথবা তোদের কল্পিত অ
একটা জঘন্য ও তুচ্ছ অজুহাতে অস্বীকার করা চলা কি-না! অ
চল্‌লেও, তা' মানুষ-জীবনের সর্ব প্রকার ধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ হবে কি-না?

কণিকা ম্লানস্বরে কহিল, "আমি তোর মত শিক্ষিতও নই, আর বে
মত ভাববার শক্তিও নেই আমার সাবিত্রী। তবে আমাদের সাধা
বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে, মানুষের জীবন যে-সব বস্তুর অভাবে ব্যর্থ হ
যায়, সেই সব বস্তুকে আঁকড়েই আমাদের পড়ে থাকা উচিত। তবে তু
যা' ইঙ্গিত করছিস, সত্য বলতে কি, আমি শুধু তাই ভেবে তোকে নি
করছি না।"

সাবিত্রী ধীরস্বরে কহিল, "আমাদের বাঙ্‌লায় লক্ষ লক্ষ বালিক
বিধবা মেয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে চলেছেন। কে এ
অজমূর্খ আছে যে বল্‌বে, এই সব বালিকার জীবন সর্বরকমে ব্যর্থ হ
গেছে? আমি জানি, তর্ক উঠ্‌বে, প্রত্যেকটি বিধবা-বালিকাই প
জীবন যাপন করতে পারে নি। আমিও স্বীকার করি, পারে নি। এ
না-পারার মূলে দায়ী কা'রা, কণি? দায়ী একমাত্র তা'রাই যা'রা এ
বন্য-পশু-ধর্মকে বড়ো আসন দিয়ে, শাস্ত্রে, ধর্মে, সমাজ-ব্যবস্থায়, আই
কানুনে মুখ্য বস্তুতে পরিণত করেছে।"

তরুণী কণিকা কহিল, "বালবিধবার জীবন ব্যর্থ হয় নি, একথা অ

মন্ত্র কারুর কাছে বলিস না, সাবিত্রী। তা'রা তোকে উপহাস করবে।"

সাবিত্রী গম্ভীর মুখে কহিল, "করবেই ত! তা'দের 'ত পেশাই তা'ই। যারা পশু-ধর্মী জীবন যাপন ক'রে পশুকেও লজ্জা দিচ্ছে, তা'দের মুখে ও-সব উচ্চাঙ্গের কথা বা'র না হ'লেই যে অস্বাভাবিক হবে, কণি?" বলিতে বলিতে সহসা সাবিত্রী উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মুহূর্ত-কয়েক মৌন-দৃষ্টিতে তরুণী কণিকার দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "শোন্, ক'ণি। এই পশু-ধর্ম বর্তমান আধুনিক, সুসভ্য সমাজকে কিরূপ গ্রাস করেছে, তা'র একটা জলন্ত উদাহরণ দিই শোন।"

তরুণী কণিকা সভয়ে কহিল, "জানি না তুমি, এবার কা'র মস্তক চর্বণ করবে। তবু বল, শুনি?"

সাবিত্রী গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "ঘরে দশ বছর বয়সে বিধবা হওয়া হতভাগিনী মেয়ে যখন ব্রহ্মচর্য-জীবন যাপন করবার জন্য আপ্রাণ কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করেছে, তখন এমনও দেখা যায়, সেই হতভাগিনী বিধবা মেয়ের, শিশু ভাই ও বোনে বছর বছর পিতৃগৃহ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে।" বলিতে বলিতে তরুণী সাবিত্রীর সারা মুখভাব ঘৃণা-সমারোহে বিকৃত হইয়া গেল। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "মানুষ কিরূপ পশুধর্মী হ'লে, তবে এমন নীচ ও জঘন্য বৃত্তিসম্পন্ন হ'তে পারে, নিশ্চয়ই তা' ভাবতে পারিস, কণি? গৃহে বালবিধবা মেয়ে একাদশীর দিন যখন নিরম্বু উপবাস করছে, তখন পশুধর্মী মা ও বাপ মৎস্য-মাংস আহার ক'রে নির্বিকার চিত্তে পশুধর্ম পালন ক'রে চলেছে। এর বড়ো ঘৃণিত ও জঘন্য দৃশ্য আর কি হ'তে পারে, ভাই?"

কণিকা বিমূঢ় স্বরে কহিল, "সত্য বল্‌তে কি, আমি কখনও এ দিয়ে এই সমস্যাকে বিচার করি নি, সাবি। কিন্তু তোর কথা মান্‌তে হয়, 'তা' হ'লে………"

সাবিত্রী প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া বাধা দিয়া দ্রুতকণ্ঠে কহিল, না, দোহাই তোর কণি, আমি কারুকে আমার অভিমত মান্‌ ক বলছি না। আমি শুধু এই দিকটাই দেখাতে চাইছি যে, সু অভিমানী বর্ত্তমান নাগরিক-জীবন, আজ সত্যই কোন্ হীন নেমে দাঁড়িয়েছে? সুতরাং তোরা যখন এই একই অজুহাতে আ পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে অস্বীকার করবার জন্য অনুরোধ করিস, ত তোদের দৃষ্টিতে যদিও তা খুব স্বাভাবিক হ'য়ে দেখা দেয়, তবুও তা' তা'নয়, এইটুকুই আমি বল্‌তে চাইছি, ভাই।" এই বলিয়া সে নী হইলেও, কণিকা কোন উত্তর দিল না দেখিয়া, পুনশ্চ কহিল, "দে ক্ষুধা আছে সত্য, কিন্তু মানুষের জীবনে দেহের ক্ষুধাই সবটুকু নয়, বে মানুষের জীবনে এই ক্ষুধা ছাড়াও, বহু সুমহান কর্ত্তব্য রয়েছে। আমি এই একটি ছাড়া অন্য সবগুলি পালন করবার সুযোগ পাই, তবে জীব আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে কেন? বিভিন্নমনা মানুষকে একই হেতু বিচার করা চলে না, কণি। আমার একান্ত অনুরোধ তোর কা বৃথা বাদানুবাদ ক'রে তোর মনে কষ্ট দিতে বাধ্য করিস নে।" বলিয়া সে মৃদু হাস্য করিল ও পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু আর ভাই, আয় দেখি, দাদার পত্র লেখা শেষ হ'ল কি-না!" এই বলি সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কণিকার সহিত ভিতর-মহলে চলি গেল।

(১৫)

কয়েকদিন গত হইল, নরেশ, ভগ্নী সাবিত্রীকে লইয়া কলিকাতার বাড়ীতে তিন মাসের জন্য ছুটি লইয়া বাস করিতে আসিয়াছে। নরেশ ও সাবিত্রীর বন্ধু ও বান্ধবীগণ আসিয়া দেখা করিয়া যাইতে লাগিল। সকলেই সাবিত্রীর দুর্ভাগ্যপূর্ণ বিবাহ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, গভীর সহানুভূতি জানাইয়া, অমন কুটুম্ব ত্যাগ করিবার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নীকে সমভাবে উপদেশ দান করিতে লাগিল।

সাবিত্রী বান্ধবীগণের সহানুভূতি ও উপদেশ নীরবে শ্রবণ করিতেছিল ও পরিশেষে মৃদু হাস্য করিয়া বলিতেছিল, "আমি ভেবে দেখ্‌ব, ভাই।"

কলিকাতায় উপস্থিত হইবার পর দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল, তবুও সাবিত্রী তাহার অতি ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী কমলের সাক্ষাৎ না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, এবং সেদিন কণিকা বেড়াইতে আসিলে, কহিল, "হাঁ রে, কণি, কমলদি' কি কলকাতায় নেই?"

কণিকা সবিস্ময়ে কহিল, "কেন, আছে ত! তিনি কি তোর সঙ্গে দেখা করেন নি, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী ম্লানমুখে কহিল, "কৈ, না ত!"

তরুণী কণিকা মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "কেন দেখা করেন নি, বুঝতে পারছি না ত! তুই কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাস, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী কহিল, "হাঁ, কণি। তাঁর কাছে আমার ইতিহাস বল্‌তে চাই। তিনি আমাকে কি উপদেশ দেন শুন্‌তে চাই।"

"তবে আজ ক্লাবে যাই, চল্। সেখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে ধীর কণ্ঠে কণিকা কহিল।

যথাসময়ে সেদিন সন্ধ্যার পর তরুণী সাবিত্রী ক্লাবে উপস্থিত হইতে সেখানে উপস্থিত বান্ধবীগণ সমস্বরে তাহাকে সাদর আহ্বান জানাইয় তাহার বিবাহরূপ দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহাদের নিরস্ত করিবার কোন উপায় নাই দেখিয় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল। তরুণীগণ আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া যখন বুঝিতে পারিল যে, যাহার প্রতি তাহার সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, শুধু সেই তাহার প্রতিদানে কিছু বলিতেছে না, তখন বীণা নাম্নী একটি বালিকা হাস্যমুখে কহিল, "এইবার আমরা সাবিত্রীদি'র কথা শুনতে চাই।"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "কমলদি' আসেন নি ?"

"এসেছি রে, এসেছি।" বলিতে বলিতে তরুণী কমল হাস্যমুখে দ্রুত-পদে ক্লাবগৃহে প্রবেশ করিল ও কনিষ্ঠা বান্ধবী সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া পুনশ্চ কহিল, "তারপর এ কি শুনছি, সাবি ? তোর নাকি একটা উন্মাদের সঙ্গে বন্ধন-দশা ঘটেচে। সত্যি রে, সাবি ?"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "আমার বন্ধনের আলোচনা পরে হবে। এখন তোমার কথা আমি শুনতে চাই, কমলদি'। তুমি না-কি বিবাহ করেছিলে ?"

কমল মৃদু মধুরস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, "আলট্রা-মডার্ণ মেয়ে কমল বিবাহ করবে, এমন আজগুবি কথা তুই বিশ্বাস করতে পারলি, সাবিত্রী ?"

সাবিত্রী শান্ত কণ্ঠে কহিল, "এই জগতে কোন কিছুতেই ত আশ্চর্য হওয়া চলে না, কমলদি'। তবে যা শুনেছিলাম, তা মিথ্যে?"

কমল কহিল, "আমাকে দেখে কি মনে হয়?"

"মনে হয় যে, তুমি অনেকটা রোগা ও মলিন হ'য়ে গেছ, কমলদি'। সত্যি, তোমার কি কোন অসুখ-বিশুখ করেছিল?" সাবিত্রী আগ্রহ-ভরে প্রশ্ন করিল।

কমল হাস্যমুখে কহিল, "করেছিল। আমি একটা দুর্যোগ কাটিয়ে উঠেছি, সাবি। আচ্ছা, এইবার তোর ইতিহাস বল্?"

সাবিত্রী একবার তাহাদের চারিদিকে সমবেত তরুণীকুলের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি ত মোটরে এসেছ, কমলদি?"

"হাঁ, কিন্তু কেন?" কমল প্রশ্ন করিল।

"তবে চল, আমরা অন্য কোথাও যাই। তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা করবার অনেক কিছু আছে, কমলদি।" এই বলিয়া সাবিত্রী নীরব হইল।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, "বেশ, চল্। আয়" এই বলিয়া সে সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া ক্লাব-গৃহের বাহিরে অপেক্ষমাণ-মোটরের নিকট আসিল, এবং স্বয়ং সোফারের আসনে বসিয়া, সাবিত্রীকে উঠিবার জন্য অনুরোধ করিল।

কমলের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সাবিত্রী, বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "সোফার আসে নি?"

"না। আজকাল আমি নিজেই মোটর চালাই।" বলিতে বলিতে সে মোটর ছাড়িয়া দিল। পুনশ্চ কহিল, "কোথায় যাবি?"

"তোমার বাড়ীতে।" সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল।

কমল মোটরের গতিবেগ বর্ধিত করিয়া দিল। সে কহিল, "গত চার বছরের ভিতর তোর দেহের উন্নতি ঘটেছে, স্বীকার করতেই হবে।"

সাবিত্রী ম্লানস্বরে কহিল, "তেমনি তোমার দৈহিক অবনতিও যে বিস্ময়কর, তা'ও অস্বীকার করবার উপায় নেই, কমলদি'।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক দ্বিধা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "সত্যি বল না, এই গত দীর্ঘ সময় কোথায় কি-ভাবে ছিলে, কমলদি?"

কমল হাসিয়া উঠিল। সে রহস্যময় স্বরে কহিল, "জীবন নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট্ করছিলাম, সাবিত্রী।"

সাবিত্রী কহিল, "কি ফল হ'ল?"

কমল নির্বিকারস্বরে কহিল, "ব্যর্থ হ'লাম।"

সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "তা' হ'লে বিবাহের কথা একদম অমূলক?"

কমল প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়া কহিল, "বারবার একই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার আনন্দ হয় না, সাবি। আচ্ছা, অপেক্ষা কর, আমরা এসে গেছি।" এই বলিয়া সে মোটর গাড়ী-বারান্দায় দাঁড় করাইল।

দুইজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। কমল একজন ভৃত্যকে কহিল, "মোটর এইখানেই থাক। গ্যারেজে যাবে না।" অপর ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিল, "ড্রইংরুমের দ্বার খুলে, আলো জেলে দে, শ্রীপতি।"

সাবিত্রীকে লইয়া কমল তাহার অতি-আধুনিক রুচিতে সজ্জিত ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল ও একজন পরিচারিকাকে কহিল, "দু'কাপ কোকো, আর এক প্লেট খাবার দিতে বল?"

7

পরিচারিকা বাহির হইয়া গেলে, সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তুমি একটুও বদ্‌লাও নি, কমলদি', শুধু দেহে যা-কিছু অল্প পরিবর্তন ঘটেছে।"

কমল সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, "হাঁ, দেহের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, বোন। আমি ব'লেই তা সহ্য করতে পেরেছি, নইলে অন্য কোন মেয়ে হ'লে আর দাঁড়াতে পারত না, সাবি।" এই বলিয়া সে জোর করিয়া মৃদু হাস্য করিল, এবং পুনশ্চ কহিল, "আমার কথা অনেক হয়েছে। এখন বল, তোর কথা শুনি? সত্যিই তুই বিবাহ করেছিস?"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা দুই কাপ গরম কোকো ও এক প্লেট খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। জলযোগ-পর্ব শেষ হইলে কমল কহিল, "নে, এইবার আরম্ভ কর, সাবি।"

সাবিত্রী ধীরে ধীরে তাহার বিবাহের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। পরিশেষে সে যখন তাহার শ্বশুর-কথিত কাহিনী বলিতে লাগিল, কমলের মুখে বিস্ময়-সমারোহ ফুটিয়া উঠিল। সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ অবধি শ্রবণ করিয়া একেবারে হতবাক হইয়া, সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সাবিত্রী কমলের মন্তব্য শুনিবার জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন কিছু শুনিতে পাইল না, তখন সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া পুনশ্চ কহিল, "এ, কি, তুমি কিছু বল্‌ছ না যে, কমলদি'?"

কমল অমানুষিক-শক্তিতে আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "তোর শ্বশুরের নাম কি, সাবিত্রী?"

কমলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সাবিত্রীর বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না।

সে ধীর স্বরে কহিল, "আমার শ্বশুর একজন অত্যন্ত ধনী-জমিদার। তাঁর নাম, শিবশেখরবাবু।"

অকস্মাৎ কমলের মুখ রক্তশূন্য ও বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার দিকে চাহিয়া সাবিত্রী ভয় পাইয়া কহিল, "কি হ'ল, কমলদি? একি, তোমার মুখ যে একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে!"

কমল দুই হাতে বুক চাপিয়া ধীর ও নতস্বরে কহিল, "ওরে, আমি এই বুকের অসুখেই ভুগছি, বোন। একটু অপেক্ষা কর, এখনি আরাম হ'য়ে যাবে।"

সাবিত্রী ভীত ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল। অল্প সময় পরে কমল আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, "আর কোন ভয় নেই, সাবি। গত ছ'মাসকাল যাবৎ এই এক রোগে ভুগছি, বোন। হাঁ, তোর শ্বশুরের নাম আমি শুনেছি। ওঁরা হুগলীর বিখ্যাত জমিদার-বংশ। ওঁর একটি মাত্র পুত্র, না? আহা, ভদ্রলোকের নামটি কি মনে পড়ছে না। হাঁ, করুণাময়, না?"

সাবিত্রী নতমুখে কহিল, "হাঁ, কমলদি।"

কমল মুহূর্ত-কয়েক নীরবে থাকিয়া কহিল, "কোথায় তাঁর প্রথম বিবাহ হয়েছিল, শুনেছিস?"

সাবিত্রী কহিল, "না, কমলদি', তাঁর প্রথম-পক্ষের স্ত্রী যখন মারা গেছে, তখন......"

কমলের স্বরে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "মারা গেছে?"

সাবিত্রী কহিল, "হাঁ, নইলে কি আর ছেলের পুনরায় বিবাহ দেন, কমলদি'। কিন্তু দুঃখ আমার এই যে, আমার স্বামী যখন প্রথম-স্ত্রীর শোকে অর্ধোন্মাদ হ'য়ে আছেন, তখনই তাঁর বিবাহ দিয়েছেন।"

কমল কহিল, "দোষ তাঁদের নয়, সব দোষ তোর, সাবি। তুই যদি বিংশ-শতাব্দীর মধ্যাহ্নে পুরাকালের সাবিত্রী হ'তে যাস্, তবে তোর এমনি সাজা হওয়ারই প্রয়োজন ছিল।" এই বলিয়া কমল ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "প্রথম-পক্ষের কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না-কি রে?"

সাবিত্রী চমকিত হইয়া কহিল, "ও ভগবান, আমি আসল কথা বল্‌তেই ভুলেছি! জান কমলদি', জান, এমন একটি দেব-শিশুকে আমি পেয়েছি, যে আমার সব কিছু দুঃখ-দহনে অমৃত-প্রলেপের কাজ করেছে! কি সুন্দর ছেলে আমার, কমলদি, আমি তা'কে বুকে ধ'রে, প্রথম নিদারুণ-আঘাত সহ্য করেছি। নইলে কিছুতেই পারতাম না।"

কমলের মুখ সহসা অস্বাভাবিকরূপে ম্লান হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ছেলেটী তোর কোলে এসেছিল?"

সাবিত্রীর মুখে অপার্থিব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কোলে এসেছিল! আমাকে তা'র হারাণো-মা মনে ক'রে, কত অভিযোগ যে জানিয়েছিল, কমলদি'! তা' শুনে আমি নিজের সব আঘাত ভুলেছিলাম। আমি শুধু শোভনের জন্যই আবার স্বামী-গৃহে ফিরে যাব। আমার ওপর দয়াময় মদনমোহন যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, আমি কি তা' তুচ্ছ তথাকথিত সুখের জন্য ত্যাগ করতে পারি?

কমল অন্যমনস্ক স্বরে কহিল, "শোভন তোকে তা'র মা' বলে স্বীকার করেছিল?"

সাবিত্রী কহিল, "ঐ যে বল্‌লাম, আমার কাছ থেকে সে তা'র ঠাকুর-মা'র কাছেও যেতে চাইত না। এখানে এসে আমার শাশুড়ীর পত্র

পেলাম, শোভন আমার জন্য কেঁদে কেঁদে অস্থির হচ্ছে। সে অবিরত আমাকে দেখ্‌তে চাইছে। কিছুতেই তা'কে ভুলিয়ে রাখা যাচ্ছে না।"

কমল সহসা উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিল, "তবু তুই যাচ্ছিস না, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী ম্লান হাস্যে কহিল, "কোথায় যাব, কমলদি? দাদা যে কিছুতেই বুঝ্‌তে চাইছেন না। তাঁকে যে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না আমি।"

কমল পুনশ্চ অন্যমনস্ক চিত্তে কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "তোর স্বামী তোকে ভালবাসেন?"

সাবিত্রী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তবে এতক্ষণ তুমি কি শুনলে বল ত? আমার স্বামী উন্মাদ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। অবশ্য সাধারণ পাগলের মত কামড়াতে আসেন না। আমার বিবাহের সময় তিনি হতবাক্‌-অবস্থায় ছিলেন। ফুলশয্যার দিনে সহসা তাঁর মুখে কথা ফোটে। কিন্তু মাত্র একটি বিষয়েই তাঁকে বিলাপ করতে শুনেছি।"

কমল আগ্রহভরে কহিল, "কি বিষয়ে?"

"তাঁর প্রথম-পক্ষের স্ত্রী'র জন্য সে কি করুণ প্রলাপ, কমলদি'! আমার শুনে মনে হ'ল, সেই প্রথমা ভাগ্যবতী না জানি কিরূপ দেবীই ছিলেন! যাঁর জন্য একজন পুরুষ উন্মাদ হ'য়ে পড়েন, তেমন নারী ক'টাই বা এই জগতে আছে, কমলদি'? আমার সব চেয়ে বড়ো দুঃখ এই যে, এমন একনিষ্ঠ প্রেমিকের অভিভাবকরা, তাঁর পুনরায় বিবাহ দিয়ে এমন অতুলনীয় স্বামী-প্রেমকে অপমানিত করেছেন। তিনি যদি আরোগ্যও হন, তখনও যে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না, এর চেয়ে বড়ো সত্যও আর কিছু নেই, কমলদি'।"

কমল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "কিন্তু একজন ম্যাট্রিকুলেট্‌কে বিবাহ ক'রে তুই কি সুখী হবি ?"

"ম্যাট্রিকুলেট্‌!" সবিস্ময়ে সাবিত্রী কহিল, "আমার স্বামী যে ম্যাট্রিক পাশ, এ কথা তুমি কা'র কাছে শুন্‌লে, কমলদি ?"

কমল হতচকিত হইয়া, পরে মৃদু হাস্য করিল। সে কহিল, "শিবশেখরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, সাবিত্রী। একবার তাঁর মুখেই শুনেছিলাম যে, তাঁর ছেলে তিনবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল্‌ ক'রেছেন।"

সাবিত্রীর মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "তা' হ'লে ম্যাট্রিকও নন্‌! তা' ভাল। এমন সৌভাগ্য এই বাঙ্‌লাদেশের কটা মেয়ের ভাগ্যেই বা সম্ভব হয়! আমি তাই এখন ভাবি, যে-সব কোটী কোটী মেয়ের অদৃষ্ট এইভাবে বাপ-মা, অভিভাবকের দল নিয়ন্ত্রিত ক'রে দিয়েছেন, তা'দের মধ্যে আমার মত নারীর সংখ্যা কত ?"

কমল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কহিল, "তোর ছেলে তোর জন্য অবিরত কাঁদছে, কেঁদে কেঁদে যদি অসুখে পড়ে, সাবিত্রী ?"

প্রশ্ন শুনিয়া সাবিত্রী বিস্মিত হইয়া কহিল, "তাঁদের ছেলের যদি অসুখই করে, তবে চিকিৎসার কোন ত্রুটী হবে না, কমলদি'।"

কমল প্রবলবেগে চমকিত হইয়া কহিল, "ওরে, মা-হারা ছেলেটার সম্বন্ধে তুই এমন উদাসীন হস্‌ নি, সাবিত্রী। সত্যি বল্‌তে কি, আমি যদি তুই হতাম, তা' হলে কিছুতেই সে ছেলেকে ছেড়ে——" এই অবধি বলিয়া আচম্বিতে কমল নীরব হইল। তাহার মুখভাব ম্লান

হইয়া গেল। সে দ্রুতকণ্ঠে পুনশ্চ কহিল, "দেখ, কি বল্‌তে কি বল্‌ছি, সাবিত্রী। হাঁ, তারপর আর কি বল্‌বি ?"

সাবিত্রী কহিল, "এখন আমার কর্তব্য কি, কমলদি' ?"

কমল কহিল, "কোন্ বিষয়ে, সাবিত্রী ?"

সাবিত্রী বিস্মিত হইয়াও কহিল, "আমি কি এই বিবাহ অস্বীকার করব ?"

কমল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। সে কহিল, "তা' হলে শোভনের দশা কি হবে ?"

সাবিত্রী বিস্ময়ে বিমূঢ়প্রায় হইয়া কহিল "কি বল্‌ছ, কমলদি ?"

সহসা কমল দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লানস্বরে সে কহিল, "আমাকে মার্জনা কর, সাবিত্রী। আজ আমার দেহ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ভাই। আমি সোফারকে ব'লে দিচ্ছি, সে তোকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।" এই বলিয়া সে একজন পরিচারিকাকে ডাকিয়া কহিল, "দিদিমণিকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে আয়। রণবীরকে বল, দিদিমণিকে মোটরে নিয়ে যেতে।" এই বলিয়া সে সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমাকে মার্জনা করবি ত, ভাই ?"

সাবিত্রী ম্লানস্বরে কহিল, "কি যে বল, কমলদি! আমি আবার কাল এসে তোমাকে দেখে যাব।" এই বলিয়া সাবিত্রী পরিচারিকার সহিত বাহির হইয়া গেল।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পুনশ্চ শোফার উপর উপবেশন করিবার পূর্বে, ড্রইংরুমের আলো নির্বাপিত করিয়া দিল এবং দুই হাতে মুখ চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(১৬)

কয়েক দিন পরে বান্ধবী কণিকা, সাবিত্রীর সহিত দেখা করিতে াসিয়া জানাইল যে, কমল কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত-ানে যাত্রা করিয়াছে।

তরুণী সাবিত্রীর বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সেদিন রাত্রে মলের বাড়ী হইতে ফিরিবার পর, সে উপর্যুপরি কয়েক দিন কমলের হিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করিলেও সফলকাম হয় নাই। দিন রাত্রের কমলের অস্বাভাবিক ব্যবহার সাবিত্রীর মনে বিস্ময়ের দ্রেক করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন হেতুই সে আবিষ্কার করিতে ারে নাই। অবশেষে কমলের কলিকাতা-ত্যাগের কাহিনী শ্রবণ রিয়া, সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "কমলদি যেন আর মাদের সে কমলদি নেই, কণি। তাঁ'র প্রত্যেকটি কথা-বার্তা ও বহাঁর রহস্যাচ্ছন্ন ব'লেই আমার ধারণা হয়েছিল। কে জানে, তাঁ'র হয়েছে!"

কণিকা চিন্তিতস্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই ওঁর জীবনে এমন কিছু পর্যয় ঘটেচে, যা'র ফলে কমলদি'র মত নারীকেও এতখানি রিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব কিয়া পুনশ্চ কহিল, "এখন কমলদি' থাকুন। তোর কি শেষ-সিদ্ধান্ত ল বল্, শুনি?"

সাবিত্রী কহিল, "দাদা কিছুতেই হাসিমুখে সম্মতি দিতে রছেন না।"

১০

কণিকা কহিল, "আর তুমিও দাদার আদেশ হাসিমুখে মান্য করতে পারছ না। কিন্তু কোন্ প্রলোভনে যে তুই একটা পাগলের সংসারে গিন্নী হ'তে চলেছিস্, তা' তুই-ই জানিস্!"

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া কহিল, "ইচ্ছা ক'রে মানুষ যদি বুঝ্তে না চায়, তা'কে বোঝান যায় না। আর জেগে ঘুমাবার ভান করলে তা'কে জাগানও যায় না। তুই জানিস্, আমি কোনো প্রলোভনের বশবর্তী হ'য়ে শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছি না, তুই আরও জানিস যে আমি একমাত্র নিরীহ শিশুর কাতর ক্রন্দন ও ব্যাকুল আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরেই সেখানে যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছি। তবুও আমাকে যদি সম্পূর্ণ এক নতুন দিক থেকে আক্রমণ করতে আসিস তবে আমার কি বলবার থাকে, কণি?"

কণিকা মৃদু ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "সবই বুঝ্লাম! শুধু বুঝলাম না যে একটা পরের ছেলের জন্য এতখানি মমতা, স্নেহ তোর মনে সঞ্চারিত হ'ল কোন্ প্রেরণায়?"

সাবিত্রী কহিল, "ছেলে পরের নয়, কণি। আমার স্বামীর প্রথম-স্ত্রীর পুত্র।"

"ইস্, একবার দরদ দেখো! আমার স্বামীর! জিজ্ঞাসা করি বল্তে তোর জিহ্বায় এতটুকু বাধ্‌ল না, সাবি?" এই বলিয়া কণিকা সাবিত্রীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

সাবিত্রী ম্লান স্বরে কহিল, "আমার আর এই বিষয়ে আলোচনা করতে মন চায় না, কণি। আমি ইতিপূর্বে তোর সঙ্গে এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছি। একই কথা ভিন্ন-ভিন্ন শব্দে উচ্চারণ করতে

ভিন্ন প্রশ্ন অথবা ভিন্ন বিষয় হয়ে যায় না।" এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "দেখ্, শুধু একটা বিষয় মনে রাখিস, কণি। যে-বিবাহ শুধু লালসা-ভিত্তির ওপর নির্ভর ক'রে অনুষ্ঠিত হয়, সে-বিবাহে ক্বচিৎ স্বামী-স্ত্রীতে সুখী হ'তে দেখা যায়। যে-মুহূর্তে লালসা-ক্ষুধা তৃপ্ত হয়, দম্পতী-জীবনে বহু অশান্তিকর মতভেদ দেখা দেয়। লালসা এমনই এক বস্তু, সে নিত্য-নতুনের সন্ধানে উন্মাদ হ'য়ে ছোটে। কিন্তু যে-বিবাহ লালসার ওপর ভিত্তি ক'রে অনুষ্ঠিত হয় না, সে-বিবাহে দম্পতী-জীবন ক্বচিৎ অশান্তিময় হ'য়ে থাকে। তা'ই পুরাকালে মনীষীরা বিবাহ-ব্যবস্থায় অভিভাবকের ওপর পাত্র ও পাত্রী নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর যে-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় সে-বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর মনে ধর্ম-ভাব জাগ্রত হ'য়ে থাকে। ফলে বিবাহ-বন্ধন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরণকাল অটুট থাকে। অন্যদিকে তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলা-মেশার ফলে যে মিলন দেখা দেয়, লালসাই হয় তার মুখ্য ভিত্তি। এই লালসা-জাত বিবাহের ফলে, এ দেশে ও ইউরোপে ডাইভোর্স-কেস এত বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর না, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কণি। দাদা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। তাঁকে বুঝিয়ে, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব হয় আমি হুগলী চলে যাব।"

কণিকা সবিস্ময়ে কহিল, "হুগলী! হুগলী যা'বি কেন?"

সাবিত্রী কহিল, "হুগলীতেই আমার শ্বশুর-বাড়ী। তাঁ'রা বেনারসের বাড়ী থেকে সকলে দেশের বাড়ীতে ফিরেছেন।" এই বলিয়া সে

মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "সত্যি বল্‌ছি, কণি, আমার মন আর এক দণ্ডও এখানে টিকৃছে না। আমার শুধু মনে হচ্ছে, কখন সেই দেব-শিশুর মত শিশু শোভনকে আমার জ্বালাময় বক্ষে চেপে ধরব।"

কণিকা মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "শুধু শোভনকে, না, শোভনের পিতাঠাকুর মহাশয়কেও, সাবি ?"

সাবিত্রী কৃত্রিম কুপিতস্বরে কহিল, "তুই বড়ো অসভ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিস, কণি।"

কণিকা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "খোকনের বাবাকে বুকে······

প্রবলভাবে বাধা দিয়া সাবিত্রী কহিল, "চুপ্ কর্, মুখপুড়ী। দাদা আস্‌ছেন।"

এমন সময়ে নরেশ দ্বারদেশ হইতে 'সাবিত্রী' বলিয়া একবার আহ্বান করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ও তরুণী কণিকার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কহিল, "তুমি এসেছ, কণু? ভাল হয়েচে। আমি তোমাকে সংবাদ দেব, চিন্তা করছিলাম। অরুণবাবু এলেন না যে ?"

কণিকা কহিল, "তিনি কি-একটা কাজে দমদম্ গেছেন, দাদা। তাঁকে কি কোন প্রয়োজন আছে ?"

নরেশ মৃদু ম্লান হাস্যমুখে কহিল, "এমনিই একটু আলাপ-আলোচনা করা যেত, বোন্।" এই বলিয়া সে সাবিত্রীর দিকে একবার চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "সাবিত্রীর অভিমত শুনেছ, কণু? কিছুতেই সে অমন জঘন্য মিথ্যা ও শাঠ্যের প্রতিবাদ করতে সম্মত নয়।

তা ছাড়া সাবি, শ্বশুর-বাড়ী যেতে চায়। আমি এমন ক্ষেত্রে যে কি করি, কিছুতেই স্থির করতে পারছিনে, ভাই।"

কণিকা একবার সাবিত্রীর নত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি সাবির সব কথা শুনেছি, দাদা। ওর দৃঢ় অভিমত এই যে, বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানে যখন এতটুকুও মিথ্যাচরণ হয় নি, তখন বিবাহ কিছুতেই অসিদ্ধ হ'তে পারে না। তা' ছাড়া জোর ক'রে তা' করলে, ধর্ম-বিরুদ্ধ ও নীতি-বিরুদ্ধ কাজ হবে। সেক্ষেত্রে আমি একটা নিবেদন করতে চাই, দাদা। আপনি ওকে শান্তিতে, স্বেচ্ছায় শ্বশুর-বাড়ী যেতে দিন।"

নরেশ চমকিত হইয়া কহিল, "বল কি, কণু? সাবিত্রীকে শ্বশুর-বাড়ী, অর্থাৎ একটা উন্মাদের কাছে পাঠিয়ে দেব? একটা বদ্ধ-পাগলের স্ত্রী-রূপে জীবন কাটানোর দুঃখ যে কতখানি তা' কি তুমি কল্পনা করতে পারো না, কণু?"

তরুণী কণিকা কহিল, "পারি, দাদা। আর পারি বলেই সাবিত্রীকে গত একটা মাস ধ'রে অবিরাম প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, একটা বিষয়ে আমরা ভুল করছি। করুণাময়-বাবু পূর্বে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ছিলেন না, উপরন্তু তিনি প্রথমা স্ত্রীকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসতেন যে, তাঁর মৃত্যু-শোক সহ্য করতে না পেরে, অর্ধোন্মাদ হ'য়ে পড়েছেন। তবেই সাবিত্রীর যত্নে, চেষ্টায় তিনি আরোগ্য হ'য়ে যাবেন, এই আশায় জমিদার শিবশেখর বাবু, চিকিৎসকের পরামর্শে এমন জঘন্য মিথ্যাচরণ করতেও দ্বিধা করেন নি। সুতরাং আমার মনে হয়, সাবিত্রীকে যেতে দেওয়াই ঠিক হবে, দাদা।"

নরেশ একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "আমি যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, কণু। আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে, সাবিত্রীর যথারীতি বিবাহ হয়েছে। আজ যদি সাবি শ্বশুর-বাড়ী যায়, আর কিছু দিন সেখানে কাটিয়ে আসে, তবে ওর আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা থাকবে না। কিন্তু এখন আমি আদালতে নালিস ক'রে এই বিবাহ অসিদ্ধ প্রমাণ করতে পারি। তার পর একটি সৎ ছেলের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দিয়ে চিরসুখী ক'রে দিতে পারি, ভাই। কিন্তু এক্ষেত্রে......"

বাধা দিয়া সাবিত্রী নতস্বরে কহিল, "হিন্দু-মেয়ের বিবাহ দু'বার হয় না, দাদা। যা'রা করে, তাদের হিন্দু-ধর্মের কোন বালাই নেই ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দাদা। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, আমার প্রতিটি পুত, পুণ্য, পবিত্র আচার ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে বিবাহ হয়েছে। আমার শুধু এই দুঃখে মন আলোড়িত হচ্ছে যে, তোমাকে কে দেখবে, ক্ষুধার সময়ে দু'টী অন্ন তোমার মুখের কাছে কে ধরে দেবে?"

নরেশ ম্লান হাস্যে কহিল, "একবার সাবির কথা শোন, কণু। যা'র পিছনে এতগুলো চাকর-চাকরাণী ঘুরছে, তা'কে সময়ে দু'টী খেতে দেবার লোক নেই!" এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল এবং সাবিত্রীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "এখনও সময় আছে, বিশেষ ক'রে ভেবে দেখ, বোন। এখনও তোর পথ মুক্ত আছে। এখনও আমি তোকে নতুন পথে সসম্মানে চালিত করতে পারি। কিন্তু এর পরে কোন উপায়ই থাকবে না। তখন সারা জীবন মাথা কুটে মরে গেলেও, আর পথরেখা দেখতে পাওয়া যাবে না।"

সাবিত্রী নতস্বরে কহিল, "আমাকে তুমি পাঠিয়ে দাও, দাদা।"

নরেশ অকস্মাৎ চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট ইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সাবিত্রীর হাতে দিয়া কহিল, "তোর শুর পত্র আর মোটর পাঠিয়ে দিয়েছেন। পত্রে তোর সপত্নী-পুত্রের সুখ করেছে, জানিয়েছেন। লিখেছেন, শিশু জ্বরের প্রাবল্যে শুধু তাকেই দেখতে চাইছে। তিনি এই আশায় মোটর পাঠিয়ে দিয়েছেন, ন আমি অবিলম্বে তোকে পাঠিয়ে দিই।"

সাবিত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কক্ষ হইতে বাহির ইবার জন্য উদ্যত হইলে, নরেশ পুনশ্চ কহিল, "কোথায় যাচ্ছিস, বি?"

সাবিত্রী অকম্পিত স্বরে কহিল, "কাপড় বদ্‌লাতে, দাদা। আমার ন মিনিটের বেশী বিলম্ব হবে না। তুমি সোফারকে অপেক্ষা করতে ল।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী বাহির হইয়া গেল।

নরেশ হতাশ ভাবে পুনশ্চ পরিত্যক্ত-আসনে উপবেশন করিল এবং ণিকার দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, ণু। আমার স্নেহ-দুলালী সাবিত্রীর অদৃষ্টে এমন দুর্ভোগ লেখা ছিল, মি যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, বোন!"

কণিকা কি বলিবে? যে-বিষয় সে নিজে আন্তরিকভাবে সমর্থন র না, সেই বিষয়ে ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কোন্ সান্ত্বনা দিবে স্থির করিতে না রিয়া, কহিল, "সাময়িক উন্মত্ততা নিরাময় হ'য়েও যেতে পারে, া।"

নরেশ ম্লান স্বরে কহিল, "না'ও পারে, কণু। আমার মন কিছুতেই

বরদাস্ত করতে পারছে না, বোন। সবার ওপর সাবিত্রীকেও নিরস্ত করা গেল না। তাই আমার মনে বারবার এই প্রশ্নই উঠছে, যা'র সুখের জন্য, যা'র অভাব মেটাবার জন্য আমি শুধু অর্থ উপার্জনের চিন্তায় দিবারাত্রি অধীর হয়েছি, আজ আর সে প্রয়োজন আমার কোথায়? আজ আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই আমার। আজ আমি সর্ব রকমে সর্বহারা হ'য়ে পড়লাম, কণু।"

তরুণী কণিকার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সহোদর যে সহোদরাকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসিতে পারে, ইহা তাহার নিকট এক নূতন বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হইল। সে কহিল, "সাবিত্রীকে উচ্চ-শিক্ষা দিয়েছেন। আমার মনে হয়, সাবিত্রী ভুল করছে না, দাদা। সে যে সকল বিষয় বিবেচনা না করে, এমন ভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে, ভাবতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

নরেশ কহিল, "না, আমি আর বাধা দেব না, কণু। আমি সাবিত্রীর মনোভাব কয়েক দিন পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলাম। তা'ই তা'র যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছি।" এই বলিয়া সে কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "যে-সাবিত্রীকে আমি শিশু-বয়স থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, যে-সাবিত্রীর মনের সঙ্গে আমি সম্যকরূপে পরিচিত ভেবে, গর্বের আর অন্ত ছিল না, আজ দেখলাম, আজ বুঝতে পারলাম, সেই সাবিত্রীকে আমি আদৌ চিনতাম না। তা'ই আজ ভাবছি, ভগবান নারী-মন কোন্ সে রহস্যময় বস্তুতে সৃষ্ট করেছেন, যা'র পরিচয়লাভ করা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। সাবিত্রী সুখী হবে, সাবিত্রী রাজরাণী হবে এই আশায় আমি প্রচুর অর্থ সঞ্চিত করে-

ছিলাম। কিন্তু কোন কাজেই লাগল না, কণু। আমার এখন কি মনে হচ্ছে, জান, কণু?"

"আপনি শান্ত হোন, দাদা। আপনি সাবিত্রীকে আশীর্বাদ করুন, তা' হ'লেই সে সুখী হবে।" কণিকা ধরা গলায় কহিল।

এমন সময়ে সাবিত্রী সজ্জিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং অগ্রজকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া, তাহার দু'টী পায়ের উপর কপাল স্পর্শ করিয়া কহিল, "আমাকে তুমি মার্জনা করো, দাদা? তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তবুও আমাকে যেন কি এক অশরীরী-শক্তি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই এই প্রবল আকর্ষণ রোধ করতে পারছিনে, দাদা।"

নরেশ পরম স্নেহভরে সাবিত্রীর দুই হাত ধরিয়া দাঁড় করাইল; পরে কহিল, "আমি রবিবারে তোর শ্বশুর-বাড়ীতে যাব, বোন। তুই, সুখী হ', এই আশীর্বাদ করছি।"

সাবিত্রী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল, সে কহিল, "আমাকে তুমি মার্জনা করো, দাদা।"

"মার্জনা করব, তোকে!" এই বলিয়া নরেশ মৃদু হাস্য করিল।

কণিকার মনে হইল যেন এক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া নরেশের ঠোঁটের উপর ছড়াইয়া পড়িল। নরেশ পুনশ্চ কহিল, "তোর জিনিষপত্র সব মোটরে তুলছে, বোন। নে, আর দেরি করিস নে, ভাই।"

সাবিত্রী কণিকার হাত দুটী ধরিয়া কহিল, "তুইও আমাকে মার্জনা কর্, কণি। আমার দাদাকে যেন ভুলে থাকিস নে, ভাই। মাঝে

মাঝে এসে দেখে যাবি ত রে ?" বলিতে বলিতে সে শিশু-বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নরেশের পশ্চাতে সাবিত্রী ও কণিকা বাহির হইয়া গাড়ী-বারান্দায় উপস্থিত হইল। সাবিত্রী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, তাহার অগ্রজ পূর্ব হইতেই তাহার শ্বশুর-বাড়ী যাত্রাকে অনিবার্য-ঘটনা হিসাবে ধরিয়া লইয়া সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। সে দেখিল, একজন পরিচারিকা তাহার জিনিষপত্র লইয়া মোটরে আরোহণ করিয়াছে।

সাবিত্রী পুনশ্চ অগ্রজকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মোটরে আরোহণ করিল ও কণিকাকে ইঙ্গিতে নিকটে আহ্বান করিয়া নতস্বরে কহিল, "কমলদি'র খবর পেলে আমাকে জানাবি ত, কণি ?"

কণিকা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "জানাবার কোন প্রয়োজন আছে ?"

"আছে।" ম্লানস্বরে সাবিত্রী কহিল, "আমার এই অনুরোধটুকু তুই ভুলিসনে কণি। মনে থাকবে ত রে ?"

কণিকা কহিল, "বেশ। আমি জানাব।"

মোটর ছাড়িয়া দিল। নরেশ আত্মসম্বরণ করিয়া হিমালয়ের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে মোটর বাহির হইয়া গেল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার বসিবার-ঘরে প্রবেশ করিয়া, দুই হাতে মুখ চাপিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল।

নরেশের পশ্চাতে কণিকা আগমন করিয়াছিল। সে তাহাকে এরূপ ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিয়া কহিল, "দাদা, আপনি যদি এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়েন, তাহ'লে......"

বাধা দিয়া নরেশ কহিল, "ওরে বোন, আমি বুঝি সব, জানি সব, তবু মন বাঁধতে পারছিনে। সাবিত্রী ত আমার শুধু বোন ছিল না, তা'কে মাত্র এক বছরের শিশু-বয়সে, আমার দায়িত্বে ফেলে রেখে, আমাদের মা ও বাবা স্বর্গে গিয়েছিলেন। সেই এক বছরের শিশু-মেয়েকে আমি কন্যা-স্নেহে বড়ো ক'রে তুলেছি, শিক্ষা দিয়েছি। শেষে বিবাহের নামে তা'কে এক মিথ্যাবাদীর শাঠ্যের ও প্রতারণার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছি। আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনে যে, আমি সাবিত্রীকে এক উন্মাদের হাতে সমর্পণ করেছি, কণু। ও, ভগবান!"

তরুণী কণিকা কহিল, "আপনিই ত বলেন দাদা, যে শ্রীভগবানের ইচ্ছার ব্যতিক্রম করবার সাধ্য মানুষের নেই। তবে দয়াময়ের ইচ্ছাই যদি পূর্ণ হ'য়ে থাকে, সেজন্য আপনি নিজেকে অপরাধী ভাবছেন কেন, দাদা?"

নরেশ নীরবে রহিল। সে কোন উত্তর দিল না, তা'র উত্তর দিবার সাধ্য ছিল না।

কণিকা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনশ্চ কহিল, "ভগবান কখনও তাঁ'র সন্তানের অমঙ্গল করতে পারেন না, দাদা। তিনি যে সাবিত্রীকে সুখী করবেন, শান্তি দেবেন, তা ভাবা কি এতই শক্ত মনে হচ্ছে, দাদা?"

নরেশ উদাস স্বরে কহিল, "অপরের বিপদে মানুষ উদার কণ্ঠে অনেক কিছুই উপদেশ দিয়ে থাকে, কণু। কিন্তু সে যখন নিজে বিপদে পড়ে, তখন সে উপদেশে কোন ফল দেয় না। আমার

সাবিত্রীর জীবন আমি বিষময় ক'রে তুলেছি, এই কথা আমি যে ভুলতে পারছিনে, কণু।"

এমন সময়ে একজন ভৃত্য প্রবেশ করিয়া কহিল, "একজন বাবু দেখা করতে এসেছেন, হুজুর।"

কণিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আমি আবার আসব, দাদা।" এই বলিয়া সে নরেশকে গড় হইয়া প্রণাম করিল ও কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নরেশ ভৃত্যকে কহিল, "বাবুকে ভিতরে পাঠিয়ে দে।"

ভৃত্য বাহির হইয়া গেল।

(১৭)

তরুণী সাবিত্রীকে লইয়া, প্রসিদ্ধ ধনী-জমিদার শিবশেখর বাবুর সুবৃহৎ ও মূল্যবান মোটরখানি জমিদার-বাড়ীর প্রধান ফটক অতিক্রম করিল। ফটকের সঙ্গীনধারী-প্রহরী জমিদার-বধূকে সসম্ভ্রমে স্যালিয়ুট দিল। মোটর প্রধান ফটক অতিক্রম করিয়া পর পর পাঁচটী দেউড়ি পার হইয়া, অন্দরমহলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল এবং কিছুদূর অবধি অগ্রসর হইয়া একটি মার্বেল-প্রস্তরে নির্মিত অতিকায় দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুইজন পরিচারিকার সহিত স্বয়ং ভবরাণী দেবী অপেক্ষা করিতেছিলেন। সাবিত্রী মোটর হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তিভরে, মহিয়সী মহিলাকে প্রণাম করিল।

ভবরাণী কন্যা-স্নেহে বধূর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "আমি

জানতাম, তুমি না এসে থাকতে পারবে না, বৌমা। তুমি তোমার শোভনকে কিছুতেই ভুলে থাকতে পারবে না।"

সাবিত্রী আগ্রহভরে কহিল, "শোভন কেমন আছে, মা? কোথায় সে?"

ভবরাণী কহিলেন, "শোভন এইবার আরোগ্য হয়ে যাবে, মা; তুমি যখন এসেছ, তখন আর কোন ভয় নেই, বৌমা। এস মা, তোমার শোভনকে দেখবে এস। সে শুধু তোমাকেই খুঁজছে, অবিরাম তোমাকেই ডাকৃছে।"

শাশুড়ীমাতার পশ্চাতে সাবিত্রী অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে লাগিল। সে শ্বশুর-বাড়ীর ঐশ্বর্য ও বিশালত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, মানুষ কিরূপ ধনী ও মর্যাদাশীল হইলে তবে বাস করিবার জন্য এইরূপ বিশাল পরিকল্পনা করিতে পারে? সে দেখিল, তাহাদের গমন-পথের উভয় পার্শ্বে পরিচারিকা-বাহিনী, সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া স্বাগত জানাইতেছে।

প্রায় দশমিনিট কাল শাশুড়ীর সহিত চলিয়া, অবশেষে ত্রিতলের একটি বিশাল শয়ন-কক্ষে সাবিত্রী উপস্থিত হইল। সে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, একটি ক্ষুদ্র খাটের উপর দুগ্ধ-শুভ্র শয্যার উপর শিশু শোভন ঘুমন্ত-পদ্মের মত ম্লান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার রক্তাধর দু'টী থাকিয়া থাকিয়া কম্পিত হইতেছে। শিশু অস্পষ্ট জড়িত স্বরে কিছু বলিবার প্রয়াস পাইতেছে। শোভনের শিয়রে ও পদতলের নিকট দুইজন পরিচারিকা বসিয়া রহিয়াছে। মুহূর্তের ভিতর এই সব

লক্ষ্য করিয়া সাবিত্রী শোভনের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল, এবং তাহার কপাল স্পর্শ করিয়া তাপ অনুভব করিল। বুঝিল, প্রবল জ্বরে শিশু আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ভবরাণী কহিলেন, "আগে একটু মিষ্টিমুখ করবে চল, বৌমা। তারপর খোকার কাছে এসে বসবে।"

সাবিত্রী ধীর-স্বরে প্রতিবাদ জানাইয়া কহিল, "আমি এখন কিছু খাব না, মা। আমি এখন শোভনের কাছে বসি।" এই বলিয়া সে পরিচারিকাদ্বয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।" এই বলিয়া সে একজন পরিচারিকার হাত হইতে বরফের-ব্যাগ লইয়া শিশুর মস্তকে চাপিয়া ধরিল।

ভবরাণী মুহূর্ত-কয়েক নীরবে, সাবিত্রীর নিপুণ হাতের কাজ লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর আধঘণ্টা পরেই চিকিৎসক আসবেন। তখন আমি এসে, তোমাকে পাশের ঘরে নিয়ে যাব, বৌমা।" এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সাবিত্রী শিশুর মস্তকে বরফের স্পর্শ দিতে দিতে, শিয়রের নিকট একটি টেবিলের উপর রক্ষিত শোভনের পীড়ার চার্টখানি বাম হাতে তুলিয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল। সে দেখিয়া চমকিত হইল, যে "হতভাগ্য, মাতৃহারা শিশু দুরন্ত টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

সহসা শোভন জড়িতস্বরে ডাকিল, "মা, মা, তুমি এতেচ?"

"হাঁ, ধন, আমি এসেছি।" বলিতে বলিতে সাবিত্রী শিশুর মুখের উপর নত হইয়া একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিল। কিন্তু তাহার জাগরণের

অথবা জ্ঞানের কোন আভাসই সে দেখিতে পাইল না। সে বুঝিল, শিশু শোভন প্রলাপ বকিতেছে।

শোভন পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "মা, তুমি চলে গেলে কেন? আমাকে ছেড়ে চলে গেলে কেন? আমি আর দুষ্টুমি করব না, মা। তুমি এসো, একটিবার এসো।"

সাবিত্রীর দুই পদ্মসম চক্ষুতে অশ্রুকণা জমাট বাঁধিয়া উঠিল। তাহার মন হাহাকারে পূর্ণ হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল; শিশু শোভনের এই কঠিন পীড়ার জন্য সে-ই একমাত্র দায়ী। সে যদি চলিয়া না যাইত, তবে শিশুর এরূপ কঠিন পীড়া হইত না।

এক সময়ে সাবিত্রী পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া বরফের ব্যাগ পরিবর্তন করিয়া দিবার জন্য আদেশ দিল। পরিচারিকা আদেশ তামিল করিলে, সে পুনশ্চ শিশুর মস্তকে ব্যাগ চাপিয়া ধরিয়া চিন্তা-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সহসা সাবিত্রী দেখিল, তাহার বিকৃত-মস্তিষ্ক স্বামী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। সে কৌতূহলী ও শঙ্কিত হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আপন কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

করুণাময় কোনদিকে না চাহিয়া, শোভনের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অর্থহীন দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে একবার চাহিয়া; দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া শিশুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। সে কয়েক মুহূর্ত একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, সহসা সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "কে তুমি?" এই বলিয়া, সাবিত্রী কোনরূপে সাবধান হইবার পূর্বেই, তাহার মুখের উপর ঘোমটারূপ স্বল্প আচ্ছাদন একেবারে খুলিয়া

দিয়া ক্ষণকাল নিনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কহিল, "কে তুমি ? কৈ এখানে আমি ত তোমাকে চিনি না ! সে কই ? কোথায় সে ? তা'কে ডেকে দাও না, তা' হ'লে আমার সব রোগ সেরে যাবে" এই বলিয়া করুণাময় পুনশ্চ সাবিত্রীর অপলক-দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া মুহূর্তকয়েক চাহিয়া রহিল, পরে অদ্ভুতস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, "শোন, যা'কে ডাকৃছে, আমিও তা'কেই ডাকৃছি। কিন্তু সে-ই শুধু কারুকে ডাকৃছে না। এমন মজা তুমি কখনও দেখেছ ? না, না, দেখনি, নিশ্চয়ই দেখ নি।" এই বলিয়া সে কঠিন দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি যে পাশ করিনি, আর সে এতগুলো পাশ করেছে ! আচ্ছা, পাশ না করলে বুঝি ভালবাসা যায় না ? উঃ মা-গো, কি ঘৃণার সমারোহই না তা'র মুখে দেখেচি ! তুমি দেখ নি, না ? নিশ্চয়ই তুমি তা'র মত পাশ করো নি ! কিন্তু কে তুমি ? কে তুমি ? তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার মন কেন জানি না নরম হয়ে আসে। না, না, তা' হবে না। হ'তে দেব না আমি !" বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী পরম বিস্ময়ভরে চাহিয়াছিল—স্বামী বাহির হইয়া গেলেও সে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে নানা সম্ভাবনার আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতে লাগিল। সে এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিল যে তাহার স্বামীর প্রথমা-স্ত্রী যিনিই কেন হইয়া থাকুন না, তিনি উচ্চ-শিক্ষিতা নারী ছিলেন। তাঁহাকে স্বামী গভীর ভাবে ভালবাসিতেন কিন্তু স্বামীর কোন ডিগ্রী না থাকায়, তিনি স্বামীকে ভালবাসিতে পারেন নাই, উপরন্তু ঘৃণা করিয়াছেন। সাবিত্রী পীড়িত শিশুকে

তুলিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিল, একজন ঘৃণা করিলেও, অপরজন তাহাকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসিতে পারে? ইহা যে কখনও সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা ভাবিতেও সাবিত্রীর শিক্ষিত-মন বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে শিশু শোভন, 'মা, মা' বলিয়া অনুচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলে, সাবিত্রীর বিস্মিত ও বিমূঢ় চিত্ত সজাগ হইয়া উঠিল। সে হাতের বরফ-ব্যাগ শিশুর মস্তকে রাখিয়া কহিল, "এই যে ধন, এই যে আমি।" বলিয়া শিশুর আচ্ছন্ন মুখের উপর মুখ নত করিয়া চাহিয়া, দেখিল যে, শিশু পুনশ্চ জ্বরের প্রাবল্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ভবরাণী দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন এবং কক্ষ-সংলগ্ন একটি বদ্ধ-দ্বার মুক্ত করিয়া কহিলেন, "বৌমা, তুমি ও-ঘরে যাও, ডাক্তারবাবু আসছেন, আমি খোকনের কাছে বসছি।"

সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ বরফ-ব্যাগ শাশুড়ীর হাতে দিয়া পার্শ্ব-কক্ষে চলিয়া গেল। ভবরাণী দেবী বধূর পরিত্যক্ত স্থানে উপবেশন করিলেন।

স্বয়ং জমিদার শিবশেখরের সহিত কলিকাতার দুই জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা অবিলম্বে শিশুকে পরীক্ষা করিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া গেলেন।

শিবশেখর বাবু একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসকগণের পরীক্ষা-কার্য শেষ হইলে, তাঁহাদের ভিতর একজন প্রেস্‌ক্রুপসান্ লিখিতে লাগিলেন, অন্যজন শিবশেখর বাবুকে কহিলেন, "রোগটা দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং একজন ট্রেন্‌ড্-নার্সের প্রয়োজন।

আপনি যদি বলেন, তবে আমরা একজন সর্ব বিষয়ে নিপুণ ও শিক্ষি নার্সকে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

শিবশেখরবাবু গৃহিণীর দিকে একবার চাহিলেন।

ভবরাণী দেবী নতস্বরে কহিলেন, "বৌমাকে একবার জিজ্ঞা ক'রে………"

চিকিৎসক কহিলেন, "আমি এইটুকু বলতে চাই যে, আপনা যে-ভাবেই রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করুন না কেন, তা' হ'লেও একজ শিক্ষিত নার্সের শুশ্রূষার নিকট তা কিছুই নয়। উপরন্তু রোগ সংক্রামক। রোগটা বৃদ্ধি না পায়, সময়ে ঔষধ ও পথ্যের বন্দোব করা, ঘড়িধরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঔষধ সেবন করানো প্রভৃতি শত রকমে খুঁটিনাটি ব্যাপারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একমাত্র নার্সের দ্বারা সম্ভবপর। অবশ্য আমি যাঁ'র কথা বলচি, তাঁর কোন উচ্চ দা নেই। তাঁর——"

শিবশেখরবাবু কহিলেন, "একজন কেন, প্রয়োজন হ'লে একমে জন্য নার্সকে যে-কোন উচ্চবেতনে রাখতেও আমার বিন্দুমাত্র চি করবার কিছু নেই, ডাক্তারবাবু। উত্তম, আপনি একজন নার্সকে পাঠিয়ে দেবেন। তারপর, আমার বৌমা এসেছেন, তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং এসব কাজে অত্যন্ত নিপুণ, তাঁর দ্বারাও………"

চিকিৎসক কহিলেন, "আপনি এই শিশুর মাতার কথা বলছেন?"

শিবশেখর বাবু ম্লান কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ, তবে ইনি বৈমাত্রেয়-মা খোকনের মা স্বর্গারোহণ করেছেন।"

চিকিৎসকগণ একটা সহানুভূতিসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া কম

হইতে বাহির হইয়া গেলেন। শিবশেখর বাবু তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

পরমুহূর্তে সাবিত্রী পার্শ্ব-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল, "নার্সের কোন প্রয়োজন নেই, মা।"

ভবরাণী কহিলেন, "আমাদেরও ইচ্ছা ছিল না, মা। আমি কর্তাকে ইঙ্গিতে সে কথাও বলেছিলাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু কিছুতেই যখন সম্মত হ'লেন না, তখন একজন নার্স পাঠিয়ে দেবার জন্য উনি সম্মতি দিলেন।"

সাবিত্রী কহিল, "এইবার আপনি উঠুন, মা। আমি খোকনের কাছে বস্‌ছি।"

ভবরাণী কহিলেন, "না, বৌমা। তুমি আগে যা-হোক কিছু খেয়ে এস, তারপর তুমি বস্‌বে, মা। আমি তোমার হাতেই, আমাদের বংশের একমাত্র দীপকে অর্পণ করেছি। এই ক্ষীণ আলোটুকুকে জ্বেলে রাখবার সবটুকু দায়িত্বই এখন তোমার, বৌমা।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া, সহসা মুখ তুলিয়া কহিলেন, "করুণার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, বৌমা?"

সাবিত্রী নত চোখে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি কিছু পূর্বে এখানে এসেছিলেন।"

ভবরাণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী পুনশ্চ কহিল, "তিনি শুধু তাঁ'র কথাই বস্‌ছিলেন, মা! তা' ছাড়া আমি কে, এই প্রশ্নও কয়েকবার করেছিলেন।"

ভবরাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "শুধু করুণা ভাল হবে,

ওর মনের মোহ কেটে যাবে, এই আশাতেই না তোমাকে আম প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ঘরে এনেছি? মা সিংহবাহিনীই জানে তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করবেন কি-না!"

সাবিত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বলিবার অনেক বি থাকিলেও, সে কোন কথা বলিল না। তাহার দৃষ্টি সর্বক্ষণ পীড়ি শিশুর উপর নিবদ্ধ ছিল। ভবরাণী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া, অনত্যুচ স্বরে ডাকিলেন, "কে আছিস্ ওখানে?"

ক্ষীরোদা-নাম্নী পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "আ আছি, মা।"

"বৌমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা। বামুন-মা'কে বল্‌বি খাবা দিতে।" এই বলিয়া সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "যাও, মা, কি খেয়ে এস।"

সাবিত্রী বাহির হইয়া গেল।

ভবরাণীর দুই চক্ষুতে অশ্রু-প্রবাহ উথলিয়া উঠিল। তিনি পীড়ি শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া বরফের ব্যাগ মস্তকে ধরিয়া বসি রহিলেন।

(১৮)

পরদিন অপরাহ্নে চিকিৎসকদ্বয়ের সহিত একজন নার্স উপস্থি হইল। নার্সের পোষাকে ভূষিতা দৃশ্যত অপূর্ব সুন্দরী একটি তরুণী মেয়ে চক্ষুতে নীলাভ-গগল্‌স্, ও মুখের উপরি ও নিম্ন-ভাগে ব্যাণ্ডেজ বাঁ অবস্থায়, চিকিৎসকগণের সহিত রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই, দ্রুতপ

শিশুর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং ক্ষণকাল একাগ্র ও তন্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া পীড়িত শিশুকে দেখিতে লাগিল।

ভবরাণী সাবিত্রীকে পার্শ্ব-কক্ষে প্রেরণ করিয়া শিশুর শিয়রে বসিয়াছিলেন। তিনি নার্স-বালিকার মুখের চারিদিকে ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া, স্বামীর দিকে একবার চাহিলেন। শিবশেখর বাবু স্ত্রীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া চিকিৎসককে কহিলেন, "উনি কি পীড়িত?"

একজন চিকিৎসক কহিলেন, "না। তবে হঠাৎ সিঁড়ি থেকে প'ড়ে গিয়ে সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন, প্রায় আরোগ্য হ'য়ে এসেছেন। তা' ছাড়া আমি ওঁর সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, মিস ধীরা দেবীর মত নার্স কলকাতায় আর দ্বিতীয় নেই।"

ভবরাণী দেবীর দিকে একবার চাহিয়া নার্স-বালিকা ধরা গলায় কহিল, "আপনি উঠুন। আইস-ব্যাগ ঠিক মত দেওয়া হচ্ছে না।"

ভবরাণী দেবী উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র, তরুণী নার্স শিশুর শিয়রে বসিয়া, তাহার কপালের উপর সঞ্চিত জলকণাগুলি অতিশয় যত্নে মুছাইয়া দিল। পরে ব্যাগের বরফ পরিবর্তন করিয়া, শিশুর মস্তকে ধরিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল।

চিকিৎসকগণ শিশুকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখভাব দেখিয়া শিশুর অবস্থা বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না।

সর্বরকমে পরীক্ষা-কার্য ও ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা শেষ হইলে, শিবশেখর বাবু কহিলেন, "আজ কি রকম দেখলেন, ডাক্তারবাবু?"

ডাঃ বটব্যাল কহিলেন, "আরও কয়েক দিন কেটে না গেলে কোন অভিমত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। এই শ্রেণীর পীড়ায় শুশ্রূষাই

হচ্ছে, সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।" এই বলিয়া তিনি নার্সের দিকে চাহি কহিলেন, "আশা করি, আপনার ওপর আমরা যে-দায়িত্ব চাপিয়েছি আপনি তা' সম্পূর্ণ পালন করবেন?"

তরুণী নার্স ধীরা কহিল, "এই পবিত্র দায়িত্ব-পালন করতে আমা সাধ্যাতীত শক্তি নিয়োজিত করব, ডাঃ বটব্যাল।"

ইহার পর শিবশেখর বাবু ডাক্তারগণের সহিত বাহির হইয়া গেলেন পরমুহূর্তে তরুণী সাবিত্রী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া, শ্বশ্রূমাতাকে কহিল, "মা, আপনি এবার যান, আমি শোভনের কাছে বসছি।"

ভবরাণী কহিলেন, "সারাদিন, সারা রাত্রি তুমিই ত বসে আছ, মা তুমি এবার একটু বিশ্রাম ক'রে নাও। নার্স রয়েছেন, আর তোমা উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই, বৌমা।"

সাবিত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "না, মা, এ সময়ে আমি শুয়ে থাকতে পারব না। তা' ছাড়া শোভনকে চোখের আড়াল ক'রে আমি শান্তিতে থাকতে পারব না, মা।"

ভবরাণী দেবী আর প্রতিবাদ না করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সাবিত্রী একদৃষ্টে নার্সের কার্যরত হাত দু'খানির দিকে চাহি দাঁড়াইয়া ছিল। এক সময়ে সে কহিল, "আপনার নামটি কী?"

তরুণী নার্স ধরা গলায় কহিল, "ধীরা বসু।"

সাবিত্রী মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "আপনার কি ঠাণ্ডা লেগে গলা ধরেছে?"

"হঁ।" নার্স কহিল।

"আপনার চোখে রঙিন চশমা দিয়েছেন কেন?" সাবিত্রী প্রশ্ন করিল।

"কোন আলো সহ্য হয় না আমার।" নার্স ধরা ও ভারী স্বরে উত্তর দিল।

"মুখেও আঘাত পেয়েছেন?" এই বলিয়া সাবিত্রী মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আপনার পক্ষে অন্যের শুশ্রূষা নেওয়াই প্রয়োজন ছিল, কোন রোগীর শুশ্রূষা করতে আসা উচিত হয় নি।"

তরুণী নার্স মুহূর্ত কয়েক দ্বিধা করিয়া কহিল, "ক্ষুধার জ্বালা ত আপনার জানা নেই, তা'ই ও-কথা অমন সহজে বলতে পারলেন, সাবিত্রী দেবী।"

সাবিত্রী গম্ভীর মুখে কহিল, "এই যে আমার নামটাও দেখছি জেনে নিয়েছেন। বেশ! আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। আপনার বাসের জন্য ঐ পাশের ঘরটা সজ্জিত করা হয়েছে। আপনি একটু বিশ্রাম করুন-গে। আমি ততক্ষণ শোভনের কাছে বসছি।"

তরুণী নার্স গম্ভীর স্বরে কহিল, "আমি বিশ্রাম করবার জন্য এখানে আসি নি, সাবিত্রী দেবী। আমি কাজ করতে এসেছি। আমার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, আমি সেই দায়িত্ব অবহেলা করতে পারি নে।"

তরুণী সাবিত্রীর মন ক্রোধে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর স্বরে কহিল, "আমি দু'বার এক কথা বলি না, ধীরা দেবী। আপনি আমার অনুরোধ শুনেছেন, এখন আশা করি, আপনি তা' অবিলম্বে পালন করবেন।"

তরুণী নার্স মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "আমি আপনার

আদেশ পালন করবার জন্য এখানে আসি নি, সাবিত্রী দেবী। আপনি যদি অন্যায় আচরণ করেন, তবে আপনাকে এখান থেকে চলে যাবার জন্য বলতে বাধ্য হব।"

সাবিত্রীর সকল সংযম সহের বাহিরে চলিয়া গেল। সে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শিবশেখর বাবুর সহিত ডাঃ বটব্যাল পুনশ্চ রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাবিত্রী দ্রুতপদে পার্শ্ব-কক্ষে চলিয়া গেল।

ডাঃ বটব্যাল শিশুকে পরীক্ষা করিয়া পুনশ্চ বাহির হইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলে, নার্স তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাকে যদি সকলের খাম-খেয়ালী আদেশ মান্য ক'রে চল্‌তে হয়, তবে কি-ভাবে আমার দায়িত্ব পালন করব, বলতে পারেন?"

ডাঃ বটব্যাল সবিস্ময়ে একবার শিবশেখর বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আপনি কি বলছেন?"

নার্স বধূ সাবিত্রীর সহিত তাহার বাদানুবাদ কাহিনী বর্ণনা করিলে, শিবশেখর বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, আমি বৌমাকে ব'লে দেব'খন। কি জানেন, তাঁ'র মনে যত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা আশ্রয় করেছে, তত আর কারুর নয়। সুতরাং তিনি যদি খোকনের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকবার জন্য জেদ প্রকাশ ক'রে থাকেন, তা' হ'লে "

বাধা দিয়া ডাঃ বটব্যাল কহিলেন, "দেখুন, স্যর, এটা আপনার বাড়ী এবং পুত্র-বধূও আপনার এবং রোগীও আপনার পৌত্র। কিন্তু রোগটা আপনাদের নয়। সেই রোগকে তাড়াতে যখন আমাদের সাহায্য নিয়েছেন, তখন আমাদের ওপর বিশ্বাস ন্যস্ত না করলে, আমরা

অসহায় হব ! সুতরাং আমি আশা করি, এই শিশুর সেবার ও শুশ্রূষার দায়িত্ব একান্তভাবে, অবশ্য নার্সের আহার ও বিশ্রাম সময় ব্যতীত, তাঁর ওপর না দিলে, উনি এবং অন্য কোন নার্স একটীও মুহূর্ত এখানে থাকতে পারবেন না।"

শিবশেখর বাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বেশ, তাই হবে, ডাঃ বটব্যাল।"

ইহার পর শিবশেখর বাবু ডাক্তারের সহিত বাহির হইয়া গেলেন। পরমুহূর্তে সাবিত্রী পার্শ্ব-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, শোভনের দিকে মুহূর্ত-কয়েক একাগ্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পরে জ্বলন্ত-দৃষ্টিতে একবার নার্সের দিকে চাহিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাবিত্রী কক্ষের বাহিরে যাইবামাত্র তরুণী নার্স কক্ষের দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিয়া, শিশু শোভনের মুখের উপর মুখ দিয়া চুম্বন এবং অশ্রু-বন্যায় শিশুর মুখ ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

শোভন তখন "মা, মা আমাল, তুমি এতো মা, ও-লে আমাল মা !" বলিয়া প্রলাপ বকিতেছিল। তরুণী নার্স তাহার চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া ফেলিল এবং অস্ফুট-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওরে ধন, ওরে শোভন, চেয়ে দেখ, তোর হতভাগিনী মা এসেছে রে, এসেছে !"

শিশুর প্রলাপ তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

তরুণী নার্স শিশুর মুখ হইতে অশ্রু-চিহ্ন মুছাইয়া দিল। পরে তাপ-পরীক্ষক যন্ত্র লইয়া শিশুর দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিল ও রক্ষিত চার্টে লিপিবদ্ধ করিয়া, ঘড়ির দিকে চাহিয়া একগ্লাস ঔষধ শিশুর

মুখে ঢালিয়া দিল। আচ্ছন্ন শিশু চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিল, ডাকিল, "মা!"

"ধন!" এই বলিয়া তরুণী নার্স শিশুর মুখের উপর মুখ নত করিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "ওরে শোভন, চেয়ে দেখ, তোর হতভাগিনী মা, শুধু তোকে ভুলতে না পেরেই আবার ছুটে এসেছে। ওরে, তোর ঐ শিশু-হাতের বাঁধন যে এত দৃঢ়, এত কঠিন, তা' যদি পূর্বে বুঝতে পারতাম, তা' হ'লে আমার সকল অভিমতে জলাঞ্জলি দিয়ে, আমি তোকে নিয়েই থাকতাম, ধন!"

শিশু পুনরায় আচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

এমন সময়ে দ্বারে আঘাতের শব্দে, নার্স দ্রুত হস্তে চক্ষুতে চশমা লাগাইয়া, দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গিয়া, দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, জমিদার-পুত্রবধূ সাবিত্রী কাল-বৈশাখীর মত মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সাবিত্রী নার্সের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, "দ্বার বন্ধ করেছিলেন, কেন?"

"শিশুর তাপ পরীক্ষা করছিলাম।" তরুণী নার্স শুষ্কস্বরে জবাব দিল।

সাবিত্রী কহিল, "সেজন্য দ্বার ভেজিয়ে দিলেই যথেষ্ট হ'ত না-কী?"

নার্স কহিল, "না, হ'ত না। আপনি এমনি ভাবেই দ্বার খুলে শিশুর দেহে ঠাণ্ডা লাগাতেন।"

সাবিত্রী ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনাকে সংযত করিল। সে কহিল, "দ্বার ছেড়ে সরে দাঁড়ান, আমি ভিতরে যাব।"

তরুণী নার্স কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নির্ভীক স্বরে কহিল, "কেন? কি প্রয়োজন আপনার?"

সাবিত্রী দুঃসহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "একজন সাত টাকা দিন-মাহিনার নার্সকে সেজন্য কৈফিয়ত দিতে হবে?"

তরুণী নার্সের দুই চক্ষু মুহূর্তের জন্য রঙিন চশমার অন্তরালে জ্বলিয়া উঠিল। সে নির্ভীক শান্ত স্বরে কহিল, "মাইনের অঙ্কটাই এখানে বড়ো নয়, দায়িত্বটাই বড়ো। আপনাকে আমি মাত্র দু'মিনিটের জন্য শিশুকে দেখে আসবার অনুমতি দিতে পারি।" বলিতে বলিতে সে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

সাবিত্রীর মন ক্রোধে পুড়িয়া যাইতেছিল। সে একবার ভাবিল যে, এইরূপ দাম্ভিকা নার্সের শর্তাধীনে সে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিবে না, কিন্তু শিশু শোভনের আকর্ষণ তাহাকে জোর করিয়া ভিতরে টানিতে লাগিল। সে দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শোভন নিদ্রা যাইতেছে।

সাবিত্রীর পীড়া-চার্টের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল, জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছে। সে শোভনের গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া কহিল, "আইস-ব্যাগ দিচ্ছেন না যে?"

নার্স কহিল, "এই জ্ঞান নিয়েই আপনি রোগীর নার্সিংয়ের ভার নিয়েছিলেন? এত অল্প জ্বরে কি বরফ দেওয়া চলে, সাবিত্রী দেবী?"

"টাইফয়েড রোগে আবশ্যক হতে পারে, এটুকু জ্ঞান শিক্ষিতা নার্সের থাকা আবশ্যক।" এই বলিয়া সাবিত্রী দেবী সরোষে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(১৯)

আরও তিনদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। শোভনের বিপদ-কাল তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। তরুণী নার্স ধীরা দেবীর অনুরোধে তাহার সহকারিণী হিসাবে কাজ করিবার জন্য আর দুইজন নার্স নিযুক্ত হইয়াছে। ফলে সাবিত্রীর পক্ষে দিনে ও রাত্রে দুই-তিনবার দুই-তিন মিনিটের জন্য শোভনকে দেখিয়া আসা ভিন্ন অন্য কোন করণীয় কাজ ছিল না।

সাবিত্রীর মন এক সময়ে তরুণী নার্স ধীরার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি সে তাহার শ্বশুরের নিকট ধীরা দেবীর অভদ্র ব্যবহারের জন্য অভিযোগ পর্যন্ত জানাইয়াছিল। কিন্তু শিবশেখর বাবু তাহাকে এই বলিয়া শান্ত করিয়াছিলেন যে, নার্স তাহারই পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য যখন এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তখন তাহা সহ্য না করিয়া উপায় কী? অবশ্য নার্স যদি অন্য কোন ক্ষেত্রে তাহাকে তিলমাত্রও অসম্মান করিতে সাহসী হইত, তাহা হইলে তিনি দাম্ভিকা নারীকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিতেন।

সাবিত্রী ইহা লক্ষ্য করিল যে, শোভনের পরিচর্যা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ঘটিতেছে না। উপরন্তু আধুনিক নব-সংস্কৃত প্রথায় যে-ভাবে শিশু-শোভনের শুশ্রূষা চলিতেছে, তাহার নিকট সত্যই তাহা অজ্ঞাত তথ্য ছিল। সুতরাং দিনে দুইবার ও রাত্রে একবার করিয়া সে শোভনকে দেখিতে যাইত এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত।

সেদিন অপরাহ্নে শোভনকে দেখিতে আসিয়া, সাবিত্রী তাহার

শয়ন-কক্ষে বসিয়া তাহার অগ্রজকে একখানি পত্র লিখিতেছিল, এমন সময়ে স্বামী করুণাময় সেখানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "কে তুমি? তুমি কি এখানেই থাকবে?"

সাবিত্রী ধীর স্বরে কহিল, "আমি কে আপনি জানেন না?"

করুণাময় কহিল, "না। কে তুমি?"

"আমি আপনার বিবাহিতা ধর্মপত্নী। আমাকে যে বিবাহ ক'রে এনেছেন, তা' কি আপনার মনে নেই?" সাবিত্রী ঈষৎ কম্পিত স্বরে প্রশ্ন করিল।

করুণাময়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "মিথ্যা কথা! আমি তোমাকে বিবাহ করতে যাব কেন? আমার স্ত্রী ত রয়েছেন।"

সাবিত্রী কহিল, "কোথায় তিনি আছেন?"

করুণাময় সহসা হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি জান না? তুমি আমার স্ত্রীকে দেখো নি? আশ্চর্য ত! সে যে আমাকে ঘৃণা ক'রে ছেড়ে চলে গেছে, তা'ও বোধ হয় জান না?"

সাবিত্রী চমকিত হইয়া কহিল, "ঘৃণা ক'রে ছেড়ে চলে গেছেন?"

"হাঁ, হাঁ, হাঁ! কতবার তোমাকে বলব? কিচ্ছু জান না তুমি।" এই বলিয়া করুণাময় হাসিতে লাগিল।

সাবিত্রী নত স্বরে কহিল, "আপনার স্ত্রীর নাম কী?"

করুণাময় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা'ও জান না? জান তুমি কিছুই। রাণী! রাণী! রাণী! আমার স্ত্রীকে আমি রাণী বলে ডাকতাম। তা'কে ভালবাসতামও খুব। কিন্তু কি হ'ল জান?"

সাবিত্রী কহিল, "আপনি বলুন?"

করুণাময় কি ভাবিতে লাগিল। পরে কহিল, "আমি বলব? আর তুমি ফাঁকি দিয়ে শুনে নেবে? না, তা' কিছুতেই হবে না, বন্ধু। কিছুতেই হবে না।" বলিতে বলিতে সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকে তখন তরুণী নার্স ধীরা, শিশু-শোভনের পরিচর্যা করিতেছিল। করুণাময় নির্বিকার মুখে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল ও শিশুর রোগশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইতেই, ধীরা দেবী উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কোন কথা না বলিয়া একান্তে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

করুণাময় ক্ষণকাল একদৃষ্টে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সহসা ধীরা দেবীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "কে তুমি?"

ধীরা দেবী কহিল, "আমি নার্স।"

"নার্স? তার মানে হচ্ছে, শুশ্রূষাকারিণী, না? বাঃ তুমি চমৎকার নার্স ত! এমন তা'র মত গায়ের বর্ণ কোথায় পেলে, নার্স?" করুণাময় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল।

ধীরা দেবী কহিল, "কার কথা আপনি বলছেন?"

করুণাময় হতাশা-ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া কহিল, "দেখ্‌চি তোমরা কেউ জান না তা'কে। আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রীকে দেখেছ তুমি?"

ধীরা দেবী কহিল, "হাঁ, দেখেচি। আপনি সাবিত্রী দেবীর কথা বলছেন ত?"

করুণাময় হাসিয়া উঠিল। কহিল, "কিচ্ছু দেখো নি। আমার স্ত্রীকে আমি 'রাণী' ব'লে ডাকতুম। রাণীর চেয়ে সুন্দরী ছিল। সব

াশগুলো সে করেছিল। আমি একটাও করি নি ব'লে, সে আমাকে গা ক'রে ছেড়ে চলে গেল। আচ্ছা, অত সুন্দরী হ'য়েও অমন পাষাণী য় কি ক'রে বল্‌তে পারো?"

ধীরা দেবী কি ভাবিয়া কহিল, "না, তিনি আপনাকে ঘৃণা ক'রে ন নি।"

করুণাময় অকস্মাৎ তপ্ত হইয়া কহিল, "আলবৎ গেছে! আমি তা'র মুখের দিকে চেয়ে দেখি নি ভেবেছ? তা'র মুখে যে-ঘৃণার রোহ দেখেছিলাম, আমার চোখে তা' আজও অম্লান হ'য়ে আছে।"

ধীরা দেবী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "অনেক সময় চোখ ষকে প্রতারিত করে, অনেক সময় চোখে দেখেও, পরে দেখা যায় ভুল দেখেচে। সুতরাং এমন সহজে কোন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াতে নক কিছু বিপদের আশঙ্কা থাকে।"

করুণাময় তপ্ত স্বরে কহিল, "বক্তৃতা ত দিলে। তবে সে চলে গ কেন?"

ধীরা কহিল, "হয়তো অন্য কারণ ছিল।"

"কি কারণ ছিল, শুনি?" করুণাময় তপ্তস্বরে দাবি করিল।

তরুণী নার্স মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করিয়া কহিল, "আমি কি ক'রে মানে তা' বল্‌ব, বলুন? শত শত কারণের মধ্যে এমনও ত ১ পারে যে, তিনি যা' চেয়েছিলেন, তা' আপনাদের নিকট হতে 'নি? হয়তো তিনি অতি-আধুনিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, পনাদের রক্ষণশীল সংসার তা মেনে নিতে পারে নি। তা'ই দে বাধে, তিনি পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান।"

করুণাময় একদৃষ্টে তরুণী ধীরার দিকে চাহিয়াছিল। সে কহিল "কে তুমি? তুমি কি আমার রাণীকে চেন?"

তরুণী ধীরার মুখ ম্লান হইয়া গেল, সে কহিল, "না, আমি তাঁকে চিনি না। আমার মত একজন হীন নার্সের পক্ষে, তাঁ'র মত অভিজাত নারীকে চেনা কি সম্ভবপর?"

করুণাময় কহিল, "না, তা' নয়। তুমি অনেকটা তা'র মত দেখ্‌তে। শুধু তোমার মুখ যদি তা'র মত হ'ত, তা' হলে......" এই বলিয়া অকস্মাৎ সে দুই হাতে আপন মুখ চাপিয়া হাস্য করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল এবং সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তরুণী ধীরা প্রস্তর-প্রতিমার মত অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া গেল। সে ব্যস্তভাবে প্রাণপণে চক্ষু মর্দন করিয়া, শিশুর নিকট গমন করিল।

শোভন অকাতরে ঘুমাইতেছিল। ধীরা দেবী তাহার চেয়ারে উপবেশন করিয়া চিন্তামগ্ন হইল।

এমন সময়ে ভবরাণী দেবী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি উৎকণ্ঠিত মনে নার্সের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার পুত্র এখানে এসেছিল, মা?"

ধীরা দেবী কহিল, "হাঁ, এসেছিলেন। তিনি খোকাকে দেখে আমি কে জিজ্ঞাসা ক'রে, এই মাত্র একটু আগে চলে গেছেন।"

ভবরাণী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করিলেন, "সে ত তোমাকে কোন কথা বলে নি, মা?"

নার্স ধীরা দেবী কহিল, "না, মা। তিনি আমাকে এমন ান কথা বলেন নি, যার জন্য আমি দুঃখ-বোধ করব।'

ভবরাণীর মন হইতে পাষাণ-চাপ অপসৃত হইল। তিনি ‌:পেক্ষাকৃত সহজ স্বরে কহিলেন, "আজ আমার খোকন কেমন াছে, মা?"

ধীরা দেবী কহিল, "ডাঃ বটব্যাল বলে গেলেন, মা, যদিও সন্ধিক্ষণ ানও কেটে যায় নি, তা' হলেও আর কোন ভয়ের হেতু নেই।"

"তাই বল মা, তাই বল!" বলিতে বলিতে ভবরাণী দেবী উচ্ছ্বসিত ্ইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া ধীরে ধীরে ক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তরুণী নার্স শোভনের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া হল। তাহার চশমা আবৃত আয়ত চক্ষু দুটী হইতে অবিরল ধারায় শ্রু-প্রবাহ নামিয়া আসিতে লাগিল।

কক্ষমধ্যস্থ ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করিয়া পাঁচটা বাজিবার শব্দ হইতে গিল, তখন অন্য একটি তরুণী নার্স কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলে, ‌্রা সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপদে সংলগ্ন-কক্ষে গমন রিল।

অনতিবিলম্বে যখন সে পুনশ্চ কক্ষের ভিতর প্রত্যাবর্তন করিল, ান তাহার মুখের কোন স্থানেই এতটুকুও অশ্রুচিহ্ন ছিল না। সে ভাবিক কণ্ঠে কহিল, "আমি এখন ঘুমাব, মিস্ পালোধি। প্রতিঘণ্টা ্রর টেম্পারেচর্ নিতে আর পর্যায়ক্রমে দু'টী ওষুধ খাওয়াতে যেন াবেন না।"

তরুণী মিস্ পালোধি নম্র স্বরে কহিল, "না, ভুল্‌ব না, ধীরা দেবী।"

"হাঁ, আর এক কথা।" এই বলিয়া তরুণী নার্স মুহূর্ত-কয়েক নীরবে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকিয়া, পুনশ্চ কহিল, "হাঁ, শুনুন শিশু 'মা-মা' ব'লে যদি ডাকে, তবে আমাকে খবর দিতে ভুলবেন না।"

মিস পালোধি বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "শিশু ত ঐ একটিমাত্র প্রলাপই বকে থাকে, ধীরা দেবী? তা ছাড়া আপনি যখন ঘুমাবেন, সে সময়ে…"

নার্স ধীরা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "আপনি কি ভাবেন আমি বিশেষ বিবেচনা না ক'রেই, আপনাকে অনুরোধ করেছি?" এই বলিয়া সে তাহার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিস পালোধি তাহার ডিউটীতে নিযুক্ত হইয়া গেল।

(২০)

নরেশ শিশু-শোভনের পীড়ার অজুহাতে একদিন অন্তর ভগ্নীকে দেখিয়া যাইতেছিল। শিশু-শোভনের দুরন্ত টাইফয়েড্ পীড়া সঙ্কটক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলে, যখন চিকিৎসকের একবাক্যে শিশু জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই বলিয়া দৃঢ় অভিমত ঘোষণা করিলেন তখন জমিদার-বাড়ীতে আনন্দ-কলরব উত্থিত হইল।

সেদিন অপরাহ্ণে নরেশ জমিদার-বাড়ীতে উপস্থিত হইলে জমিদার শিবশেখর বাবু তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন! তিনি নরেশকে এরূপ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানাইলেন যে, নরেশ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে এই লোকটির উপর যে দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

শিবশেখর বাবু সেদিন আহার না করিয়া, নরেশকে ফিরিতে
লেন না।

রাত্রে আহারের পর সাবিত্রী, অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিল।
রেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভগ্নীর মুখের দিকে চাহিলে, সে কহিল,
খোকনের আর কোন ভয় নেই, দাদা।

নরেশ শান্তকণ্ঠে কহিল, "না, নেই।"

ইহার পর সাবিত্রী কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া নীরবে নতমুখে
চাইয়া অঞ্চল-প্রান্ত একটি আঙুলে জড়াইতে লাগিল।

নরেশ মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "নার্স ধীরা দেবী নাকি
প্রাণ-যত্নে শিশুকে রক্ষা করেছেন?"

সাবিত্রী কহিল, "হাঁ। এমন যত্ন মায়েও করতে পারে না, দাদা।
ম প্রথম তাঁর ওপর আমার বিদ্বেষের আর অন্ত ছিল না। কিন্তু
ন আমি ভাবি, তাঁকে যদি না পাওয়া যেত, তা' হলে কি হত!"

নরেশ কহিল, "তাঁর মুখের আঘাত আর চোখের অসুখ এখনও
রোগ্য হয় নি, সাবিত্রী?"

সাবিত্রী কহিল, "না, দাদা। নিশ্চয়ই তাঁর মুখে কোন গুরুতর
ঘাত লেগেছিল। নইলে এতদিনের পরেও যখন তাঁ'র মুখের ব্যাণ্ডেজ
ভাবে রয়েছে, তখন—" এই অবধি বলিয়া সে নীরব হইল।

নরেশ গম্ভীর মুখে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "[illegible] কতদিন
রা থাকবেন?"

"এখন থেকে শুধু ধীরা দেবীই থাকবেন, দাদা। অপর দু'জনকে
দই বিদায় করা হয়েছে।" সাবিত্রী ধীর-স্বরে কহিল।

নরেশ কহিল, "আজ প্রাতে কণিকা এসেছিল, সাবিত্রী। সে তোর জন্য অত্যন্ত উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। সে আমাকে বলবার জন্য অনুরোধ করেছে যে, তোর কমলদি' নাকি কোনো সেবাসদনে কাজ করছেন।"

সাবিত্রী বিস্মিত হইয়া কহিল, "সেবাসদনে! সেবাসদনে কি-কাজ তিনি করছেন, দাদা? তাঁর যা স্বচ্ছল অবস্থা, তা'তে......"এই অবধি বলিয়া সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

নরেশ কহিল, "সেবাসদনে সেবা-ধর্মে জীবন উৎসর্গ করা ভিন্ন আর কি-কাজ তিনি করতে পারেন, সাবিত্রী? তা' ছাড়া তিনি ত আর মাইনের চাকরি করতে যান নি, যে স্বচ্ছলতা, অস্বচ্ছলতার প্রশ্ন উঠ্‌বে, বোন? কিন্তু দুঃখ আমার এই যে, এমন এক অসামান্যা নারী রূপে, গুণে, বিদ্যায় মহীয়সী হ'য়েও শান্ত হ'তে পারলেন না। এমন এক সর্বনাশা নীতির পিছনে তিনি ছুটতে লাগলেন যে, তাঁর সমগ্র সত্তাই চিরসুপ্ত হ'য়ে রইল। দয়াময় ঈশ্বরের যে কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ হ'ল, একমাত্র তিনিই বল্‌তে পারেন!"

সাবিত্রী কহিল, "তাঁর নীতি এমন নিষ্ফল দেখেও, কেন যে তিনি পরিবর্তন করছেন না, আশ্চর্য নয় কি, দাদা?"

নরেশ ধীর স্বরে কহিল, "ভুল ক'রে মানুষ যদি তা'র ভুল বুঝ্‌তে পারত, তবে সে আর ভুলের দুঃখ ভোগ করত না, সাবিত্রী। তোমার কমলদি'র ভুল যেদিন ভাঙবে, সেদিন আর তিনি এমন ব[illegible]তার পিছনে ছুটে বেড়াবেন না। সেই দিনই তিনি শান্ত হবেন, তৃপ্ত হবেন, তাঁ ছোটাছুটির শেষ হবে।"

সাবিত্রী নত স্বরে কহিল, "সব মানুষের সুখ-দুঃখের মানদণ্ড এক নয়, দা। আমরা যা'কে সুখ বলে আঁকড়ে ধরেছি, হয়তো তা'ই-ই পরম ়াগ্য হিসাবে অনেকের মনে হবে। তবেই কে সুখে আছে, আর -ই বা দুঃখ ভোগ করছে, বোঝা কি শক্ত নয়, দাদা ?"

নরেশ কহিল, "হয়তো তোর কথাই ঠিক, বোন। তবে মানুষ সাবে যে-সম্প্রদায়কে আমরা গণ্য করি, সেই সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের ক্টা সর্বজনীন সাধারণ মানদণ্ড আছে। যেমন মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, ়সল্য, সহধর্মিণীর প্রতি অনুরাগ, প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু আছে, যা ্র-বিস্তর সকল মানুষের মনেই প্রায় একই রকম ভাবে অনুভূত হয়ে কে। তেমনি সাধারণ সুখ ও সাধারণ দুঃখ একই ধারায় মানব-ন আলোড়ন তুলে থাকে, সাবিত্রী। অবশ্য বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানুষের বিভিন্ন আধারে যে তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়, প্রমাণিত সত্য তাই। এই রই আমাদের সঙ্গে কমলের প্রভেদ।"

সাবিত্রী কহিল, "তাঁর মন এক অসাধারণ উচ্চস্তরে বিচরণ করে, ই আমরা তাঁকে বুঝতে পারি না, দাদা। তা'ই তাঁর নীতিকে মরা অনেকে ঘৃণা করি, ব্যভিচারী ব'লে ঘৃণায় নাক কুঞ্চিত করি। ন্তু কমলদি'র মত মেয়ে যে স্বেচ্ছায় কোন হীন কাজ করতে পারেন, মি বিশ্বাস করি না।"

নরেশ কহিল, "আমিও করি না, সাবিত্রী। তবে আমরা সাধারণ-রর মানুষ। আমাদের নিকট কেউ যদি বলে, সতীত্ব একটা ংস্কার, তা' হলে আমরা কি তা' বরদাস্ত করতে পারি, বোন ? ামাদের মনে তখন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, একটা চরিত্রহীন,

ব্যভিচারী তা'র মন-ধর্ম সমর্থন করবার জন্য, এই হীন, ঘৃণিত উক্তি রচনা করেছে। কিন্তু আমরা ভেবে দেখি না যে, তা'র মন ইউরোপীয় কদর্য সাহিত্যের ও এক শ্রেণীর চরিত্রহীন নর-নারীদের উদ্ভাবিত জঘন্য-রুচিতে আত্মবিলোপ করেছে। সুতরাং সেই ব্যক্তির প্রতি আমরা উপেক্ষা দেখাতে পারি, কিন্তু তা'কে হীন ও কদর্য উক্তিতে কলঙ্কিত করতে পারি না।"

সাবিত্রী কহিল, "এতখানি উদারতা কি এই ধর্মপ্রবণ দেশের নর-নারীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারো, দাদা ?"

"না, পারি না। আর গোলযোগ বেঁধেছে, এইখানেই। তা'ই কমলকে নিয়ে চারিদিকে এত হৈ চৈ ও হট্টগোল আমরা দেখ্‌তে পাই। তা'ই কমলকে এক শ্রেণীর লোক অতি জঘন্য ও ইতর ভাষায় আক্রমণ করছে। আবার অন্য এক শ্রেণীর নর-নারী তাঁকে সমর্থন করছে। সুতরাং যখন আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, কমলকে সমর্থন করবার নর-নারীরও এ দেশে কোন অভাব নেই, তখন আমাদের উচিত, কমলকে গালাগালি না দিয়ে আমাদের ঘর সামলানো।"

সাবিত্রী কহিল, "কি ভাবে, দাদা ?"

নরেশ করিল, "কমলের নীতি বন্ধ্যা ও ব্যর্থ নীতি। আমাদের হাজার-হাজার বছরের সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেল্‌বে, আমাদের দেশের ধর্মপ্রবণ নর-নারীর মন অসুস্থ ক'রে তুল্‌বে, পবিত্র সংসার-[illegible]তে ঘুণ ধরে খসে খসে পড়বে, এই ভাবে প্রচার ক'রে কমল-[illegible] প্রচার কার্যে বাধা দিয়ে তাদের নীতিকে পিষে মেরে ফেল্‌তে হবে।" এই বলিয়া নরেশ মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "তবে আমার

র হয় এসব কোন কিছুই করতে হবে না, সাবিত্রী। এই ভারতবর্ষে বিধর্মী কর্তৃক বহু প্রকারে বহু অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচারের াত বহিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত যখন হিন্দুধর্ম অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ়য় গেছে, তখন তা' ধ্বংস করবে এই কয়েক জন 'বিপথগামী ণ-তরুণীরা, ভাবতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

সাবিত্রী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "কমলদি'র যুক্তি এই যে, ার হাজার বছর ধরে একটা মিথ্যা চলেছে ব'লেই যে সত্যে পরিণত ব, এ'ও কি একটা কথা! তিনি আরও বলেন, বর্তমান যুগের বহাওয়া, সভ্যতা অনুযায়ী সমাজ ও গৃহ যদি নতুন ক'রে সংস্কার । না হয়, তবে তা'র চেয়ে মূর্খামি আর কিছুই নেই। নর ও নারী য়েরই ক্ষুধা যখন এক, তখন খাদ্য-পরিবেশনে তারতম্য দেখা দেবে ন? তা'ই তিনি পুরুষের সঙ্গে সকল বিষয় চুলচেরা ভাগ ক'রে বার পক্ষপাতী।"

নরেশের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কমল যদি ান যে, হাজার-হাজার বছর ধ'রে যে প্রথায় হিন্দু-সমাজ নিয়ন্ত্রিত য় আসছে, বর্তমান যুগে তা'কে নতুন ভাবে, সময়োপযোগী ক'রে স্কৃত করা প্রয়োজন, তবে আমি কোন প্রতিবাদ জানাব না, সাবি। ব মানুষের জীবন-ধারা ত শুধু একটিমাত্র খাদে প্রবাহিত হয় না, ন! যদি সংস্কার করতেই হয়, তবে সমাজের প্রতিটি অঙ্গকে শষভাবে পরীক্ষা ক'রে, প্রথমে গলদ ধরতে হবে, তারপর, আমাদের ষ্য, চরিত্র এবং মানুষের অন্যান্য ধর্মকে আরও উন্নত, আরও মহান ়র তুলতে পারা যাবে, তেমনভাবে পরিবর্তন করা সমীচীন হবে।

কিন্তু তোর কমল-দলীয় মেয়েদের ত মনুষ্য-জীবনের অন্য 'কোন ধর্মের প্রতি দৃষ্টি নেই, ভাই। তাঁরা শুধু যে-বস্তুর ভোগকাল অতি ক্ষণস্থায়ী যে-বস্তুর তৃপ্তি শুধু একমাত্র ত্যাগেই সম্ভব হয়, সেই বস্তুটির বাধা-শূন্য অবাধ ভোগ-বৃত্তির স্বাধীনতা দাবি ক'রে, বিপথা হ'য়ে পড়েছেন। সংঘাত বেধেছে তা'ই। পশ্চিমা-শিক্ষার বহু মহৎ গুণ থাকা সত্ত্বেও, কমলদল শুধু তা'র হীন অংশটা, যা' অতি সহজে নেওয়া যায় গ্রহণ ক'রে, বড়ো গলায় চিৎকার-ধ্বনি তুলে তাণ্ডব সুরু ক'রে দিয়েছেন। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও, দেশের তরুণ-সমাজের মন কমলদলের নীতিতে যেরূপ প্রবলভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, বর্তমানে তেমন প্রখরতা আর দেখ্‌তে পাই নে। এমন কি বাঙ্‌লা-সাহিত্যের একটা অংশে, এই ত্রাসকারজনক ভাবধারা এরূপ ভয়াল বেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু যে-দাবির ভিতর জীবন-মঙ্গলকর কোন সত্য নিহিত নেই, সেই দাবির অতি-প্রবলতাও ধীরে ধরে হ্রাস পেয়ে মাত্র কয়েক বছরেই এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছে, দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। সাহিত্যে কমলদলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হ'তে—চলেছে, ভাই।"

নরেশ নীরব হইলেও, সাবিত্রী কোন কথা বলিল না। সে নীরবে বসিয়া রহিল। নরেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, "তারপর তোর কমলদলের চুলচেরা ভাগ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে, বোন। প্রথমত সৃষ্টিকর্তা বিধাতা নর ও নারী সৃষ্টির মধ্যে অভ্রান্ত ইঙ্গিতে যে পার্থক্য রেখেছেন, তা'ই কি দাবির হারাহারির পক্ষে

থষ্ট নয়, সাবি ? কমলদলের নীতির ফলে, বর্তমানে একটা অশুভ
:চষ্টা দেখা যাচ্ছে যে, নারীকে পুরুষ-সুলভ কাজে নিযুক্ত করা
চ্ছ। ফলে নারী…………"

বাধা দিয়া সাবিত্রী কহিল, "কিন্তু ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখলে,
মরা কি দেখতে পাই, দাদা ?"

নরেশ গম্ভীর স্বরে কহিল, "ইউরোপের কথা থাক্, ভাই। আমরা
-জাতিকে, যে-সমাজকে চিনি না, তাদের সম্বন্ধে কোন অভিমত
কাশ করা অর্বাচীনের কাজ হবে। আমরা শুধু আমাদের দেশ,
মাদের মা, ভাই, বোনের সম্বন্ধেই মতামত প্রকাশ করতে পারি।
রীর দৈহিক গঠন স্বভাবের বশে এমন কোমল, নারীর মন বিধাতা
ন করুণ বস্তুতে সৃষ্টি করেছেন যে, সেই নারীকে কঠোর দৈহিক
মের কাজে নিযুক্ত ক'রে, আমরা শুধু স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা
রি। ফলে যা অনিবার্য, তা'ই দেখা দেয়, ভাই। নারী-জীবন
রতরে অভিশপ্ত হ'য়ে পড়ে। নারীত্ব, মাতৃত্ব সর্বরকম কোমল ও
বিত্র অনুভূতি শূন্য হ'য়ে, নারী-জীবন হাহাকারে ভরে যায়। আমরা
।মেশ্বরের ইঙ্গিত ও অভিপ্রায় ভুলে গিয়ে, নিজেদের ধ্বংসের দিন
গিয়ে আনি শুধু।"

সাবিত্রীর মুখে মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তোমার
থা কেউ শুনবেন না, দাদা। আজ ক্লাইভ স্ট্রীটের দিকে চেয়ে দেখ,
রুণী নারীরা দলে দলে সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন। তাঁরা………"

নরেশ এক হাত তুলিয়া বাধা দিয়া কহিল, "অপেক্ষা কর, বোন।
।মাকে কথা শেষ করতে দে। আজ যে দলে দলে তরুণী-মেয়েরা

পুরুষের সঙ্গে অফিসের চেয়ারে ভিড় জমাচ্ছেন, তা'র মধ্যে তোমার কমলদলীয়-নীতির কোন প্রভাব নেই। আজ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল, ভাই। পরাধীন ভারতে বিদেশী শাসকের দাবি ও প্রয়োজন মেটাতে, যে-যুদ্ধ আমরা চাই নি, সেই মহা-যুদ্ধের বলি ও অর্থ যোগাতে, এমন নিদারুণ ও ভয়াল পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'ল, যে একটা মহামারী-দুর্ভিক্ষে প্রায় অর্ধ-কোটী নর-নারী-শিশুর জীবন বলি দিতে বাধ্য হ'ল, ভাই। বর্তমানে এই অর্থনৈতিক সমস্যাই নারীকে নিরাপদ গৃহ-কোণ ত্যাগ ক'রে অফিসে অফিসে চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। আজ সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন, দেশের মুক্তি। পরাধীনতারূপ যূপকাষ্ঠ হ'তে মুক্তি। স্বাধীন ভারতে, আমি আজ একটা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রাখচি, কোমল-মতি নারীকে দু'টি উদরান্নের জন্য দশটা পাঁচটা অফিস করতে হবে না। নারী পুনরায় তাঁর যোগ্য-মর্যাদা ও যোগ্য-আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন, দেশের পুরুষ-সম্প্রদায়ও স্বভাবের অনিবার্য অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন।"

সাবিত্রী মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তুমি পুরুষের সঙ্গে নারীর দাবির সমতা অস্বীকার করছ, দাদা?"

"পাগলি!" এই বলিয়া নরেশ স্নিগ্ধ হাস্যে মুখ আলোকিত করিল। সে কহিল, "নারীর ন্যায্য-দাবির সঙ্গে পুরুষের কেন সংঘাত বাধ্‌বে, সাবিত্রী? নারী-জীবন সুমহান সাফল্যে পূর্ণ করতে যে সব বস্তুর প্রয়োজন, পুরুষ-জীবনে সে সবের কোনই সার্থকতা নেই। নারী-জীবন সর্বাঙ্গীণ সার্থকতায় পূর্ণ করতে যে-সব বস্তুর প্রয়োজন সে-সবে পুরুষের কোন প্রয়োজনই নেই। আবার পুরুষ-জীবন সর্বাঙ্গীণ সাফল্যে উন্নীত

াতে যে-সব বস্তুর দরকার, সে-সব জিনিষে নারীর কোন প্রলো॰নই
কৃতে পারে না। তবে নারী পুরুষের কাছ থেকে সব কিছু চুলচেরা
াগ ক'রে নেবে, একথার অর্থ বোঝা শক্ত নয় কি, সাবিত্রী ?"

সাবিত্রী হাস্যমুখে কহিল, "কমলদি'-দলীয় মেয়েরা নারী-দেহের
ামলতা ও অন্যান্য বৃত্তিকে ঘৃণার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন,
া। এমনই অদৃষ্টের পরিহাস যে, তাঁ'রা পুরুষকে সর্বরকমে অনুকরণ
'রে, পুরুষকেই ঘৃণা করতে চায়। আজকাল পথে, ট্রামে, বাসে
ণী-মেয়েরা পুরুষালী ধরণে চলাফেরা করেন, অথচ পুরুষকে ঘৃণা
রেন। এই বিপরীত-ধর্মী প্রথার প্রতি আমি কমলদি'র দৃষ্টি আকর্ষণ
রেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন যে,
াজকাল তরুণেরা যদি তরুণী-মেয়ের মত হাবভাব, বেশ-ভূষায় তরুণী-
লভ কোমল-ভাবের অনুকরণ করে, তবে মেয়েরাই বা পিছনে প'ড়ে
কবে কেন ?"

নরেশের মুখে বেদনাতুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এসব আলো-
া বিশদভাবে তোর কাছে করা চলে না, সাবিত্রী। একবার পুরীতে
কটি এম-এ, পাশ-করা দম্পতীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সেই এম-এ,
শ করা তরুণী মেয়েটী তাঁ'র হোস্টেল-জীবন সম্বন্ধে যে-সব রোমাঞ্চকর-
্য কাহিনী বলেছিলেন, তা' স্মরণ হ'লেও আমি ঘৃণায় জরজর হ'য়ে
ই। ভাবি, প্রয়োজন ছিল কি এরূপ উচ্চশিক্ষার ? যে-শিক্ষায় নারী-মন
রূপ দুর্বল ও অসহায় হ'য়ে পড়ে, নারী আপনাকে হারিয়ে ফেলে,
ারী অশান্ত হ'য়ে ওঠে, তেমন শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের দিন
হকাল পূর্বে অতীত হ'য়ে গেছে। দেশের মনীষীরা, যাঁ'রা আমাদের

ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁরাই শুধু মা-জা... অধঃপতনের দিকটা উপেক্ষা ক'রে চলছেন. ভাবতেও আমি বেদনা বোধ করি, ভাই। জানি না কবে সেই শুভদিন আসবে, যে-দিন দেশের তরুণ-তরুণীরা শিক্ষায়, দীক্ষায় শান্ত ও সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে, চরিত্রবলে বাঙ্‌লার ছেলে-মেয়েরা সমগ্র জগতে আদর্শস্থানীয় হবে, দিকে দিকে বাঙ্‌লার ছেলে-মেয়েদের মহান আদর্শ, মহান চরিত্রেরই গাথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌বে !

সাবিত্রীর আয়ত চক্ষু দু'টিতে সশ্রদ্ধ ভাবাবেশ ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "দেশ কবে স্বাধীন হবে সেজন্য অপেক্ষা না ক'রে, আমরা ত অবিলম্বেই শিক্ষা-ধারার পরিবর্তন করতে পারি, দাদা ?"

নরেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হয় তো পারি, ভাই। কিন্তু কেন যে তবু হচ্ছে না, সে-প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না, বোন। হয় তো যাঁ'দের শিরে এই দায়িত্ব ভার আছে, তাঁরা আমাদের মত আতঙ্কিত হন নি। হয় তো তাঁরা ঠিক পথেই চলেছেন। কিন্তু আর না, এইবার আমি উঠি ভাই।"

সাবিত্রী কহিল, "আবার কবে আসবে, দাদা ?"

নরেশ চিন্তিত স্বরে কহিল, "আমার ছুটি আর মাত্র একটি মাস অবশিষ্ট আছে, বোন। আমি এই সময়টা কলকাতাতেই থেকে যাব—মনস্থ করেছি। আশা করি, এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর তুই মনস্থির করতে পারবি, সাবিত্রী। শিশু শোভন আরোগ্য হ'বার পরে, তোর ওখানে থাকবার দায়িত্বও শেষ হয়ে যাবে। আমিও সেই সময়ে তোর শ্বশুরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করব, বোন।"

নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রী, অগ্রজকে গড় হইয়া প্রণাম য়া কহিল, "পরশু দিন ত আসবে, দাদা?"

"আস্‌ব।" বলিয়া নরেশ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। সাবিত্রী -শোভনের সংবাদ লইবার জন্য দ্রুতপদে তাহার কক্ষ অভিমুখে গমন রতে লাগিল।

(২১)

শিশু শোভনের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। সেদিন তরুণী নার্স ধীরা ী কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া, শিশুকে গরম জলে স্পঞ্জ ায়া দিতেছিল। শোভন কিছু সময় ধীরার মুখের দিকে চাহিয়া কিয়া এক সময়ে কহিল, "আমাল মা কোতায়?"

নার্স ধরা গলায় কহিল, "তোমার মা'কে মনে আছে, ধন?"

শোভন কহিল, "আমাল মা'কে তুমি দেখো নি?" এই বলিয়া মুহূর্ত-দুই নার্সের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, ামাল তস্‌মাটা একবার খোল ত, দেখি?"

তরুণী নার্স সচকিত হইয়া কহিল, "কি দেখ্‌বে, ধন?"

"তোমাকে দেখ্‌ব। খোল না!" শোভন আগ্রহভরে হল।

তরুণী নার্স একবার সচকিতে বন্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া, তাহার চক্ষু তে রঙিন চস্‌মা মুক্ত করিয়া, শোভনের দিকে চাহিলে, শিশু শোভন ই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তরুণী নার্সের দিকে কয়েক মুহূর্ত চাহিয়া হল, পরে একটা অস্বচ্ছ দুঃসহ উল্লাসভরা চিৎকার করিয়া দুই

শিশু-হাত প্রসারিত করিয়া তরুণী নার্সের বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়া কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল। ক্ষণকাল শিশুর মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইতে চাহিল না। পরে সে তরুণীর মুখে মুখ রাখিয়া সাশ্রুনয়নে চাহিয়া কহিল, "ওলে আমাল থত্যিকাল মা-লে! ওলে আমাল থত্যিকাল মালে!"

নার্সরূপী কমল, একদিন যে পুত্রকে ত্যাগ করিয়া যাইতেও তাহার বাধে নাই, সেই পুত্রের কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া, তাহাকে যে এরূপ ছলনার আশ্রয় লইয়াও ছুটিয়া আসিতে হইবে, পুত্রস্নেহ যে মাতার বক্ষে এরূপ প্রবল বন্যা-প্রবাহের মত প্রবাহিত হইবে, কিছুদিন পূর্বেও কল্পনা করিতে পারিত না। সে পুত্রকে প্রবল আবেগভরে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের উপর মুখ দিয়া অজস্র চুম্বনে শিশুমুখ ছাইয়া দিতে লাগিল। তাহার দুই কমল-নয়ন হইতে, স্নেহ-ধারা অশ্রুধারারূপে বাহির হইয়া, দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত করিয়া দিল।

দুর্বল শিশু মাতার এইরূপ প্রবল উচ্ছ্বাস সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল, "ওলে, ম'লে গেলুম-লে, মা! ও মা থেলে দাও, আমি দে ম'লে গেলুম লে, মা!"

কমলের প্রবল ভূকম্পনের মত স্নেহোচ্ছ্বাস রুগ্ন পুত্রের কথায় সহসা স্তব্ধ হইয়া পড়িল। তাহার উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে মুখের ছদ্ম-ব্যাণ্ডেজ খসিয়া পড়িয়াছিল। সে পুত্রকে আপনার বক্ষে ধরিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। সহসা সে মুখ ফিরাইতেই দেখিল যে, কখন নিঃশব্দ-পদে স্বামী করুণাময় কক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। কমল আপনাকে গোপন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া, পূর্ণ দৃষ্টিতে

র মুখের দিকে চাহিতে দেখিল, স্বামীর দৃষ্টিতে উন্মত্ততার চিহ্নমাত্র । তাহার দৃষ্টি অর্থময় ও নির্নিমেষ হইয়া রহিয়াছে।

কমলের কথা কহিবার শক্তি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। সে কিছু বার চেষ্টা মাত্রও না করিয়া, নিদ্রিত শোভনকে শয্যার উপর শয়ন ইয়া দিল ও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অকস্মাৎ কমলকে বিস্মিত করিয়া, করুণাময় সহজ ও স্বাভাবিক স্বরে ল, "কমল, তুমি এসেছ? যদি এসেছ, বল আর ফিরে যাবে না ? বল কমল, আমাকে তুমি মার্জনা করেছ?" বলিতে বলিতে াময় কমলের একখানি হাত তাহার দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চ কহিল, "বল কমল, বল, আমাকে তুমি মার্জনা করেছ?"

কমল সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি তবে উন্মাদ হও নি?"

করুণাময় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "উন্মাদ হয়েছিলাম না জানি না, কমল। তবে তোমার জন্য আমি বুদ্ধি, বিবেচনা, ন্যায়, ায় সকল বোধ-শক্তি হারিয়েছিলাম। তুমি, শুধু তুমি আমার মনের কোঠা আলো ক'রে বসেছিলে। আমি শুধু তোমার ধ্যানেই জকে লুপ্ত করেছিলাম।"

কমল গম্ভীরস্বরে কহিল, "তুমি আবার বিবাহ করেছ?"

"হাঁ, করেছি, কমল। কিন্তু একটি দিনের জন্যও সে হতভাগী স্ত্রীর ধিকার পায় নি। আমার মন সর্বক্ষণ তোমার অভাবেই অনুভূতি-শূন্য া পড়েছিল। বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিনটির পূর্বে পর্যন্ত কোন কথা ার স্মরণ ছিল না। একথা সত্য যে, আমি পিতৃ-আদেশে া এক তরুণী মেয়ের সর্বনাশ করেছি, সে চিন্তা বিবাহের পরে আমার

মস্তিষ্ককে একেবারে বিকল-প্রায় ক'রে দিয়েছিল। কমল, আমি জানি, তোমার উপযুক্ত আমি নই। আমি জানি, তোমায় [illegible] প্রতারণা করেছি, কিন্তু কমল, তোমাকে আমি এরূপ গভীরভাবে ভালবাসি, জগতের কোন পুরুষ কোন নারীকে এমন ভাবে ভালবাসে না।"

কমল নীরস স্বরে কহিল, "তুমি এমন এক তরুণীর সর্বনাশ করেছ, যিনি আমার অভিন্ন-হৃদয়া বান্ধবী। তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ, আবার পিতার আদেশে অন্য এক নারীর সর্বনাশ করেছ। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, যে ব্যক্তি এমন ভাবে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ক'রে দু'টী নারীর সর্বনাশ করতে পারে, সে ব্যক্তি কি কারুকে সত্যিকার ভালবাসতে পারে?"

"পারে, কমলদি, পারে।" বলিতে বলিতে তরুণী সাবিত্রী সস্মিত মুখে কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। পরে প্রথমে স্বামীকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া, কমলকে প্রণাম করিতে গেলে, সে তাহাকে পরম-স্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।

সাবিত্রী আলিঙ্গন-মুক্ত হইয়া পুনশ্চ কহিল, "তোমার অভাবে যে উনি উন্মাদ হয়ে পড়েছিলেন, বিবাহের পরেই সে-সন্দেহ আমার [illegible]ন জাগে, কমলদি'। পরে যেদিন তুমি আমার বিবাহের ইতিহাস [illegible]র বিমূঢ় হ'য়ে পড়ো, সেই দিনই আমার সন্দেহ বাস্তবরূপ গ্রহণ করে। অবশ্য নার্সরূপে তোমাকে প্রথম দিন আমি চিনতে পারি নি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আর কোন সন্দেহই আমার থাকে না। আমি ওঁকে বলি, তুমি এসেছ, উনি তা'ই প্রত্যহ কয়েকবার এসে পুত্রকে আর তোমাকে দেখে যেতেন। ওঁর মস্তিষ্ক আমাদের বিবাহের দিন হ'তেই সুস্থ হয়েছে,

জানতে পেরেছি, কমলদি'। উনি আমার কাছে মার্জনা চেয়ে মহত্ত্ব
য়েছেন। আমি এমন একটি দিনের জন্য এতদিন সাগ্রহে প্রতীক্ষা
লাম। আজ দয়াময় ঈশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন।"
লিয়া সাবিত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মলও নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল,
টা নারীর জীবন ধ্বংস করবার কোন অধিকার তোমার ছিল না।
বিশ্বাস করি, তুমি আমাকে ভালবাস। আমাকে ভালবাস—অর্থে
দি, আমার এই দেহটার প্রবল আকর্ষণের ফলেই, তুমি বিকল
হ'য়ে পড়েছিলে তবেই সত্য বলা হয়,। কিন্তু আমি যে
চই বুঝ্‌তে পারছি না যে, তুমি দু'জন স্ত্রী নিয়ে কি করবে?"

াবিত্রী সস্মিত মুখে কহিল, "দু'জন স্ত্রী ত ওঁর নয়, কমলদি'।
ার স্ত্রী ওঁর একটি। আমি এবার সকল দায়িত্ব-শূন্য হ'য়ে বিদায়
কমলদি'। দোহাই তোমার, কোন প্রতিবাদ ক'রো না। কারণ
ত জান, উনি স্বেচ্ছায় আমাকে বিবাহ করেন নি। সুতরাং
র খোকনের দায়িত্ব তুমি নাও, কমলদি'। আমি এবার মুক্তির
া ফেলে বাঁচি!"

মল স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখে বেদনার আভাস
ইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে স্বামীকে কহিল, "তোমার ক
কবারের জন্যও কি একটা সত্য উক্তি প্রত্যাশা করতে পারি?

রুণাময় ম্লান স্বরে কহিল, "কি, বল?"

মল কহিল, "সাবিত্রীকে কি তুমি যথারীতি মন্ত্র-উচ্চারণ ক'রে
করো নি?"

করুণাময় নত ও ম্লান মুখে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, "সত্য কথাই বল্‌ব, কমল। আমি তোমাকে হারাবার দিন হ'তে পূর্ণ উন্মাদ হ'য়ে পড়েছিলাম সত্য, কিন্তু বিবাহের দিনে আবার আমি জ্ঞান ফিরে পাই। পিতার আদেশ, আমার নিকট সর্ব সময়ে অলঙ্ঘনীয়। সত্ত্বেও আমি বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হ'বার পূর্বে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছিলাম যে, বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করব না, কারণ অন্য কোন নারীকে আমি আর গ্রহণ করতে পারব না। কিন্তু......" এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল।

সাবিত্রী ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিল, "কিন্তু কি বলুন?"

সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া করুণাময় কহিল, "কিন্তু বিবাহ-সভায় তোমার মুখখানি দেখে আমার প্রতিজ্ঞা কোথায় যে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল, কিছুই স্থির করতে পারলাম না। আমি মনে মনে বিবাহের প্রতিটি মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে যথারীতি তোমাকে বিবাহ করেছি, সাবিত্রী।"

কমল মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "যাক্, আর আমার ভাববার কিছু নেই।" এই বলিয়া সে ঘুমন্ত-শিশুর দিকে একবার চাহিয়া মুখ তুলিতেই দেখিল, শ্বশুর ও শাশুড়ী ঠাকরুণ প্রবেশ করিতেছেন।

কমল নত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিলে, ভবরাণী দেবী কমলের মুখে হাত দিয়া মুখচুম্বন করিলেন। তিনি কহিলেন, "এইবার তোমরা দু'টী বোনের মত, আমার করুণার ঘর উজ্জ্বল করো, মা। আমি কায়-মনো-প্রাণে আশীর্বাদ করছি, তোমাদের প্রতিটি ক্ষণ শান্তিময় হোক।"

শিবশেখরবাবু মৃদু হাস্যমুখে কহিলেন, "বৌমা, করুণা তোমাদের দু'জনের জন্যই নিরাময় হয়েছে। আমার সাবিত্রী-মা যদি নিজ স্বার্থ

ক'রে, করুণাকে তোমার উপস্থিতি না জানাত, তা' হ'লে কোন্‌
আমরা কেউ জানতাম না, মা। তোমার নিকট আমার এই
াধ, অতীতকে সমাধিস্থ ক'রে, বর্তমানকে হাসিমুখে স্বীকার ক'রে
। আমার ছু'টি মায়ের জন্য আমার গৃহে এতটুকুও স্থানাভাব
না।" এই বলিয়া তিনি ঘুমন্ত-শিশুর দিকে একবার চাহিয়া বাহির
যাইবার উপক্রম করিতেই, সাবিত্রী ও করুণাময় পিতা-মাতাকে
ইয়া প্রণাম করিল।

থারীতি আশীর্বাদ করিয়া জমিদার পত্নীসহ বাহির হইয়া গেলে,
হাস্যমুখে কহিল, "এখন আমি অফ্-ডিউটী, সাবিত্রী দেবী।
নি খোকন ও তা'র বাবার দিকে নজর রাখুন।" এই বলিয়া স্নান
ত করিতে সে কক্ষ হইয়া বাহির হইয়া, তাহার জন্য নির্দিষ্ট নার্সের
গমন করিল।

াবিত্রীর দিকে চাহিয়া করুণাময় কহিল, "আমাকে তুমি কি
া করতে পারো না, সাবিত্রী ?"

াবিত্রী নতমুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমার মার্জনার কি কোন
জন আছে ? আমাকে ত আপনি চান নি। যার জন্য আপনি……"
াধা দিয়া করুণাময় ম্লানস্বরে কহিল, "বোধ হয় কমলের কথাই
সাবিত্রী। আমি লেখাপড়া প্রায় কিছুই শিখি নি। মাত্র তোমাদের
ঘুরে যেটুকু শিক্ষা ও সহবৎ আয়ত্ত করতে পেরেছি, তা'র
আর আমার পুঁজি নেই। তবেই কমল যখন বলে, আমি তা'র
দেহটার লোভেই লোভাতুর হ'য়ে, বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি হারিয়ে
ছিলাম, তখন বোধ হয় সে সত্য কথাই বলে।"

সাবিত্রী সবিস্ময়ে কহিল, "আপনি এসব আবার কি বলছেন ?"

করুণাময় নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমার দৃষ্টি এবার খুলেছে, সাবিত্রী। আমি এবার যেন বুঝতে পারছি, কমলকে কোন দিনই পবিত্রভাবে ভালবাসিনি। লালসা ও উত্তেজনা একত্রে মিশ্রিত হ'লে যা হয়, আমি তা'রই পীড়নে, তা'রই প্রভাবে দুঃসহ জ্বালা বোধ করেছি! কিন্তু কৈ, তোমার মত এমন শান্ত, শীতল দৃষ্টি কমলের চোখে কখনও দেখি নি ত! এমন নিষ্ঠুর নির্মমতা সহ্য করবার পরেও, তোমার এই অতুলনীয় আত্মত্যাগ সত্যই এই পৃথিবীর বস্তু নয়, সাবিত্রী।"

সাবিত্রী সবিস্ময়ে কহিল, "এসব কি বলছেন আপনি ?"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা দ্রুতপদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "এই নিন চিঠি। মেমসাব তাঁ'র মোটরে ক'রে চলে গেলেন, দাদাবাবু।"

করুণাময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া পত্রখানি হাতে লইল ও পাঠ করিতে লাগিল। আমরা পত্রখানি এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীচরণেষু,

আমি ভেবে দেখলাম, সাময়িক মোহের বশে যে-পুত্র স্নেহে আমি নিজেকে হারিয়েছিলাম, সেই পুত্র আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভিতর জন্মগ্রহণ করেছিল। আমি বিস্মিত হ'য়ে আরও ভাবলাম, এমন ভাবে অধঃপতন আমার সম্ভব হ'ল কি ক'রে ?

তুমি জেনে রাখো, আমি তোমাকে ভালবাসি না। যে-পুত্র তোমার

চারিতার ফলস্বরূপ, তা'কেও আমি ভালবাসি না। সুতরাং যাঁ'র
র আমার এতটুকুও ভালবাসা নেই, সেই ব্যক্তির অর্ধাঙ্গিনী হ'য়ে
য় পাঁচটা মিনিটও নিশ্চিন্ত মনে বাস করতে পারব না।

তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, কোন্ আকর্ষণ আমাকে তোমার
র কাছে টেনে এনেছিল? কেন আমি সারাজীবনের নীতি বিস্মৃত
য়েছিলাম? কেন আমি ঘৃণা হ'তে উদ্ভূত অপর এক ব্যক্তির
বিক অত্যাচারের ফলকে আপন ভেবে, এত দুঃখ সহ্য ক'রে
াম? কেন আমি তোমাকে কিছু সময়ের জন্যও সহ্য করতে সক্ষম
াছিলাম? উঃ, কি দুঃসহ ঘৃণা! কি অকথ্য অধঃপতন!

তুমি জান, কোন তথাকথিত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে, আমাদের
-কথিত বিবাহ হয় নি। আমরা পরস্পরে একসঙ্গে বাস করবার
ক'রে, তোমার পিতা-মাতাকে প্রতারিত ক'রেছিলাম মাত্র।
বলবে, সত্যিকার অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমি বলব, তুমি একটা
সনের আয়োজন করেছিলে। সে প্রহসনকে যদি তথাকথিত
ার ও অনুষ্ঠান নামে অভিহিত করো, তবে তুমি এবং তোমার পিতা-
ার মনে তথাকথিত গর্ব বোধ করবার অবলম্বন পাবে। কিন্তু
ার দিক হ'তে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আমি জানি, আমার নীতি ও
মার মতকেই তুমি সমর্থন করেছিলে।

আমি চললাম। আমার জন্য আবার যেন উন্মাদ সেজে ব'স না।
তে ফল কিছুই হবে না, মন আমার গলবে না। আমার মন অমন
ব ন্যাকামি ক'রে পাওয়া যায় না। তা' ছাড়া আমি যাকে ঘৃণা
, যে আমাকে অভিনয়ে অভিনয়ে প্রতারিত ক'রেছিল, তা'র ওপর

আমার কোন প্রেম, কোন ভালবাসা, কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না।

তবু আমি এই ভেবে সুখী হয়েছি যে, তুমি আমার এক অতি প্রিয়তমা কন্যাকে, তথাকথিত যথারীতি আচার-অনুষ্ঠানের ভিতরে বিবাহ করেছ। তথাকথিত বিবাহ হ'লেও, তুমি যে এক্ষেত্রে কোন প্রতারণা করো নি, তা' শুনে খুশি হয়েছি। সাবিত্রী আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী, সাবিত্রী এ-যুগে জন্মগ্রহণ করলেও, সে-যুগের মেয়ে। সুতরাং তা'কে যদি তুমি মনে-প্রাণে ভালবাসতে পারো, তা'কে যদি তা'র যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো। তবে তুমি ও তোমার পুত্র এমন এক অবলম্বন লাভ করবে, যা'র তুলনা করা চলে, এমন কিছু আমি জানি না।

পরিশেষে আমি তোমাকে একটু উপদেশ দিতে চাই। আজ তোমার চোখের দিকে আমি চেয়ে দেখেছি। বুঝেছি, তোমার চোখের নেশা কেটেছে। যদি আমার ধারণা সত্য হয়, তবে সাবিত্রীকে তুমি চিনতে পারবে। সাবিত্রীর মত মেয়ে যখন তোমার এবং তোমার অভিজাত-দর্পী বংশের ভাগ্যে সম্ভব হয়েছে, তখন তোমাকে এককালীন বন্ধু ভেবে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, আর যেন ভুল ক'রো না, কোন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ো না।

আমি চললাম। আমার কর্মক্ষেত্র দিগন্ত-বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। আমার কর্ণে অসীমের আহ্বান অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে। আমি কি তোমার সঙ্কীর্ণ, ঘৃণ্য গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ থাকতে পারি?

আর একটি কথা বলে, চিরতরে বিদায় নিচ্ছি। তোমার পুত্রকে